বাংলাপিডিএফ.নেট-এর সৌজন্যে

শিকারি পুরুষ

মূলঃ ফ্রেড জিপসন

রূপান্তরঃ রকিব হাসান

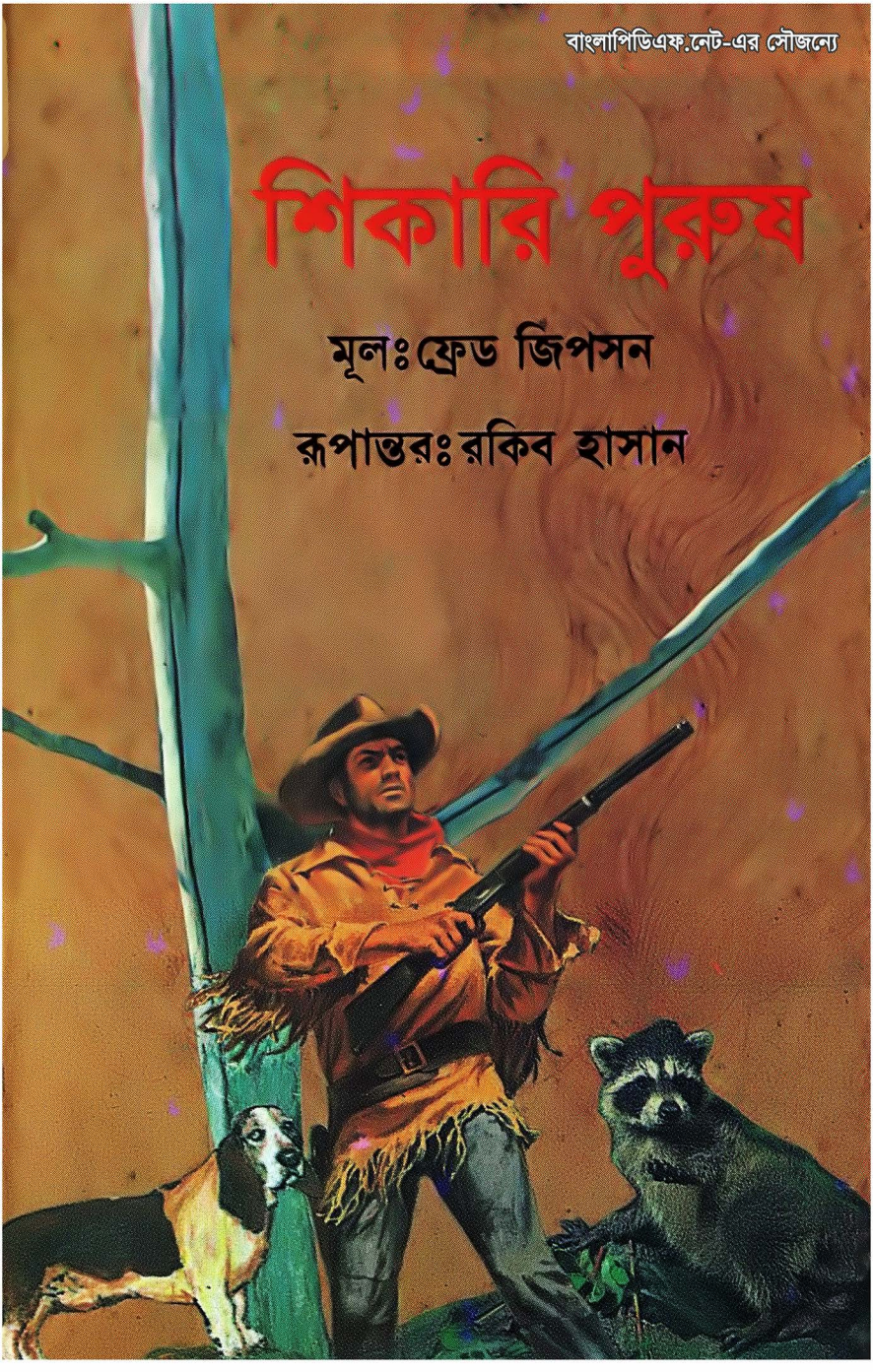

স্ক্যান ও এডিট: মারুফ

SCANNED FOR BANGLAPDF.NET

Facebook.com/groups/Banglapdf.net

VISIT BANGLAPDF.NET FOR
MORE HQ EBOOKS

PLEASE DO NOT SHARE THE BOOK
WITHOUT OUR COURTESY

আরও কোয়ালিটি ই-বুকের জন্য
ভিজিট করুন

বাংলাপিডিএফ.নেট

MARUF

শুরুতে মনে হবে এক টেকসাস-বালকের র‍্যাকুন শিকারের কাহিনী এটি। র‍্যাকি স্ক্যান্টলিং নামে এক প্রচণ্ড স্বাধীন যুবকের সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছিলো কিশোর কটন, বনেবাদাড়ে ঘুরে শিকার করবে বলে। কল্পনাই করতে পারেনি ধীরে ধীরে বয়স্কদের জটিল জগতে ঢুকে পড়তে হবে তাকে। অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে হবে তাদের প্রেম, ভালোবাসা, ঈর্ষা, সংঘাত···

ফ্রেড জিপসনের 'দ্য হাউণ্ড-ডগ ম্যান' একটি অসাধারণ বই। আজকাল ক্লাসিক হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে এটিকে। অনেক সুনাম, অনেক কাটতি এ-বইয়ের। সত্য ঘটনা অবলম্বনে লেখা এই কাহিনীকে কোনো বিশেষ ধারায় ফেলা মুশকিল। কখনও মনে হয় শিকারের গল্প, কখনও দুর্দান্ত অ্যাডভেঞ্চার, কখনও হাসির, কখনও প্রেমের উপন্যাস, কখনও কাউবয়-ওয়েস্টার্ন, কখনও বা জীবনবোধ···

পাঠক, নিজেই পড়ে দেখুন না। দেখুন তো সিদ্ধান্ত নিতে পারেন কিনা কোন্ ধারার কাহিনী এটি?

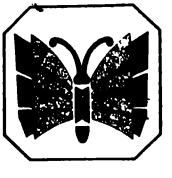

শিকারি পুরুষ

মূলঃ ফ্রেড জিপসন

রূপান্তরঃ রকিব হাসান

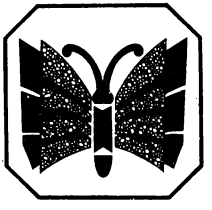

প্রজাপতি প্রকাশন

প্রকাশক
কাজী শাহনূর হোসেন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
গ্রন্থস্বত্ব: লেখকের
প্রথম প্রকাশ
১৯৯২
প্রচ্ছদ
আলীম আজিজ
মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
যোগাযোগ
প্রজাপতি প্রকাশন
[সেবা প্রকাশনীর অঙ্গ-প্রতিষ্ঠান]
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
ফোন: ৮৩৪১৮৪
পরিবেশক
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

SHIKARI PURUSH
By: Fred Gipson
Transd.& Abridged by: Rakib Hassan
ISBN-984-462-601-3
মূল্য ॥ চল্লিশ টাকা

এক

সেই বড়দিনে বারো বছর বয়েস আমার। সারাটা শীতকাল পয়সা জমিয়েছি বাবা-মার জন্যে উপহার কিনবো বলে। আব্বাকে কিনে দিলাম পিতলের একটা ডগ কলার, আর আম্মাকে একটা কেক বানানোর প্যান। জমানো সমস্ত টাকা ব্যয় করে ফেললাম, কিন্তু আমার অনেক চাওয়া কুকুরের বাচ্চাটা পেলাম না ওদের কাছ থেকে। অথচ কতোদিন ধরে অপেক্ষা করছি একটা হাউণ্ডের বাচ্চার আশায় আশায়।

আর সইতে পারলাম না। সারাটা সকাল সেদিন আমি বসে রইলাম ফায়ারপ্লেসের সামনে। কেবলই মনে হতে লাগলো আমাকে ঠকানো হয়েছে। অবশেষে রান্নাঘর থেকে আম্মা ডেকে বললো, 'কটন, হাত-মুখ ধুয়ে আয়। ডিনার রেডি।' বললাম, 'পারবো না!' আম্মা ধমক দিয়ে বললো, 'ভালো চাস তো যা বলছি কর!' কি আর করবো, উঠলাম। পুরানো সেলাইয়ের মেশিনের স্ট্যাণ্ডে প্যান বসানো রয়েছে, ধোয়ার জন্যে।

ছাতের কড়িকাঠের সঙ্গে শেকলে ঝোলানো রয়েছে সিডার কাঠের বালতি, তাতে পানি ভরা। পানিতে মগ ডুবিয়ে শব্দ করে পানি ফেললাম প্যানে, যাতে আম্মা মনে করে আমি হাত-মুখ ধুচ্ছি। আসলে ধুলাম না। চমৎকার দিন, ঝলমলে রোদ, কিন্তু সবাই জানে বড়দিনের সময় পানি কি ভীষণ ঠাণ্ডা থাকে। পানি ঘাঁটার চেয়ে বরং নোংরা থেকে যাবো, সে-ও ভালো। আঙুলের ডগা পানিতে ভিজিয়ে আমার খাটো করে ছাঁটা চুলে ঘোরালাম, ভেজা দেখানোর জন্যে। এতো ছোট চুল আঁচড়াতে হবে না, আঙুল চালিয়ে সমান করার চেষ্টা করলাম।

সামনের দরজা দিয়ে আব্বা ঢুকলো, শুনলাম। চেঁচিয়ে আম্মাকে বললো, 'কোরা, আরেকটা বাসন লাগিও। ব্ল্যাকি স্ক্যান্টলিঙের কুত্তাগুলোকে দেখলাম।'

কথাটা শুনেই ধক্ করে উঠলো বুক। রান্নাঘর থেকে শোনা গেল আম্মার বিরক্ত কণ্ঠ, 'মরেছে!' ডিনারের সময় ব্ল্যাকি এমুখো হয়েছে শুনলেই ওই শব্দটা ব্যবহার করে আম্মা. সব সময়।

তাড়াতাড়ি হাত দিয়ে ডলে চুলগুলোকে সমান করলাম যতোটা পারলাম। তারপর প্রায় দৌড়ে চলে এলাম আব্বা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে। ব্ল্যাকির আসার কথা শুনলেই আনন্দে নেচে ওঠে আমার মন-প্রাণ। আমার বিশ্বাস, আব্বারও ওরকমই হয়। এই এলাকার সবচেয়ে বড় কুন শিকারি ব্ল্যাকি। ভালো কুনহাউণ্ড আছে তার। সব জানে সে, কোথায় বাসা বেঁধেছে শেয়ালেরা, কোথায় চরে বেড়ায় বুনো টার্কি, কার বাগানের তরমুজ সব চেয়ে ভালো হয়েছে, কোনখানে মিলবে ক্যাটফিশের ঝাঁক, কিংবা কোথায় পাওয়া যাবে অনেক কাঠবেরালী। ভাবলেই খুব কষ্ট হয় আমার, আফসোস হয়। ব্ল্যাকি যতটা জানে, শুধু ইস্কুল-ইস্কুল করলে ওসব কোনোদিনই জানা হবে না আমার।

তবে জানতে আমাকে হবেই। বড় হয়ে সব চেয়ে ভালো হাউণ্ডের মালিক হবো আমি, বনে বনে ঘুরে বেড়াবো, ব্ল্যাকির মতো। আমি আর স্পুড সেসাম। আমরা দু'জনে কতোদিন এসব নিয়ে আলোচনা করেছি, কতো পরিকল্পনা যে করেছি। ব্ল্যাকি যদি বলে তার বার্ডসং ক্রীকের পুরানো ঝুপড়িটাতে বাস করতে, তাতেও রাজি হয়ে যাবো।

পথের দিকে তাকালাম। ওই তো, মোড় পেরিয়ে আসছে রক আর ড্রাম। রকটা লম্বা, লালরঙের ছিপছিপে হাউণ্ড। ঝোলা কান, আর দুনিয়ার সবচেয়ে বিষণ্ন চোখ। ড্রামের শাদা গায়ে নীল নীল ছোপ, রকের মতোই লম্বা ছিপছিপে, ঝোলা কান, চোখে দুঃখের ছায়া। বেশির ভাগ সময়ই পাশাপাশি হাঁটে। হঠাৎ মুখ তুললো ওরা। ছুটতে শুরু করলো। রান্নাঘরের গন্ধ পেয়েছে বোধহয়।

ওদের বেশ কিছুটা পেছনে আসতে দেখা গেল ব্ল্যাকিকে। সুন্দর চেহারা। বয়েস তিরিশ-একত্রিশ হবে। প্রায় দুই সাইজ বড় জুতো পায়ে দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে। তার কুকুরগুলোর মতোই লম্বা, ছিপছিপে। পুরানো নরম হ্যাট মাথায়, গায়ে রঙ জ্বলে যাওয়া জাম্পার। বাঁ বগলের নিচে একটা টুটু রাইফেল, ডান কাঁধের ওপর ফেলে রেখেছে একটা বস্তা।

বস্তার ভেতর কি আছে জানি আমি। ব্ল্যাকির পার্টিতে যাওয়ার পোশাক। যেখানেই যায় সঙ্গে নিয়ে যায়, কারণ জানা নেই কখন কোথায় নাচ কিংবা অন্য কোনো পার্টির দাওয়াত পেয়ে যাবে।

কিছুটা কুঁজো হয়ে হাঁটে ব্ল্যাকি। মাটির দিকে চোখ। এভাবে চলা অভ্যেস হয়ে গেছে তার। শিকারের চিহ্ন খুঁজে চলতে চলতে এরকমটা হয়েছে। এমন কোনো জন্তু নেই যেটা তার তীক্ষ্ণ চোখকে ফাঁকি দিতে পারে।

লাফিয়ে আমাদের উঠনের বেড়া পেরোলো ড্রাম আর রক। ছুটে গেল রান্নাঘরের দিকে। গেটের কাছে দাঁড়িয়ে জাম্পারের পকেট হাতড়ে একটা পোসামের চামড়া বের করলো ব্ল্যাকি, আমাদের দিকে তুলে নাড়লো। 'দেখ, কত্তোবড়টা মেরেছি!'

'হ্যাঁ, অনেক বড়,' আব্বা বললো।

'ডাব সেসানের খেত থেকে মেরেছি।'

কাছে থেকে দেখার জন্যে ছুটে গেলাম। হাত বুলিয়ে দেখলাম, গালে ঠেকালাম। নরম রোম। আহ্, কি আরাম! দুঃখও লাগলো। ইস্, আমার যদি একটা হাউণ্ড থাকতো, ওরকম পোসাম আমিও মারতে পারতাম!

আব্বা ডাকলো, 'এসো, ব্ল্যাকি। ডিনার রেডি।'

'ডিনার!' ব্ল্যাকির তীক্ষ্ণ চেহারায় বিস্ময় ফুটলো। 'বাবা, অনেক বেলা!' মাথা তুলে চোখ কুঁচকে সূর্য দেখে বললো। পায়ের দিকে তাকালো। জুতোর নাক কেটে নিয়েছে, বাতাস ঢোকার জন্যে। 'ব্রাদার জো-র বউ পারলাইন আমাকে মেরেই ফেলবে। কথা দিয়েছি দুপুরের আগেই দেখা করবো।'

'দেরি এমনিতেও করে ফেলেছো। এসো। ডিনার খেয়ে যাও।'

আবার সূর্যের দিকে তাকালো ব্ল্যাকি। 'না, যাই। সময় একেবারে নেই, অ্যারন। ওদেরকে কথা দিয়েছি তুলো তুলতে সাহায্য করবো।'

চুপ হয়ে গেল আব্বা। কেমন যেন অসহায় হয়ে গেল ব্ল্যাকি। প্যান্টের হাঁটুর কাছে একটা ফুটোয় আঙুল বোলাতে লাগলো। অস্বস্তিতে পড়ে গেছে। মুখ তুলে তাকালো আব্বার দিকে। কিছুই বললো না আব্বা। কালো চোখা গোঁফের একটা কোণ টানছে শুধু। আবার ফুটোয় আঙুল বোলাতে লাগলো ব্ল্যাকি।

আব্বার চোখের শয়তানী ঠিকই দেখতে পেলাম আমি। কি করছে বুঝতে পারলাম। আমার ভালো লাগলো না। এটা আব্বার উচিত হচ্ছে না। হাজার হোক ব্ল্যাকি একজন বয়স্ক মানুষ, তার বন্ধু, তাকে এভাবে অস্বস্তিতে ফেলে দেয়াটা ভারি অন্যায়। আগ বাড়িয়ে আমিই বললাম, 'আম্মা তোমার খাবার দিয়ে ফেলেছে, ব্ল্যাকি আংকেল।'

বেঁচে গেল যেন ব্ল্যাকি। খেয়ে উঠেই দৌড় দেয়া, কেমন দেখায় বলো। তোমার বউ তো রেগেই যাবে। তবু তাই করতে হবে আমাকে। খেয়ে উঠেই দৌড়···পারলাইনকে তুলো তোলার কথা না দিলে অবশ্য থাকতে পারতাম।'

আমার হাত থেকে পোসামের চামড়াটা নিয়ে গেটের খুঁটিতে ছড়িয়ে দিলো সে। ঘরে ঢুকে বিছানার ওপর রাখলো রাইফেল আর পোঁটলাটা। বড়দিনের জন্যে নতুন শাদা চাদর বিছিয়েছে আম্মা। খেয়ালই করলো না যেন ব্ল্যাকি। পোঁটলার ওপর রাখলো হ্যাট। চুলে আঙুল চালাতে শুরু করলো।

ইস্, ব্ল্যাকির মতো চুল যদি আমার থাকতো! কয়লার মতো কুচকুচে কালো। কোঁকড়া। ঘাড় আর কান ঢেকে দিয়েছে।

রান্নাঘর থেকে বেরোলো আম্মা। চুলার গরমে মুখ লাল। 'ডিনার রেডি! আরে ব্ল্যাকি যে!' দায়সারা হাসি হাসতে গিয়েই চোখ পড়লো বিছানার ওপর। হাসিটা আর ফুটলো না। ব্ল্যাকির পরনের কাপড়-চোপড়ের অবস্থা দেখে নাক সিঁটকাতে বাকি রাখলো।

আম্মার সামনে পড়লে সব সময় ভদ্রতা বজায় রাখার চেষ্টা করে ব্ল্যাকি। তাতে অবশ্য কোনো লাভ হয় না। সামান্যতম নরমও হয় না আম্মা। ব্ল্যাকির প্যান্টের দিকে আরেকবার তাকিয়ে আবার রান্নাঘরে চলে গেল।

এই প্যান্টটা ছিলো আব্বার। মাসখানেক আগে ব্যান্ড রিজে একটা ওক গাছের খোড়লে শেয়ালের গন্ধ পেয়েছিলো ব্ল্যাকির কুকুরগুলো। খোড়লের মধ্যে জ্বলন্ত ম্যাচের কাঠি ফেলে, গায়ের কাপড় খুলে মুখটা বন্ধ করে দিয়েছিলো সে। যাতে ধোঁয়ার গন্ধে বেরোনোর চেষ্টা করেও বেরোতে না পারে শেয়ালগুলো। তারপর একটা কুড়ালের জন্যে দৌড়ে চলে এসেছিলো আমাদের বাড়িতে। শেয়াল মারা দেখার জন্যে ঘুম থেকে উঠে তার সঙ্গে ছুটলাম আমি আর আব্বা। তবে দেখা আর হলো না। গিয়ে দেখি, আগুন লেগে গাছ তো পুড়েছেই, শেয়ালগুলোও পুড়ে মরেছে সেই সাথে জ্বলে শেষ হয়ে গেছে ব্ল্যাকির কাপড়। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়েছিলো সেরাতে। ব্ল্যাকির পরনে কিছু নেই। বাড়তি কাপড়ও নেই। শেষে আব্বা তাকে বাড়িতে এনে কিছু কাপড় দিয়েছিলো পরার জন্যে।

আর সেটার জন্যেই আম্মার সে-কি রাগ! কাপড়গুলো যখন আর ফেরত দিলো না ব্ল্যাকি, তার মুখ দেখবে না বলে কসম খেয়ে ফেললো আম্মা। নতুন হলে দিয়ে দিতো ব্ল্যাকি, আমি জানি। কারণ ব্ল্যাকির অবস্থা-টবস্থা ভালোই, অন্যের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে পরা বা ভিক্ষে করার প্রয়োজন নেই। হয়তো মনে করেছে এতো পুরানো কাপড়, দিতে গেলে বরং আব্বাকে ছোট করা হবে, সে-জন্যেই আর আসেনি।

আব্বা কিছুই বলেনি। তবে আম্মা ভোলেনি। বহুদিন ঝগড়া বাধিয়েছে আব্বার সঙ্গে। অভিযোগ করেছে। তার কথা, সারারাত ধরে ফুটোগুলো এতো কষ্ট করে সেলাই করেছে, একটা বাউণ্ডুলে লোক পরে বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়াবে বলে নয়।

আব্বা জিজ্ঞেস করলো, 'ব্ল্যাকি, হাত-মুখ ধোবে না? চুলটাও আঁচড়ানো দরকার।'

হাতের তালুর দিকে তাকালো ব্ল্যাকি। দেখেটেখে বোধহয় ভাবলো, সাবান দিয়ে পোসামের গন্ধ খানিকটা ধুয়ে এলে তেমন কোনো ক্ষতি হবে না। প্যানের দিকে রওনা হলো সে।

ঠিক এই সময় চেঁচিয়ে উঠলো একটা কুকুর। আর সেই সাথে আম্মার চিৎকার, 'শয়তান! রুটির কাছে আরেকবার এলে খুন করে ফেলবো!'

একটা পানির ক্যান উল্টে ফেলে ছুটে রান্নাঘর থেকে বেরোলো কুকুরটা। এমন চিৎকার করছে যেন মেরেই ফেলা হয়েছে ওকে।

ব্ল্যাকিও ছুটে বেরোলো। 'এই রকের বাচ্চা রক, শয়তানীর আর জায়গা পাসনি!' কাছেই পড়ে থাকা একটা হাতুড়ি তুলে নিলো। একটা বিস্কুট কামড়ে ধরে দৌড়ে যাচ্ছে রক। হাতুড়ি ছুঁড়লো ব্ল্যাকি, তবে অনেক দূরে পড়লো ওটা। 'এইবার শিক্ষা হয়েছে তো? মনে থাকে যেন। আর কোনোদিন কারো রান্নাঘরের দিকে তাকিয়েছিস তো চাবকে ছাল তুলে ফেলবো। শয়তান!' বলতে বলতে রান্নাঘরের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো সে। কৈফিয়ত দেয়ার ভঙ্গিতে বললো, 'কোরা, কিছু মনে কোরো না। কি যে হলো কুত্তাগুলোর! বাড়িতে তো এমন করে না। তাহলে কি আর আস্ত রাখতাম নাকি। রান্নাঘরে কতো ঢোকে, আমি না বললে খাবারের দিকে মুখ তুলেও তাকায় না।'

আগুন খোঁচানোর শিকটা সরিয়ে রাখতে রাখতে আম্মা বললো, 'ঠিক আছে, ব্ল্যাকি, আমি কিছু মনে করিনি।' তবে কণ্ঠস্বরেই বোঝা গেল সত্যি কথা বলছে না।

প্লেটে করে গরম বিস্কুট এনে টেবিলে রাখলো আম্মা। সরে দাঁড়িয়ে আমাদের বসার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো।

গরম শিক দিয়ে রককে কি ব্যথাটাই না দিয়েছে আম্মা ভাবতেই হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এলো আমার। যদি মরে যেতো রক? কিংবা পা-টা কিছু ভেঙে যেতো? তবে ব্ল্যাকির মুখ দেখে মনে হলো না এসব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে সে।

বসে পড়লাম চেয়ারে। গরম বিস্কুট আর ভাজা মুরগীর মাংস। আমার শুধু ভয়, হাত-মুখ যে ধুইনি, চুল আঁচড়াইনি, কখন সেটা আম্মার চোখে পড়ে যায়! তবে পড়লো না। রককে ধন্যবাদ। সে এতো উত্তেজিত করে দিয়েছে আম্মাকে, আর কোনো দিকে নজর দেয়ার অবস্থাই নেই তার।

খাবার সামনে নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। আগে ঈশ্বরের স্তুতিপাঠ, তার পরে খাওয়া। আমার মনে হতে লাগলো, কাজটা সারতে যেন বেশি দেরি করতে লাগলো আম্মা। এটা অবশ্য সব সময়ই মনে হয় আমার। বড় বেশি সময় লাগায় আম্মা।

কাঁটা চামচ তুলে নিয়ে খাবারের ওপর আক্রমণ চালালো ব্ল্যাকি। ভালো খাবারের প্রতি তার ভীষণ লোভ। বিস্কুটে কামড় দিয়ে আব্বাকে বললো, 'তোমার কপালটা সত্যিই ভালো, অ্যারন। কোরার মতো এরকম রাঁধুনীকে বউ হিসেবে পেয়েছো। এতো ভালো বিস্কুট এই অঞ্চলে আর কেউ বানাতে পারে না।'

আব্বা হাসলো। দেখলাম, আম্মার মুখ থেকে খানিকটা রাগ চলে গেছে। বিস্কুটের প্রশংসা শুনলে খুশি হয় খুব।

'ব্রাদার জোর পারলাইনের কথাই ধরো,' বলে চলেছে ব্ল্যাকি। 'ও-কি বিস্কুট বানায় নাকি? শক্ত, কালো।'

এবার হাসি ফুটলো আম্মার মুখে।

মুরগীর বুকে কাঁটাচামচ বসিয়ে ছুরি দিয়ে কেটে একটা টুকরো খসিয়ে আনলো ব্ল্যাকি।

আব্বা বললো, 'এতোদিনে তোমারও একটা বউ হয়ে যাওয়া উচিত ছিলো, ব্ল্যাকি। শুনলাম, আইক ফ্রেঞ্চের চুনের ভাঁটিতে ঘোরাঘুরি বেড়ে গেছে তোমার। ওদিকে শিকার-টিকার খুব পাওয়া যায় নাকি? গত শনিবারে শুনলাম আইকের মেয়ে অ্যামি তোমাকে সারা শহরে খুঁজে বেড়িয়েছে।'

অবাক হলো ব্ল্যাকি। 'খুঁজেছে নাকি?' চট্ করে তাকালো একবার আম্মার দিকে, অস্বস্তিতে পড়ে গেছে। পেছনের জানালা দিয়ে মুরগীর একটা হাড় ছুঁড়ে ফেলে দিলো। 'ওসব হবেটবে না,' ব্ল্যাকি বললো। 'ভালো করেই জানো তুমি। একপাল কুত্তার সঙ্গে কোন্ মেয়ে আসবে বাস করতে?'

আবার আব্বার চোখে সেই শয়তানী হাসি ঝিলিক দিয়ে গেল। 'মেয়েমানুষ আর কুত্তা, এই দুটোর মধ্যে বেছে নিতে বললে,' আড়চোখে আম্মার দিকে তাকালো আব্বা। 'নিশ্চয় কুত্তাই নেবে তুমি।'

বাইরে মুরগীর হাড়টা নিয়ে মারামারি বাধিয়েছে রক আর ড্রাম। সেদিকে ঘুরে চেঁচিয়ে বললো ব্ল্যাকি, 'এই, চুপ করলি!'

আব্বার দিকে ফিরলো। 'নেবো না কেন, অ্যারন? কুত্তার সঙ্গে কি আর মেয়েমানুষের তুলনা হয়? বাইরের ওদুটোর কথাই ধরো। খাবার না দিয়ে আধমরা করে ফেলতে পারো ওদের। দৌড় করাতে করাতে পা দিয়ে রক্ত বের করে ফেলতে পারো। মদ খেয়ে মাতাল হয়ে সারা গায়ে লাথি মেরে অজ্ঞান করে ফেলো। তবু ওরা তোমাকেই থাকবে। আদর করে হাত চেটে দেবে। ঠাণ্ডা রাতে গা ঘেঁষে শুয়ে তোমার গা গরম করে দেবে। অতোটা সহ্য করেও খুশি থাকবে ওরকম একটা মেয়ে দেখাতে পারো তুমি?'

হো হো করে হেসে উঠলো আব্বা। রাগ করে ঝটকা দিয়ে উঠে রান্নাঘরে চলে গেল আম্মা। সেদিকে তাকিয়ে আবার অস্বস্তি ফুটলো ব্ল্যাকির চোখে। 'আবার দিলাম খেপিয়ে। কেন যে এতো বেশি কথা বলি!'

আমার মনে হলো অন্যায় ভাবে রাগ করেছে আম্মা। ঠিকই তো বলেছে ব্ল্যাকি। আমাকেই যদি বলা হয়, কুকুর নেবো না মেয়ে নেবো, অবশ্যই কুকুর নেবো। কোন্ মেয়েটা গন্ধ শুঁকে র‍্যাকুনকে খুঁজে বের করতে পারবে হাউণ্ডের মতো?

আবার বেরিয়ে এলো আম্মা। তাকে খুশি করার অনেক চেষ্টা করলো আব্বা আর ব্ল্যাকি, লাভ হলো না। আম্মার গোমড়া মুখে আর হাসি ফোটানো গেল না। আব্বার ওপরই যেন রাগটা বেশি। খাওয়া শেষ করে ফায়ারপ্লেসের দিকে চললাম আমরা।

'খেয়ে উঠেই দৌড়ানোটা মোটেই ভালো দেখায় না,' ব্ল্যাকি বললো। 'কিন্তু যেতেই হবে আমাকে।'

'বসে থাকো। একটু হজম হোক,' আব্বা বললো। 'ভরা পেটে কাজ করা যায় না।'

প্যান্টের ফুটোয় আঙুল বোলালো ব্ল্যাকি। বিছানায় রাখা তার জিনিসগুলোর দিকে তাকালো। তারপর ফিরলো ফায়ারপ্লেসের দিকে। মেসকিট কাঠ পুড়ে চমৎকার উত্তাপ ছড়াচ্ছে।

'হ্যাঁ,' ব্ল্যাকি বললো। 'এভাবে চলে যাওয়াটা অভদ্রতা। তবে বেশিক্ষণ কিন্তু বসতে পারবো না। পারলাইনকে কথা দিয়েছি বারোটার আগেই পৌঁছে যাবো।'

চেয়ারে বসলো না সে। আব্বা অনুরোধ করলে বললো, 'না, এইই ভালো। স্বাধীনতা আছে। হাত-পা ছড়িয়ে আরাম করে বসতেই আমার ভালো লাগে,' দেয়ালে পিঠ দিয়ে মেঝেতেই বসে পড়লো ব্ল্যাকি।

কতোটা স্বাধীনচেতা লোক ব্ল্যাকি, জানি আমি। অনেক জায়গা-জমি রেখে গেছে তার বাবা। ওগুলোর দেখাশোনা করতে হলে ঘরে আটকে থাকতে হবে বলে সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। এতো টাকার সম্পত্তির ওপরও কোনো মায়া নেই তার। একমাত্র নেশা বন আর শিকার—ঘুরে বেড়ানো, মুক্ত, স্বাধীন। বলো, এরকম একজন মানুষকে ভালো না বেসে পারা যায়?

ফায়ারপ্লেসের আরেক পাশে ব্ল্যাকির মতোই দেয়ালে পিঠ দিয়ে বসলাম আমি। তবে খানিক পরেই আমাকে উঠতে বাধ্য করলো আম্মা। ডেকে নিয়ে গেল এঁটো বাসনকোসন ধোয়ার জন্যে। তিরিশ মিনিট পর বেরিয়ে এসে দেখি লাকড়ি ফাড়ছে আব্বা। ব্ল্যাকি মেঝেতে চিত হয়ে নাক ডাকাচ্ছে।

রান্নাঘরে আম্মার হাঁড়িপাতিল নাড়ার শব্দ হচ্ছে। সাপারের জন্যে রান্নার যোগাড় করছে।

আরও কিছুক্ষণ নাক ডাকিয়ে জেগে গেল ব্ল্যাকি। এক কনুইয়ে ভর দিয়ে আধশোয়া হয়ে চারপাশে তাকালো। 'এক্কেবারে কুন হয়ে গেলাম,' হেসে বললো সে। 'দিনে ঘুম, রাতে শিকার।'

ফায়ারপ্লেসে কয়েকটা লাকড়ি ফেললো আব্বা। 'ব্ল্যাকি, বী ব্লাফে সেই কুনটাকে যে গাছে তুলে আটকেছিলাম, মনে আছে?'

'থাকবে না আবার!' লাফ দিয়ে উঠে বসলো ব্ল্যাকি। চকচক করছে তার নীল চোখ। 'সেসব কথা কি ভোলা যায়? এখনও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, চার হাত পায়ের ওপর ভর দিয়ে কুকুরের মতো হয়ে আছে ব্রাদার জো। তার পিঠের ওপর লাফিয়ে নেমেছে কুনটা। আর কুত্তাগুলো চারপাশ থেকে কামড়ানোর চেষ্টা করছে। কুনের গায়ে কামড় লাগছে না, লাগছে ব্রাদার জোর হাতে-পায়ে। হাহ্ হাহ্ হাহ্!'

শুরু হয়ে গেল পুরানো দিনের শিকারের গল্প। হা হা করে হাসছে দু'জনেই। ফায়ারপ্লেসের কাছে মেঝেতে বসে তন্ময় হয়ে শুনছি আমি। আর আফসোস করছি, ভালো দিনগুলো সব ওরাই মেরে দিলো। আমাদের জন্যে আর কিচ্ছু রাখলো না। কি সব দিন, আর শিকার, আহা! বুক ধসিয়ে দীর্ঘশ্বাস আসতে চাইলো আমার।

ব্ল্যাকি মনে হয় বুঝতে পারলো। 'আজকালকার ছেলেগুলো আর সেসব মজা পায় না।'

'না,' একমত হলো আব্বা। 'পাবে কি? ওদের সব সময় তো ইস্কুলেই খেয়ে নেয়।'

তীব্র বিতৃষ্ণা ফুটলো ব্ল্যাকির চোখেমুখে। 'মরুকগে ইস্কুল! কি হয় এতো লেখাপড়া করে? অযথা সময় নষ্ট। চোখ শেষ, সেই সাথে শিকারও। আমার কপালটা ভালোই বলতে হবে। ইস্কুল নিয়ে মাথা ঘামাতে হয়নি কোনোদিন।'

ঠিক আমার মতোই ভাবছে ব্ল্যাকি। লাফিয়ে উঠে বলতে ইচ্ছে হলো, 'এই কথাটাই তোমাকে বলতে চাই, আব্বা,' বললাম না। জানি, কোনো লাভ হবে না। ব্ল্যাকি আজ নতুন নয় আমাদের বাড়িতে। রাতেও থেকেছে। গভীর রাতে ঘুম ভেঙে গিয়ে শুনেছি আব্বা আর ব্ল্যাকি কথা বলছে। শিকার আর মাছ ধরার গল্প, বনেবাদাড়ে ঘুরে বেড়ানোর গল্প। ওরকম ঘুরতে আমারও ইচ্ছে করে। পারি না। বছরের নয় মাস কাটাই ইস্কুলে। বাকি তিন মাস, ছুটি ছাটায়, খেতের কাজ করি। এভাবেই জীবনটা গেল আমার। কেউ বুঝলো না। কেউ বোঝার চেষ্টাও করলো না।

আগুনের পাশে চেয়ারে আরাম করে হেলান দিয়ে বসেছে আব্বা। জিজ্ঞেস করলো, 'নদীর পারে সেই জায়গাটায় এখনও কুন গিজগিজ করে, না?'

'ডেভ উইলসন তো তাই বললো। পুরানো ডিলন র‍্যাঞ্চটা দেখাশোনার ভার নিয়েছে এখন সে। ওখানেই থাকে। গত শনিবারে শহরে তার সঙ্গে দেখা। বললো ভালো ফসল হবে এবার। নদীর পারে নাকি শুধু কুনের পায়ের ছাপ।'

'ঘুরে আসতে পারলে খুব ভালো হতো,' আগুনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে আব্বা।

'বসে আছো কেন তাহলে?' প্রায় চিৎকার করে বললো ব্ল্যাকি। 'চলো বেরিয়ে পড়ি।'

ঝিক্ করে উঠলো আব্বার চোখ। ভাবলাম হ্যাঁ-ই করে দেয় বুঝি। তারপরই কি মনে হতে মাথা নাড়লো, 'না রে ভাই, পারবো না!'

'কেন পারবে না? বড়দিনের সময় এখন। কাজটাজ তো তেমন নেই।'

কেমন যেন অস্বস্তিতে পড়ে গেল আব্বা। 'নাহ্, পারবো না। কোরাকে কথা দিয়েছি, এ-হপ্তায় একটা শুয়োর মেরে দেবো। আবহাওয়া ভালো থাকতে থাকতেই সসেজ বানিয়ে ফেলা দরকার। তাছাড়া, রাতে একলা থাকতে ভয় পায় ও।'

আবার বিতৃষ্ণা দেখা দিলো ব্ল্যাকির চেহারায়। 'এইই হয়। এরকমই। একজন পুরুষ

মানুষকে একটা মেয়েমানুষ এনে দাও। ব্যাস। আর কোনো কাজের লায়েক থাকবে না সে। হাতে শেকল পায়ে বেড়ি পরে একেবারে জেলখানার কয়েদি।'

আগুনের দিকে তাকিয়ে রইলো আব্বা। জবাবও দিলো না, প্রতিবাদও করলো না।

এতোই উত্তেজিত হয়ে উঠেছি আমি, আর চুপ থাকতে পারলাম না। 'আমি তো যেতে পারি, আব্বা!' উঠে দাঁড়ালাম। থরথর করে কাঁপছি। 'বড়দিনের সময়! ইস্কুল বন্ধ! নতুন বছরের আগে ক্লাস শুরু হবে না! আমার যেতে বাধা কোথায়? ঘুড়ীটাকে নিয়ে যেতে পারি আমি, আর পুরানো গাড়িটা! বললে হয়তো স্পুডও রাজি হয়ে যাবে!' হড়হড় করে এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে ফেললাম।

'ঠিক বলেছিস!' উরুতে চাপড় মারলো ব্ল্যাকি। 'তাই করবো! ডেভ উইলসনের সাথে দেখা হওয়ার পর থেকেই শিকারে যাওয়ার জন্যে মনটা কেমন যেন করছে আমার!'

অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে আব্বা। 'ওরকম ভাবে যাওয়ার কথা বলতে ভয় লাগলো না তোমার?'

'কেন লাগবে?' বুক চিতিয়ে বললাম। 'সেই মদ্দা কুনটাকে যখন মেরেছিলে তুমি, তখন তোমার বয়েস আমার চেয়ে কম ছিলো। আমার তো বারো হয়ে গেছে।'

হেসে উঠলো ব্ল্যাকি। 'এইবার ডালে তুলেছে তোমাকে ছেলেটা, অ্যারন। দাও, জবাব দাও।'

'কিন্তু এরকম করে তো কখনও বেরোয়নি ও,' মিনমিন করে বললো আব্বা। 'নিজের যত্নই নিতে জানে না।'

'তা তো জানেই না। আর এভাবে আটকে রাখলে কোনোদিন জানবেও না।'

'কিন্তু...'

'অ্যারন, ছেলেটাকে যেভাবে বন্দী করে রেখেছো তোমরা, গায়ে বাড়লেও মাথায় বাড়বে না ও কোনোদিন। উদার হতে পারবে না। এভাবে যদি মা কুন গুহায় আটকে রাখতো বাচ্চাকে, বাচ্চা কি কখনও নদীতে গিয়ে ব্যাঙ ধরা শিখতো? শিখতো না। না খেয়ে মরে যেতো। সাঁতারও শিখতো না। ভেসে চলে যেতো!'

যাওয়ার জন্যে এতোই অস্থির হয়ে উঠেছি, হয়তো আব্বার পা-ই জড়িয়ে ধরতাম, যদি না জানতাম ওরকম অনুনয় করাটা পছন্দ করে না আব্বা। তবে ব্ল্যাকির চোখা চোখা যুক্তি আমার হাজার অনুরোধের চেয়েও জোরালো, বুঝে গেছি সেটা। কাজেই মুখ বন্ধ রাখাটাই উচিত মনে করলাম।

'বেশ,' অবশেষে রাজি হলো আব্বা। 'তোমার আম্মাকে বোঝাতে অবশ্য জান বেরিয়ে যাবে আমার। যাও, স্পুডকে বলো গিয়ে।আর ঘুড়ীটার যত্ন-টত্ন করো। ব্ল্যাকি যখন আছে, তোমাদের অসুবিধে হবে না।'

আব্বা ঠিকই বলেছে। আম্মাকে বোঝাতে বেগ পেতে হলো। রাতে শোয়ার পরেও তর্ক চলতেই থাকলো। আমার ঘরে শুয়ে শুয়ে কান পেতে শুনতে লাগলাম। বেশি জোরে বলছে না আম্মা, তবে আমার শোনার জন্যে যথেষ্ট।

'ছেলেকে একটা ছন্নছাড়া বাউণ্ডুলে বানাতে চাও, অ্যারন কিনি?' আম্মা ফুঁসছে। 'অশিক্ষিত, মূর্খ একটা ছাগল, যে খালি কুত্তা নিয়ে বনে বনে ঘুরে বেড়ায়?'

'না, কোরা, চাই না। তবে কুত্তা নিয়ে মাঝে মাঝে র‍্যাকুন শিকারে গেলেই কিছু আর মূর্খ হয়ে যায় না মানুষ। আমিও বহুবার গিয়েছি।'

'হ্যাঁ, গিয়েছো। এখনও যেতে। কুত্তা পোষা বন্ধ না করলে। মাথা গোঁজার ঠাঁইটা পর্যন্ত থাকতো না।'

'কথাটা ঠিকই বলেছো, কোরা।'

'অবশ্যই ঠিক বলেছি। আমি জানি সেটা।' কিছুটা ঝিমিয়ে এসেছিলো, নতুন উদ্যমে আবার শুরু করলো আম্মা, 'কিছুতেই বুঝতে পারছি না, ব্ল্যাকির মতো একটা বাজে লোকের সঙ্গে কি করে নিজের ছেলেকে ছেড়ে দেয়ার কথা তুমি ভাবতে পারলে!'

'কোরা, ব্ল্যাকি খুব ভালো লোক। কেন তার ওপর তোমার এতো রাগ? কি করেছে ও? কারো কোনো ক্ষতি করে না, পারলে মানুষের উপকারই করে। কারো সাতেপাঁচে নেই। হগ ওয়ালারের মতো খারাপ লোকও আছে এই অঞ্চলে। সেই তুলনায় ও তো অনেক ভালো।'

'কিসের ভালো!' জ্বলে উঠলো আম্মা। 'এ-যাবৎ কি করেছে? করতে পেরেছে? বিয়ে করে সংসারী হওয়ার চেষ্টা করেছে একটিবার? বাচ্চা জন্ম দিয়েছে? তাদের মানুষ করতে পারছে? এসব দায়িত্ব পালন করতে পারে না যে পুরুষ সে আবার পুরুষ হলো নাকি?'

'হয়তো আমার মতো ভাগ্যবান নয় সে,' তেল দিয়ে বললো আব্বা। 'আমার মতো ঠিক মেয়েটিকে পায়নি। কাজেই সংসার করতে পারছে না।'

এসব কথায় নরম হলো না আম্মা। 'ঠিক মেয়ে! গত পনেরো বছরে অনেক মেয়েকে দেখেছে সে। ইচ্ছে নেই, সেটা বলো। নইলে মেয়ে আবার পাওয়া যায় না নাকি? অনেকে তার কাছাকাছিও এসেছে। ওদেরকে ফাঁকি দিয়েছে ব্ল্যাকি। বিয়ে করে সংসারী হওয়ার লোকই নয় সে! বিয়ের কথা ভাবেই না!'

'না, তা ভাবে না,' স্বীকার করলো আব্বা। 'ভাবলে বলতো আমাকে। আসলে অনেক বেশি ভদ্র সে। কোনো মেয়ের সঙ্গেই অভদ্র হতে পারেনি, মুখ ফুটে বলতে পারেনি যে আমাকে বিয়ে করো।'

তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলো আম্মা। ছিঁড়ে ফেলতে শুরু করলো আব্বাকে। তবে আমার আশঙ্কা দূর হয়ে গেছে। আর কোনো ভাবনা নেই আমার। আম্মা যতোই রাগারাগি করুক, আব্বাকে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে না পারলে আমার যাওয়া আর বন্ধ করতে পারবে না। আব্বার সিদ্ধান্ত বদল করতে পারবে না।

আম্মার ওপর রাগ হচ্ছে আমার। এতো জোরে জোরে কেন? আরেকটু আস্তে বলতে পারে না? ব্ল্যাকি শুনলে কি ভাববে! কি ধারণা হবে আমার মায়ের ওপর!

তবে ব্ল্যাকির কানে আদৌ কিছু ঢুকছে বলে মনে হচ্ছে না। ফায়ারপ্লেসের সামনে একটা পুরানো কম্বল বিছিয়ে আরেকটা গায়ের ওপর দিয়ে নিথর হয়ে আছে। তাকে বিছানায় শোয়ার জন্যে অনেক চাপাচাপি করেছে আব্বা। কিছুতেই রাজি করাতে পারেনি। ব্ল্যাকি বলেছে, তার নোংরা শরীর, ময়লা জামাকাপড়, সুন্দর বিছানা নষ্ট করতে চায় না। তাছাড়া নরম বিছানায় শুয়ে ঘুমাতেও পারে না। বনের ভেতরে শক্ত মাটিতে শুয়ে শুয়ে বদ অভ্যাস হয়ে গেছে।

মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগলাম, আম্মার কথা যেন ব্ল্যাকি না শোনে। ভালো মানুষ সে। আমি যেভাবে যে জিনিসটাকে দেখি সে-ও ঠিক সেই ভাবেই দেখে। আমার হয়ে আব্বার সঙ্গে কি তর্কটাই না করলো। ব্ল্যাকি, একমাত্র ব্ল্যাকিই পারে তর্ক করে আব্বাকে বুঝিয়ে রাজি করিয়ে আমাকে কুন শিকারে নিয়ে যেতে।

চুপ করে শুয়ে তাকিয়ে রইলাম তার দিকে। বোঝার চেষ্টা করলাম, শুনছে কিনা। না, মনে হয় শুনছে না। ভারি নিঃশ্বাস ফেলছে সে। নিয়মিত। ঘুমিয়েই পড়েছে।

আমিও ঘুমিয়ে পড়লাম।

দুই

প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়লো পরদিন সকালে। সবে রোদ উঠছে তখন। সবুজ ঘাসের ডগায় শাদা তুষারের কণা লেগে রয়েছে আমাদের বাড়ির সামনের বড় ওক গাছটার তলায়। ঘুড়ীটাকে বের করে গাড়িতে জুতে খাবার আর মালপত্র বোঝাই করতে আমাকে সাহায্য করলো আম্মা আর ব্ল্যাকি।

'শোনো,' আমাকে বললো আম্মা। 'ব্ল্যাকি যা বলে শুনবে। তোমার কিছু হলে আমার জীবন নরক করে ছাড়বে তোমার আম্মা।'

দরজার কাছে ঘুমিয়েছিলো রক আর ড্রাম। উঠে এসে ঘোরাঘুরি শুরু করেছে ওয়াগনটার কাছে। বুঝে গেছে, কুন শিকারে চলেছি আমরা। তাতে আমাদের মতোই খুশি হয়ে উঠেছে ওরাও।

ওয়াগনের পাশে দাঁড়িয়ে প্যান্টের ফুটোয় আঙুল ঢুকিয়ে দিলো ব্ল্যাকি। বললো, 'ব্রাদার জোর পারলাইন আমাকে খুব ভালো লোক ভাবতো, এখন আর ভাববে না। কিন্তু কি করবো? ছেলেগুলোর এতো উৎসাহ তো আর মাটি করতে পারি না।'

তার কথার জবাব না দিয়ে আমাকে বললো আম্মা, 'যাক, যাওয়া তাহলে হচ্ছে তোমাদের। গাড়ি বোঝাই করে কুনের চামড়া না নিয়ে ফিরবে না কিন্তু,' শেষ কথাটা হেসে হেসে বললো। যেন প্রশ্রয় দেয়া হলো আমাকে।

'বোঝাই মানে?' জ্বলজ্বল করছে ব্ল্যাকির চোখ। 'উপচে পড়বে। দেখো না, গাড়ির স্প্রিং চামড়ার ভারে না বসিয়ে দিয়েছি তো আমার নাম ব্ল্যাকি নয়।'

এক বস্তা ক্রিসমাস ক্যাণ্ডি নিয়ে বেরিয়ে এলো আম্মা। সেগুলো ওয়াগনে তুলে দিয়ে বললো, 'ফেরার আগে নিশ্চয়ই মিষ্টিমুখ করতে হবে তোমাদের,' আর কিছু না বলে ফিরে গেল ঘরের বারান্দায়। মুখচোখ এমন করে তাকিয়ে রইলো যেন মরতে চলেছি আমরা। কোনোদিন আর ফিরবো না।

আমার আম্মাটা যে কেন এরকম হলো! খারাপ, একথা বলছি না। আমার কখন খিদে পেলো, সেদিকে তার কড়া নজর। রাতে আরামে শুলাম কিনা, গা থেকে কম্বল পড়ে গেল কিনা, খুব খেয়াল রাখে। তবে বনে বেড়ানোর ব্যাপারটা তার একদম পছন্দ না। তার মতে কাজ হলো ইস্কুলে যাওয়া, গির্জায় যাওয়া, আর পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে গৃহস্থালীর কাজে সাহায্য করা। শিকার করা, মাছ ধরা, এগুলো হচ্ছে গিয়ে স্রেফ সময়ের অপচয়। বুঝতে হবে, তোমাকে নষ্ট করার জন্যে শয়তান ভর করেছে কাঁধে, প্ররোচনা দিচ্ছে।

ঘুড়ীটার মেজাজ বেশ ভালোই আছে। মোড়টা পেরিয়ে এলো দেখতে দেখতে। নিচু দিয়ে উড়ছে বড় একটা বাজপাখি। আমাদের দিকে তাকিয়ে তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠলো ওটা। শাদা মল ত্যাগ করলো ভাঁজ করে রাখা তাঁবুটার ওপর। রেগে গেল ব্ল্যাকি। পয়েন্ট টু-টু রাইফেলের এক গুলিতে পাখিটার লেজের কয়েকটা পালক খসিয়ে দিলো। ভয় পেয়ে পালালো ওটা।

'যাক,' রাইফেলটা কোলের ওপর নামিয়ে রেখে বললো ব্ল্যাকি। 'হয়ে গেল শিক্ষা। আর কখনও জ্বালাতে আসবে না।'

আমার খুব হিংসে হলো। ইস্, ব্ল্যাকির মতো যদি গুলি করতে পারতাম! এতো ভালো

নিশানা যদি থাকতো! ঠিক করলাম, শিকার থেকে ওয়াগন বোঝাই কুনের চামড়া নিয়ে ফিরে বিক্রি করে যা টাকা পাবো, তার থেকে কিছু দিয়ে একটা টারগেট গান কিনবো।

স্পুডদের বাড়িতে পৌঁছলাম। তৈরি হয়ে থাকেনি সে, তবে মালপত্র গুছিয়ে রেখেছে। আমাদের সাড়া পেয়ে দৌড়ে এসে দরজা দিয়ে মুখ বের করে বললো, 'আমার টুপিটা কোথায় যে রেখেছে ওরা, খুঁজে পাচ্ছি না।' ঝটকা দিয়ে মুখ ঢুকিয়ে ফেললো আবার। ওর এক বোনের চিৎকার কানে এলো, 'মিথ্যে কথা! নিজে নিজেই হারিয়েছিস!' সমান তেজে জবাব দিলো স্পুড, 'আমি হারাইনি! তোদেরই কাজ! ঘর সাফ করার সময় কোথায় রেখেছিস, এখন মনে করতে পারছিস না!' শোনা গেল তার মায়ের গলা, ভাইবোন দু'জনকেই ধমক দিয়ে চুপ করতে বলছেন। শিকারে যাওয়ার সময় স্পুডের এই আচরণও ভালো হচ্ছে না, বলে দিলেন। শিকারের কথা শুনেই চেঁচাতে শুরু করলো স্পুডের ছোট ভাই, 'আমি দাবো! আমি দাবো! আম্মা, আমাকে নিতে বলো!'

স্পুড আমার সমবয়েসী। তবে আমার মতো রোগাটে নয়। বেশ গোলগাল, মোটাসোটা। ধূসর রঙের চুল। অথচ আমারগুলো এতো শাদা, আব্বা আমার নামই রেখে দিয়েছে কটন। তবে আমাদের দু'জনেরই নাক এক রকম দেখতে, আর চোখের রঙ নীল।

বুদ্ধিশুদ্ধি কিছুটা কমই তার, তবে গুণ আছে। গুলতিতে নিশানা খুব ভালো। আর তরমুজ চেনায় ওস্তাদ। এ-অঞ্চলে অন্তত ওর মতো আর নেই। ঘুটঘুটে অন্ধকার রাতেও শুধু টোকা দিয়ে শব্দ শুনেই বলে দিতে পারে কোন তরমুজটা বেশি পাকা।

বাড়ির পেছন থেকে চেঁচাতে চেঁচাতে বেরোলো ওর কুকুর স্নাফি। কালো রঙ। হাউণ্ডগুলোকে দেখে গলা ফাটিয়ে ফেলতে লাগলো ঘেউ ঘেউ করে। বিরক্ত হয়ে শেষে ধমক দিতে বাধ্য হলো ড্রাম। তাতেই যা আক্কেল হওয়ার হয়ে গেল স্নাফির। গুটিসুটি হয়ে স্পুডের বেঁধে রাখা বিছানার তলায় গিয়ে লুকালো।

স্পুডের বিছানাটা ওয়াগনে তোলার জন্যে নেমে গেলাম। শুনলাম তার বড় বোন লটি বলছে, 'এই তো টুপি। নে! এখানে কে রাখলো?' স্পুড জোর গলায় বললো, 'আমি জিন্দেগিতেও ওখানে রাখিনি! তোরাই কেউ রেখেছিস!' খানিক পরে টুপি মাথায় বেরিয়ে এলো সে। মুখ লাল। তার পেছনে লাফাতে লাফাতে বেরোলো ছোট ভাই জিগস। 'আমি দাবো! আমি দাবো!' বলে চেঁচাচ্ছে।

কুকুরটাকে তুলে নিয়ে জিগসের দিকে তাকালো স্পুড। ধমক দিয়ে বললো, 'ঘরে যা! যা বলছি!'

মরাকান্না জুড়ে দিলো জিগস। দৌড়ে ঘরে গিয়ে ঢুকলো। স্পুডকে বললেন তার মা, 'এই, ওভাবে ধমক দিলি কেন?'

'তো কিভাবে দেবো? থামাও ওকে,' স্পুড বললো। তার মা বললেন, 'দেখ, বেশি চালবাজি করবি না। তাহলে তোরই যাওয়া বন্ধ করে দেবো।' চুপ হয়ে গেল স্পুড। আর একটাও কথা না বলে গাড়িতে এসে উঠলো। তাড়াতাড়ি ঘুড়ীটাকে চলার নির্দেশ দিলাম আমি। ভয় পাচ্ছি, স্পুডের মা না সত্যি সত্যি মত পাল্টে আটকে দেন ওকে।

'কুত্তাটাকে নিবি নাকি?' ব্ল্যাকি জিজ্ঞেস করলো।

'নেবো। পোসাম ধরতে পারবে।'

'কি বললি? ওটা ধরবে পোসাম?'

'কি জানি! তবে শিকারের সময় সাথে রাখতে চাই। বলা যায় না কার ভেতরে কি লুকিয়ে আছে।'

এই দর্শনের পর আর কথা চলে না। চুপ হয়ে গেল ব্ল্যাকি। আর স্পুডের কথাই বা

বলবো কি। আমার কুকুর থাকলে আমিও নিয়ে আসতাম, তা সেটা যে জাতেরই হোক।

'আমার বাড়ি হয়ে চল্,' ব্ল্যাকি বললো। 'ইস্পাতের ফাঁদ আছে। কয়েকটা নিয়ে নিই। কাজে লাগবে।'

কুন ধরার তিরিশটা ফাঁদ তুলে নেয়া হলো গাড়িতে। তারপর বুড়ো ওয়াগনারের ভেড়ার খামারের ভেতর দিয়ে এগোলাম আমরা নদীর দিকের পথটায় ওঠার জন্যে।

রোদ চড়ছে। গরম করে দিচ্ছে সমস্ত কিছু। একেবারে ছায়া ঢাকা জায়গাগুলোতে ছাড়া এখন আর তুষারের ছিটেফোঁটাও নেই কোথাও। খাবার সময় হতে হতে গা থেকে কোট খুলে ফেলতে হলো আমাদের, শুধু শার্ট পরে থাকলাম। এই জন্যেই আব্বা বলে, টেক্সাসের আবহাওয়াকে বিশ্বাস নেই। যে বিশ্বাস করে সে গাধা। বলা যায় না, কাল সকালেই হয়তো দেখা যাবে আকাশ কালো, অনবরত তুষারপাত হচ্ছে।

কোমানচি ক্রীকে পৌঁছলাম। কাঁকরে ভরা পথ। বিচ্ছিরি আওয়াজ করছে ওয়াগনের চাকা। হঠাৎ পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়লো কুকুর দুটো। ওপারে কোনো জানোয়ারের গন্ধ পেয়েছে। ওপারে পৌঁছে লম্বা একটা পেকান গাছকে ঘিরে চক্কর দিলো বার দুই, তারপর গাছের গায়ে পা তুলে দিয়ে চিৎকার শুরু করলো ড্রাম।

'ডিনারের জন্যে মাংস পেয়ে গেলাম!' ঘোষণা করলো ব্ল্যাকি।

এমন জোরে চেঁচিয়ে উঠলো স্নাফি যেন কষে এক বেতের বাড়ি মারা হয়েছে তার পাছায়। লাফিয়ে নেমে গেল গাড়ি থেকে। লাফাতে লাফাতে পানি পেরিয়ে গিয়ে ওপারে উঠলো। চুপ হয়ে গেছে রক আর ড্রাম, অবাক হয়ে তাকিয়ে রয়েছে কুকুরটার দিকে। বুঝতে পারছে না, হয়েছে কি ওটার। এরকম চিৎকার করছে কেন। একটা কাঠবেরালীকে গাছে দেখে ততোটা উত্তেজিত হয়নি ওরা, স্নাফি যতোটা হয়েছে। এর চেয়ে অনেক বড় শিকার দেখেছে ওরা। গাছের কাছে পৌঁছে যেন পাগল হয়ে গেল কুকুরটা। গাছ ঘিরে চক্কর মারছে, সেই সাথে গলা ফাটিয়ে চিৎকার আর নাচানাচি। কয়েকবার গাছে চড়ারও চেষ্টা করলো; কিছুটা উঠে পড়ে গেল চিত হয়ে।

'ট্রেনিং দে ওটাকে ভালো করে,' ব্ল্যাকি বললো স্পুডকে। 'দেখ গাছে চড়াতে পারিস কি না। জানোয়ার তো জানোয়ার, মানুষের পাছার মাংস কামড়ে কেটে নিয়ে চলে আসবে।'

চকচক করে উঠলো স্পুডের চোখ। গর্বে।

গাড়িটাকে রেখে নেমে পড়লাম আমি। আমার হাতে তার রাইফেলটা ধরিয়ে দিয়ে ব্ল্যাকি বললো, 'দেখি, কেমন মাংস জোগাড় করতে পারিস তুই। ভুখা রাখবি না বলে দিলাম।'

ঝুঁকি নিতে চাইলাম না আমি। মিস করে হাসির পাত্র হওয়ার কোনো ইচ্ছেই নেই, যদিও গুলি করার ইচ্ছে রয়েছে ষোল আনা। রাইফেলটা ধরে দ্বিধা করছি, ব্ল্যাকি বললো, 'একটা গুলির সুযোগ পাবি। ঠিক চোখে লাগাবি, যাতে মাংসটা নষ্ট না হয়।'

ধীরে ধীরে গাছটার চারপাশে ঘুরতে লাগলাম। কাঠবেরালীটাকে ভালো করে দেখার জন্যে। উঁচু একটা ডালে পেট লাগিয়ে শুয়ে আছে ওটা। রাইফেল তুললাম। ধড়াস ধড়াস করছে বুক। ঘাম বেরিয়ে এলো। ভয় পাচ্ছি ব্ল্যাকির টিটকারির। মিস করলে কান গরম করে ছাড়বে আমার।

নিঃশ্বাস বন্ধ করে ট্রিগার টিপে দিলাম। সামান্য একটু কেঁপে উঠলো যেন কাঠবেরালীটা। তেমনি ভাবে শুয়ে রইলো ডালে। নড়লো না।

'গেছে! মিস করেছে!' বলে উঠলো ব্ল্যাকি। 'স্পুড, যা তো। তুই দেখ পারিস কিনা। ও আমার সমস্ত গুলি নষ্ট করবে।'

একটা কাঠবেরালীকে মিস করে এতোটা মন খারাপ হয়ে গেল কেন বুঝলাম না। মনে হলো যেন মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়েছি। তারপর কানে এলো টপ টপ করে পাতার ওপর কি পড়ছে। রক্ত!

'লাগিয়েছি! লাগিয়েছি!' চেঁচিয়ে উঠলাম।

বাঁকা হয়ে গেল কাঠবেরালীটা। ডালের বাকল খামচে ধরে ঝুলে থাকার চেষ্টা করলো একটা মুহূর্ত, পারলো না। ডিগবাজি খেয়ে নিচে পড়তে লাগলো। মাঝখানে আরেকটা ডালের ওপর পড়ে সেটাকে ধরার চেষ্টা করলো। শেষে পড়লো নিচে।

খপ্ করে ওটাকে ধরে ওপরে তুলে ফেললাম, কুকুরগুলো কামড়ে দেয়ার আগেই। গলায় লেগেছে গুলি, পড়তে দেরি করেছে এ-জন্যেই। চোখে লাগাতে পারিনি। তবে একে খারাপ শূটিং বলা যাবে না, অন্তত আমার জন্যে। টার্গেট প্র্যাকিটস করেছি বটে, কিন্তু জ্যান্ত কোনো কিছুকে সই করে এর আগে গুলি করিনি কখনও। তা-ও আবার অন্যের রাইফেল দিয়ে।

ছুরি বের করে কাঠবেরালীর চামড়া ছাড়াতে বসলো ব্ল্যাকি। এই সময় মনে পড়লো স্পুডের, 'হায়, হায়, ছুরি ফেলে এসেছি! এখুনি বাড়ি যেতে হবে। ছুরি ছাড়া শিকার হয় না।'

'বাড়ি যাবি কি?' ব্ল্যাকি বললো। 'সে তো দু'মাইলের ধাক্কা। অনেক ছুরি আছে আমাদের।'

'আমারটা তো আর নেই। ওটা স্পেশাল ছুরি।' আমার দিকে ফিরে অনুরোধ করলো, 'চল না, কটন! কতো আর সময় লাগবে!'

স্পুডের ছুরিটা আমি দেখেছি। লোহাকাটার করাত দিয়ে তৈরি। হরিণের খুরের বাঁট লাগানো। একটা ওয়েস্টার্ন সিনেমায় নায়ককে ওরকম ছুরি ব্যবহার করতে দেখে জিনিসটা বানিয়েছে সে। শিকারে বেরিয়েছে অথচ সাথে আনেনি, কাতর তো হবেই।

'তোমরা থাকো,' স্পুড বললো। 'আমি যাবো আর আসবো।'

'ঘুড়ীটা নিয়ে যা,' ব্ল্যাকি বললো। 'আমরা দেখি আরও কয়েকটা কাঠবেরালী মারতে পারি কিনা।'

স্পুড ফিরে আসতে আসতে আরও তিনটে কাঠবেরালী আর দুটো খরগোশ মেরে ফেললাম আমরা। নিজের হাতে বানানো চামড়ার খাপ থেকে ফুটখানেক লম্বা ছুরিটা বের করে দেখালো সে। মুখে গর্বের হাসি।

'এটা কি রে!' চমকে গেল ব্ল্যাকি। 'এ-তো তলোয়ার বানিয়ে ফেলেছিস! দেখিস, কারো পেটে না ঢুকে যায়!'

আবার গাড়িতে চেপে চললাম আমরা। খাবার সময় হলো। আম্মার দেয়া খাবার দিয়ে একটা ঝর্নার পারে বসে লাঞ্চ সারলাম। তারপর আবার চলা।

হানি ক্রীক পেরোনোর সময় একটা সরষে রঙের ষাঁড়ের সামনে পড়লো রক আর ড্রাম। সাধারণত কুকুরের দিকে নজর দেয় না ষাঁড়েরা, শেয়ালের দিকে যেমন দেয়। দেখলেই তাড়া করে কিংবা শিং নেড়ে গুঁতোতে যায়। কিন্তু এই বিশেষ ষাঁড়টা কুকুরকেও ছেড়ে কথা কইলো না।

লাফিয়ে সরে এলো রক আর ড্রাম। ওরা জানে, কারো পোষা জানোয়ারের সঙ্গে ঝগড়া করতে গেলে কান মুচড়ে দেবে ব্ল্যাকি। কে যায় অহেতুক মার খেতে। তবে ওদের চোখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে, ছোট্ট একটা নির্দেশ পেলে ওই বিশাল জানোয়ারটার মুখোমুখি হতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে না ওরা, বরং খুশিই হবে।

দৌড়ে এসে ওয়াগনের নিচে ঢুকলো ওরা। এই সময় আমাদেরকে চোখে পড়লো

ষাঁড়টার। পথের ওপর থমকে দাঁড়িয়ে সামনের খুর দিয়ে মাটি খুঁড়তে শুরু করলো ভীষণ রাগে।

আমারও ভালো লাগলো না ব্যাপারটা, ঘুড়ীটারও না। একটা গাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে নাক দিয়ে ফোঁস ফোঁস আওয়াজ করতে লাগলো ওটা।

'ব্যাটা তো বেজায় পাজি!' ব্ল্যাকি বললো। 'মেজাজ এতো খারাপ কেন রে? কি রে?'

ঘোড়ার রাশ আমার হাতে দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে গেল সে। ষাঁড়টার সঙ্গে কথা বলতে লাগলো। পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া যায় কিনা দেখলাম আমি। যাবে না। ঘন হয়ে জন্মে আছে মেসকিট আর প্রিকলি পার নামে একজাতের কাঁটাঝোপ। কাজেই অপেক্ষা করতে লাগলাম। ব্ল্যাকির ওপর আমার অগাধ বিশ্বাস। দেখিই না সে কি করে।

ষাঁড়টার দিকে এগিয়ে গেল ব্ল্যাকি। সে প্রতিটি পা বাড়াচ্ছে আর বুকের দুরুদুরু বেড়ে যাচ্ছে আমার।

'কি করতে চায়?' আমার কাঁধের ওপর দিয়ে তাকিয়ে রয়েছে স্পুড। সে-ও আমারই মতো ভয় পাচ্ছে। বললাম, জানি না। সে বললো, 'সাংঘাতিক পাজি জানোয়ার, দেখলেই বোঝা যায়। ব্ল্যাকির পেট না আবার ফাঁসিয়ে দেয়!'

কিন্তু এগিয়েই চলেছে ব্ল্যাকি।

চোখ ছোট ছোট করে তাকে দেখছে ষাঁড়টা। তারপর মাথা নামিয়ে জোরে এক হাঁক ছাড়লো, মনে হলো আমার কলজেতে এসে ধাক্কা মারলো ডাকটা।

'তাই চাস, না?' রেগে গেল ব্ল্যাকি। 'তবে আয়, দেখি কে পারে?'

চার হাত পায়ে ভর দিয়ে ষাঁড়ের মতোই দাঁড়িয়ে গেল সে। মুঠো ভর্তি ধুলো তুলে নিয়ে ছিটিয়ে দিলো, ষাঁড়টা যেমন পা দিয়ে ছুঁড়ছে।

এতো ঘাবড়ে গেলাম, ভয় হলো প্যান্ট না ভিজিয়ে ফেলি। স্পুড আর সহ্য করতে না পেরে প্রায় আর্তনাদ করে উঠলো, 'না না, ব্ল্যাকি আংকেল, মারামারি করো না। সরে এসো!'

গাড়ির নিচ থেকে ছুটে গিয়ে ব্ল্যাকির দু'পাশে দাঁড়িয়ে গেল কুকুরদুটো। ধমক লাগালো ব্ল্যাকি। কিন্তু সরলো না ওরা। মনিবকে সাহায্য করতে বদ্ধ পরিকর।

মাথা ঝাড়া দিলো ষাঁড়টা। নাক দিয়ে খোঁতখোঁত শব্দ করলো। ব্ল্যাকিও অনুকরণ করলো ওটাকে। যেন সে-ও আরেকটা ষাঁড়।

চাপা গর্জন করলো ষাঁড়টা। ব্ল্যাকিও তা-ই করলো। ওটা সামনের পা দিয়ে মাটিতে লাথি মারলে, সে থাবা মারে হাত দিয়ে। মোট কথা ষাঁড়টা যা যা করছে, সে-ও একই কাজ করলো।

অবশেষে লেজ উঁচু করে মাথা একেবারে নিচু করে ফেললো ষাঁড়টা। বুঝলাম, আক্রমণ করতে আসবে এবার। চেঁচিয়ে বললাম, 'পালাও ব্ল্যাকি আংকেল, পালাও!'

ছুটে এলো খেপা ষাঁড়। মাটিতে থরাপ থরাপ শব্দ করছে তার খুর।

স্পুড চেঁচিয়ে উঠলো, 'আরে দৌড় দাও না, ব্ল্যাকি আংকেল!'

দৌড় দিলো ব্ল্যাকি, তবে সামনের দিকে। অদ্ভুত দৌড়। চার হাতপায়ে ভর দিয়ে অনেকটা ছাগলের মতো লাফাতে লাফাতে। মাথা নিচু করা। পাছাটা ওপরে তোলা। সে এক বিচিত্র দৃশ্য!

তার সঙ্গে সঙ্গে গেল কুত্তাদুটো। তবে ষাঁড়টাকে ভয় দেখাতে পারলো না। যা করার ব্ল্যাকিকেই করতে হলো। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে। লাফাচ্ছে, ঝাঁপাচ্ছে, ওই চার হাতপায়ে ভর দিয়েই। দ্বিধায় ফেলে দিলো ষাঁড়টাকে। শেষে ঘাবড়েই গেল বেচারা। নাক

দিয়ে খোঁতখোঁত করে এতো জোরে ঘুরলো পালানোর জন্যে, পা পিছলে পথের পাশের একটা নালায় পড়ে গেল।

ঘেউ ঘেউ করতে করতে নেমে গেল কুত্তাদুটো। ষাঁড়ের একপাশ কামড়ে ধরলো রক, নাক ধরলো ড্রাম। উঠে দাঁড়ালো ওটা। এই সময় পৌঁছে গেল ব্ল্যাকি। কষে এক লাথি মারলো পাছায়। লড়াইয়ের মেজাজ পুরোপুরি উবে গেছে ষাঁড়ের, লেজ তুলে ভোঁ দৌড় মারলো সে। মেসকিট, কাঁটাঝোপ, কোনো কিছুরই পরোয়া করলো না। তার পিছু নিলো রক আর ড্রাম।

রাস্তায় উঠে এলো ব্ল্যাকি। গা থেকে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বললো, 'শিক্ষা হয়েছে তো? শয়তান কোথাকার! আর আসবি ব্ল্যাকির সঙ্গে লাগতে! যা, যা করার তাই কর গিয়ে! ঘাস খা গে যা!'

রক আর ড্রামকে ফিরে আসতে ডাকলো সে। কিন্তু শুনতেই পেলো না ওরা। গাড়িতে এসে উঠলো সে। জানে, একটু পরেই ফিরে আসবে কুত্তাদুটো।

আমার পাশের স্প্রিংটায় এলিয়ে পড়ে জোরে নিঃশ্বাস ফেললো সে। 'কেমন দেখালাম, বল তো? আমিও কিন্তু ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম! মনে হলো, সরবে না ব্যাটা! গুঁতিয়েই বসবে!' মুখ উঁচু করে হা হা করে হেসে উঠলো সে।

স্পুড আর আমিও হাসলাম। তবে ব্ল্যাকির মতো জোর পেলাম না গলায়।

তিন

নদীর কিনারে এসে শীতে পাতা ঝরে যাওয়া এলম আর পেকান গাছের নিচে ক্যাম্প করলাম আমরা। কাছেই একটা খাঁড়িমতো। বেশ গভীর। তাতে নীল পানি। একটা বালির চড়া মাথা তুলেছে খাঁড়ি থেকে, ওপারের তীর পর্যন্ত সরু নালা তৈরি করে পানিকে সরে যেতে বাধ্য করেছে যেন। চড়ার ওপরটা পাথরে বোঝাই। ব্ল্যাকি জানালো, নালাটায় পানি কম, মাছ ধরার চমৎকার জায়গা। নদীর অন্য পাড়ে উঁচু পাহাড়। দেখলে মনে হয় ওটার ভেতর দিয়েই বেরিয়ে এসেছে নদীটা। নানারকম গাছের জঙ্গল হয়ে আছে পাহাড়ের ঢালে। জায়গাটা এতো বুনো আর নিঃসঙ্গ, ভয়ই লাগে। আবার চিরকাল এখানে থেকে যাওয়ারও প্রচণ্ড ইচ্ছে জাগায়। এখানে এসে নিজেকে ঈশ্বরের অংশ বলে মনে হতে লাগলো আমার।

ক্যাম্প করে সারতেও পারলাম না, ডাকতে শুরু করলো কুত্তাদুটো। মুখ তুলে দেখলাম, পানি ভেঙে ঘোড়ায় চড়ে আসছে ডেভ উইলসন। ডেভ আর তার স্ত্রী থাকে মোড়ের ওপাশের ওই ক্রীকটার কাছে, বুড়ো বাবা-মায়ের সঙ্গে। দড়িতে বেঁধে টেনে আনছে একটা ঘোড়াকে। পাশে খচ্চরে চড়ে আসছে একটা মেয়ে। মেয়েটার গায়ে জাম্পার, মাথায় পুরুষের টুপি। তার নিচ থেকে বেরিয়ে লম্বা বাদামী চুল ছড়িয়ে পড়েছে পিঠের ওপর, রোদে ঝলমল করছে।

চেঁচিয়ে কুত্তাগুলোকে আদেশ দিলো ব্ল্যাকি, 'এই, চুপ, চুপ!' তারপর উঠে গেল ডেভ আর মেয়েটার সঙ্গে কথা বলার জন্যে। আমি আর স্পুডও গেলাম।

নদী থেকে উঠে এলো ওরা। মেয়েটার খচ্চরের জিনের সঙ্গে বাড়তি ঘোড়াটার দড়ি বাঁধলো ডেভ, তারপর ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে এসে তার জিনের বেল্ট ঢিল করতে শুরু করলো।

কিছুটা অবাক হয়েই ব্ল্যাকি বললো, 'ডেভ করছেটা কি?'

আরেকটু এগিয়ে গেলাম আমরা। নিজের জিনটা খুলে নিয়ে বাড়তি ঘোড়াটার পিঠে চাপানোর চেষ্টা করলো ডেভ। ঘোড়াটার আচরণে মনে হলো জীবনে কখনও পিঠে জিন পরেনি ওটা।

ব্ল্যাকি বললো, 'করছো কি? ওরকম একটা পাগলা ঘোড়ায় চাপবে নাকি? যে পাথরের পাথর! পড়ে গিয়ে ওটা মরবে, তোমাকেও মারবে।'

কথা বলছে ডেভের সাথে, কিন্তু ব্ল্যাকির চোখ মেয়েটার দিকে। বেশি লম্বা-চওড়া না মেয়েটা। তবে লম্বাটে শক্তিশালী পা দেখে বোঝা যায় হরিণের মতো ছুটতে পারে। চোখ আমার আম্মার মতোই বাদামী, তবে আরও কোমল, আরও সুন্দর। আর কেবলই হাসে। ঝকঝকে শাদা দাঁত বেরিয়ে পড়ে তখন। ব্ল্যাকির দিকে তাকিয়ে রয়েছে তো রয়েছেই, চোখ আর সরায় না।

লাফিয়ে উঠে পেছনের পা দিয়ে লাথি মারছে ঘোড়াটা, ডেভের পায়ে লাগানোর চেষ্টা করছে। সুযোগ দেয়া হচ্ছে না তাকে। কায়দা করে পিঠে জিন পরিয়ে দিলো ডেভ, বলা যায় পরিয়ে ছাড়লো। কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকিয়ে বললো, 'এই পাথরের ওপর দিয়ে দৌড় করাতে পারলেই হলো। আর বেয়াড়াপনা করবে না।'

এক হ্যাঁচকা টানে জিনের বেল্ট টাইট করে বকলেস লাগিয়ে দিলো সে। আমার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপলো। ওরকম একটা বদমেজাজী ঘোড়ায় চাপার কেন শখ হলো তার ঠিক বুঝতে পারলাম না। তবে তার আন্তরিকতা ভালো লাগলো আমার। কঠিন স্বভাবের দুঃসাহসী কিছু মানুষ থাকে না, ডেভ হলো তেমনি। তার কাত করে স্টেটসন হ্যাট পরা আর হাসি হাসি ধূসর চোখের তারার দিকে তাকালেই সেটা আঁচ করা যায়। আরেকটা গুণ আছে তার, মানুষের মন জয় করার মতো। শনিবারে শহরে দেখা হলেই পিছে লাগবে তোমার, যতোক্ষণ না আইসক্রীম খাওয়াচ্ছো, ছাড়বে না। আসলে, আমার মনে হয়, বুনো ঘোড়া ধরে পোষ মানাতে হলে, আর র‍্যাঞ্চ চালাতে গেলে ওরকম লোক ছাড়া পারেও না।

মেয়েটাকে দেখিয়ে ডেভ বললো, 'ও ডনি ওয়ালার। আমার শালী। এক্কেবারে বুনো।'

'ফিডলিং টম ওয়ালারের ছোট মেয়ে?' ব্ল্যাকি অবাক। 'তোমার বাবা যে সেবার পার্টি দিয়েছিলো, নাচতে গিয়েছিলাম, সেবার তো অনেক ছোট ছিলো! কতো দিন যেন হলো, ডেভ?'

'তিন বছর হবে এই এপ্রিলে।'

'তিন বছরে এতো বড় হয়ে গেল!'

'হ্যাঁ, হয়েছি,' ডনি বললো। পিঠ সোজা করলো সে। জোরে শ্বাস টানলো। 'নাচ কাকে বলে এখন আমি দেখিয়ে দিতে পারি তোমাকে!'

'তা পারে,' শালীর প্রশংসা করে বললো ডেভ। 'ওর মতো হালকা পা আর দেখিনি।'

কিছু বললো না ব্ল্যাকি। মেয়েটাকে দেখছে। ওর চোখের এই দৃষ্টি কখনও দেখিনি আমি। অদ্ভুত, কেমন যেন অস্বস্তিকর। আমার জন্মের পর থেকেই ওকে আমি চিনি, অথচ এখন লাগছে যেন একেবারে অচেনা।

সেই দৃষ্টি ডনিকেও কি যেন করে ফেললো। লাল হয়ে উঠলো তার গাল। কিন্তু চোখ সরালো না ব্ল্যাকির চোখ থেকে, হাঁটু ঢাকারও চেষ্টা করলো না।

'এই সরো তো,' ডেভ বললো। 'জায়গা দাও। ঘোড়াটাকে একটু দৌড় শেখাই।'

ডনির খচ্চরের জিন থেকে তার নিজের ঘোড়াটার লাগাম খুলে আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে জিনের শিং থেকে এক বাণ্ডিল দড়ি খুলে নিলো সে। বেশ কায়দা করে লাগাম পরালো বুনো

ঘোড়ার মুখে। লাফিয়ে ওটার পিঠে উঠে বসে চিৎকার করে উঠলো, চলার নির্দেশ। ছুটলো না ঘোড়াটা। পেছনের দু'পায়ে ভর দিয়ে লাফিয়ে খাড়া হয়ে গেল মানুষের মতো, পিঠ থেকে সওয়ারীকে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করলো। রাগে নাক দিয়ে তীক্ষ্ণ শব্দ করছে।

আবার চেঁচিয়ে উঠলো ডেভ। হ্যাটটা খুলে নিয়ে বাড়ি মারলো ঘোড়ার কানে। পা নামালো ঘোড়া। ছুটতে শুরু করলো নদীর ঢালু পার ধরে, আলগা পাথরের ওপর দিয়ে। যে কোনো সময় পা পিছলে পড়ার সম্ভাবনাকে পরোয়া না করে।

'ঈশ্বর!' আঁতকে উঠলো ব্ল্যাকি। 'মরবে, ডেভটা মরবে একদিন এরকম করে!'

'ঘোড়াটা আমাকে দিলে ওরকম করে আমিও চালাতে পারবো,' ডনি বললো।

যেভাবে বললো কথাটা, আমার মনে হলো সত্যিই পারবে।

'সুন্দরী মেয়ের মতো কথা হলো না কিন্তু,' হেসে বললো ব্ল্যাকি। 'ডেভ যা করছে, সেটা বোকার কাজ। ওর মতো রাখালেরাই কেবল করে। সুন্দরী মেয়েদের কাজ হলো ভালো ভালো পোশাক পরা, ঘর সাজানো আর ভালো রান্না করা।'

'ওসব কাজও আমি পারি!' ব্ল্যাকির চোখের দিকে তাকালো ডনি।

আমাকে আর স্পুডকে যেন ভুলেই গেছে দু'জনে। এমনকি ডেভ আর তার খেপা ঘোড়ার কথাও। তাকিয়ে রয়েছে পরস্পরের দিকে।

সরু নালায় নেমে গেছে ঘোড়াটা। খুরের ঘায়ে পানি ছিটাচ্ছে। ডেভকে পিঠ থেকে ফেলে দেয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে অনবরত। কিন্তু তার পিঠে সেঁটে রয়েছে ডেভ।

সেদিকে তাকিয়ে আনমনেই বললো স্পুড, 'একদিন আমি বুনো ঘোড়া পোষ মানাবো!'

'আমিও,' বললাম। স্পুড যদি পারে, আমিও পারবো। খেপা ঘোড়ায় চড়ে দুরন্ত গতিতে ছুটে যাবো দর্শকদের চোখের সামনে দিয়ে, অবাক হবে ওরা, বাহবা দেবে, এর চেয়ে গর্বের আর কি হতে পারে পুরুষের জন্যে?

'শিকার আর ঘোড়ায় চড়া,' স্পুড বললো। 'সারা বছর শুধু এইই করবো আমরা। যখন শিকার করবো না তখন ঘোড়ায় চড়বো, আর যখন ঘোড়ায় চড়বো না...'

হোঁচট খেয়ে আরেকটু হলেই উল্টে পড়েছিলো ডেভের ঘোড়া। এইবার ভয় পেলো ওটা। বুঝতে পারলো, এভাবে ছোটাছুটি করে লাভ হবে না। বশ্যতা স্বীকার করে নেয়াই ভালো। লেজ উঁচু করলো, শান্ত হয়ে এলো ধীরে ধীরে। জোরে ছুটিয়ে বহুদূরে চলে গেল ডেভ, ফিরে এলো, বার দুই চক্কর মারলো আমাদেরকে ঘিরে, তারপর থামলো। গা ঝাড়া দিলো ঘোড়াটা। পানি এসে পড়লো আমাদের গায়ে।

'হারামির একশেষ,' ডেভ বললো। 'বুড়ো হাড় নড়িয়ে দিয়েছে আমার।'

পিঠ থেকে নেমে আদর করে ঘোড়াটার গলা চাপড়ে দিলো সে। ঘোঁৎঘোঁৎ করলো ঘোড়াটা, তবে আর বেয়াড়াপনা করলো না।

'ডনি, বাড়ি যাও,' শালীকে বললো সে। 'দেরি করলে রাত হয়ে যাবে। আমি একাই পারবো।'

লাগাম টেনে খচ্চরের মুখ ঘোরালো ডনি।

ব্ল্যাকি বললো, 'কি মনে হয় তোমার? শিকার করতে করতে কোনো মানুষ যদি তোমাদের এলাকায় চলে যায়, কিছু ঘটবে?'

কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকালো ডনি। হাসলো। শাদা দাঁত বেরিয়ে পড়লো। 'ঘটতেও পারে। যদি ঘটানোর মতো কিছু করতে পারে সে।'

চলে গেল সে। কি যে বললো দু'জনে কিছুই বুঝতে পারলাম না। তবে এটা ঠিক, বলেছে একটা, বুঝিয়েছে আরেকটা। ওরকম প্রায়ই বলতে শুনি আম্মা আর আব্বাকে। বড়রা

এমনই করে!

নতুন পোষ মানানো ঘোড়ার পিঠ থেকে জিনটা খুলে নিয়ে আবার আগেরটার পিঠে বাঁধতে লাগলো ডেভ। 'শিকার-টিকার কিছু পেয়েছো নাকি?' জানতে চাইলো সে।

'মাত্র এলাম,' ব্ল্যাকি জানালো তাকে। 'ভাবছি এপারে কুত্তা দিয়ে ধরবো, ওপারে ফাঁদ পেতে। বড় কিছু পাবো বলে মনে হয় না। বুড়ো হয়ে গেছে কুত্তাগুলো।'

'দেখ কি মেলে,' আমাদেরকে গুডলাক জানিয়ে ঘোড়ায় চাপলো ডেভ। 'চলে এসো একসময়, আমাদের বাড়িতে,' হাত নেড়ে রওনা হয়ে গেল সে।

একটা মুহূর্ত নীরবে দাঁড়িয়ে রইলো ব্ল্যাকি। আঙুল ঢুকিয়ে দিয়েছে প্যান্টের ফুটোতে। তাকিয়ে রয়েছে নদীর ভাটির দিকে, যেদিকে খচ্চরে চড়ে চলে গেছে ডনি।

'পাগলা ঘোড়া ধরতে মেয়েটাকে এনে ভালো করেনি ডেভ,' অবশেষে বললো ব্ল্যাকি। 'এতো সুন্দরী মেয়ে। তাকে দিয়ে ওসব কাজ মানায় না। ফ্রেমে বাঁধিয়ে দেয়ালে টানিয়ে রেখে দাও। যখন ইচ্ছে চেয়ে চেয়ে শুধু দেখবে।'

তার পিছু পিছু ক্যাম্পে ফিরলাম আমি আর স্পুড। অস্বস্তিকর একটা নিঃসঙ্গ অনুভূতি চেপে ধরেছে আমাকে। কেন যেন মনে হচ্ছে আমাদেরকে ফেলে রেখে দূরে কোথাও চলে গেছে ব্ল্যাকি। সবটাই আমার কল্পনা। ফাঁদ পেতে কুন ধরতে যাচ্ছি আমরা। তবে কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছি না, কি যেন একটা খুঁচিয়েই চলেছে আমার মনকে।

সূর্য দেখে অনুমান করলাম চারটে বাজে। নদীর বুকে একটু পর পরই পাথর জেগে রয়েছে। ওগুলোতে পা দিয়ে দিয়ে পার হয়ে যাওয়া যায় নদী। তা-ই করলাম আমরা। উজানের কাছটা দিয়ে পার হতে লাগলাম। ব্ল্যাকির কাঁধে কতগুলো ইস্পাতের ফাঁদ। নদীর এপারে কোনো ফাঁদ পাততে রাজি নয় সে। তার মতে বোকা কুকুরগুলো তাতে আটকাতে পারে।

পারে উঠে শিকারের চিহ্ন ধরে ধরে এগোলো ব্ল্যাকি। আমি আর স্পুড দেখে শেখার চেষ্টা করছি। কোনটা কোন জানোয়ারের পায়ের ছাপ। একটা পেকান গাছের নিচে তিনটে কুনের পায়ের ছাপ দেখে সেখানে একটা ফাঁদ পাতলো ব্ল্যাকি। আমরা তাকে সাহায্য করলাম। খরগোশের একটা পা দিয়ে টোপ করা হলো ফাঁদের।

আরেকটু সামনে পানি থেকে উঠে এসেছে একটা বালির চড়া। বড় দেখে তিনটে ঝিনুক কুড়িয়ে নিলো ব্ল্যাকি। জাম্পারের পকেটে ভরতে ভরতে বললো, 'খুব ভালো টোপ।'

এক জায়গায় চ্যাপ্টা একটা পাথরের ওপর পানি উঠে এসেছে, গোড়ালি ডুবে যায়। ওখানে একটা ফাঁদ পাতলো ব্ল্যাকি। মোটা একটা গাছের কাণ্ডে শেকল দিয়ে বাঁধলো ফাঁদটা। তারপর টোপটা কায়দা করে রেখে দিলো তাতে।

বুঝলাম না, ঝিনুকের শক্ত একটা খোসা দেখে কেন লোভ করবে কুন। ওরকম ঝিনুক যেখানে সেখানে পাওয়া যায়। তাহলে কষ্ট করে এসে ফাঁদে পা দিতে যাবে কেন কুন? অন্যখান থেকেই তো নিতে পারে।

'বুঝলি না?' ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলো ব্ল্যাকি, 'চাঁদের আলোয় এখানে ব্যাঙ ধরতে আসে কুন। জ্যোৎস্নায় চকচক করে পানির নিচে ফেলে রাখা এই ঝিনুকের খোসা। কুনের কৌতূহল সুন্দরী মেয়েমানুষের মতো। ব্যাপার কি দেখতে আসবেই। পা দেবে ফাঁদে।'

দ্রুত দিগন্তে নামছে সূর্য। ব্ল্যাকি বললো, শেষ ফাঁদটা পেতে তার পর ফিরবে। হাঁটু গেড়ে বসে কাজ করছে সে। এই সময় লম্বা সিডারের বন থেকে ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে এলো এড ওয়ালার। ধরতে গেলে আমাদের গায়ের ওপরই এসে পড়লো। বিশালদেহী মোটা মানুষ। চওড়া কানাওয়ালা হ্যাট পরেছে মাথায়, টেনে দিয়েছে কপালের ওপর। গোলগাল মুখে

কুতকুতে একজোড়া চোখ।

দেখেই চিনলাম। শহরে দেখেছি। সব সময় একা থাকে। চলার সময় এমনভাবে লোকের দিকে তাকায় যেন সবাই তাকে ঠকানোর চেষ্টা করছে। শুয়োর পালে সে, শুয়োরের ব্যবসা করে, সে-জন্যে লোকে তার নাম রেখেছে 'হগ'। শুয়োরের সঙ্গে মিশিয়ে আরও নানারকম আজে বাজে কথা বলে। শুয়োরনীর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিতেও দ্বিধা করে না।

এহেন এড ধমক দিয়ে ব্ল্যাকিকে বললো, 'এখানে ফাঁদ পাতার অনুমতি কে দিলো। তোমাকে?'

ঘুরে তাকিয়ে ভ্রূকুটি করলো ব্ল্যাকি। 'না, কেউ দেয়নি তো। কাউকে জিজ্ঞেসই করিনি, দরকার মনে করিনি, তাই। সব সময়ই এখানে এসে শিকার করি, মাছ ধরি। কেউ কখনও বাধা দেয়নি। কেন? তুমি কিনেছো নাকি?'

পিচিক করে তামাকের রস ব্ল্যাকির পায়ের কাছে ফেললো এড। 'এখানে শুয়োর চরাতে আনি আমি। নদীতে সাঁতার কাটাই। তোমার ফাঁদে পা দিতে পারে ওরা।'

'ও, এই কথা। তাহলে শুয়োরগুলোকে এনো না এদিকে। তাহলেই আর পা দেবে না।'

কঠিন হয়ে উঠলো এডের কুতকুতে চোখ। হঠাৎ ভয় পেয়ে গেলাম।

তবে শুধু আরেকবার তামাকের রস ফেললো এড। তারপর বিশাল ঘোড়াটার মুখ ঘোরালো। 'বেশ, ডেভ উইলসনের সঙ্গে দেখা করবো। কথা বলতে হবে। একটা বাউণ্ডুলের ফাঁদে পড়ে আমার শুয়োরের পা ভাঙবে, এটা কিছুতেই হতে দেয়া যায় না।'

শ্রাগ করলো ব্ল্যাকি। 'দুঃখের কথাই। শুয়োরের পা ভাঙলে সত্যিই খুব খারাপ লাগবে। তবে শুয়োরের চেয়ে খারাপ কিছু মানুষ আছে, তাদের জন্যে বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই আমার।'

কথাটা এডের কানে গেল কিনা বোঝা গেল না। ছুটতে আরম্ভ করেছে তার ঘোড়া।

চেঁচামেচি শুরু করলাম আমি আর স্পুড। সেই সাথে হাসাহাসি। অন্ধকার হচ্ছে। পাহাড়ের ভেতর থেকে বেরোনো নদীটাকে লাগছে এখন অনেকটা গিরিপথের মতো।

শেষ ফাঁদটা অর্ধেক পেতেছিলো ব্ল্যাকি, পাতা আর হলো না। কাঁধে তুলে নিয়ে বললো, 'এখানে পেতে আর লাভ নেই। কোনো ভদ্র কুন আর এই তামাকের গন্ধের কাছে আসবে না। চল, ক্যাম্পে গিয়ে খাবার তৈরি করি।'

'ডেভ উইলসন গোলমাল করবে?' জিজ্ঞেস করলাম তাকে। শুরুতেই শিকারটা না বন্ধ হয়ে যায় ভেবে ভয় লাগছে আমার।

'ডেভ ওই শুয়োরটার মতো নয়।'

স্পুড বললো, 'জায়গার মালিক সে নয়, তারপরেও এমন করে কেন?'

ঝটকা দিয়ে নেমে গেল ব্ল্যাকির ঠোঁটের একটা কোণ। 'ওরকম লোক আছে দুনিয়ায়। বাঁচতেও শেখেনি, বাঁচাতেও নয়। নদীর উজানের দিকে দু'হাজার একর জমি রেখে গেছে এডের বাপ। অনেক গরুঘোড়া আর শুয়োর সহ। কিন্তু তাতেও মন ভরেনি হগ (শুয়োর) ওয়ালারের। কোনো কিছুতে সন্তুষ্ট হয়ও না এধরনের মানুষেরা। আরও চায়, আরও চায়। অন্যের জমিতে এসে শুয়োর চরাতেও দ্বিধা করে না। খোদার দুনিয়ার সমস্ত জায়গাই যেন তার দরকার।

'এতো আছে, তা-ও খুশি না। আরও চায়। বল, তোরাই বল, এরচে বেশি আর কি

চাইতে পারে একজন মানুষ?'

থেমে গেল সে। ধুলায় ঢাকা পথ ধরে চলে গেছে গরুর পাল। খুরের দাগ পড়েছে। সেগুলোর পাশে বড় একটা শেয়ালের পায়ের ছাপ দেখালো।

দূরে পাহাড়ের ওপর যেন ঝুলে রয়েছে সূর্যটা। যে কোনো মুহূর্তে টুপ করে খসে পড়ে যেতে পারে। সোনালি আলো ছড়িয়ে দিয়েছে বনভূমিতে। চিকচিক করছে নদীর মাঝখানটা, যেন গলিত তরল সোনা। যে পাথরগুলোর ওপর দিয়ে গিয়েছিলাম, সেগুলো ধরেই ফিরছি। ব্ল্যাকি বললো, 'ওই গাছগুলোর মাঝে বড়শি পাতবো। তারপরে খাওয়া।'

আমার অস্বস্তি কাটেনি। তবে ব্ল্যাককিকে দেখে মনে হচ্ছে এড ওয়ালারের কথা বেমালুম ভুলে গেছে সে।

নদীর ভাটির দিকে চললাম আমরা। অনেক পাথর ছড়িয়ে রয়েছে। কয়েকবার হোঁচট খেয়ে পড়তে পড়তে বাঁচলাম। একজোড়া উইলো গাছ জন্মে রয়েছে নদীর পারে। ঝুঁকে পড়েছে এসে পানির ওপর। যেখানে ঝুঁকেছে ঠিক সেইখানটায় মোড় নেয়ার সময় ঘূর্ণি তৈরি করেছে পানি। ঘূর্ণির একপাশে অগভীর পানি, আশ্চর্য শান্ত।

'বুড়ো ক্যাটফিশগুলো কি করে জানিস?' ব্ল্যাকি বললো। 'মোটা কুত্তার চেয়েও আলসে। ওই পানির পাকের ধারেকাছেও যাবে না, তাজা খাবার দেখলেও না। ঘাপটি মেরে শুয়ে থাকবে শান্ত পানিতে। ওপর থেকে স্রোতের সঙ্গে নেমে আসবে শিকার, এসে পড়বে একেবারে তার মুখের সামনে। খপ্ ধরে গিলে ফেলবে তখন। সেই সুযোগটাই নেবো, বুঝলি। আমি আর তোর আব্বা কতোবার এসেছি এখানে, কটন, কতো মাছ যে ধরেছি!'

পকেট থেকে সুতোর বাণ্ডিল বের করলো ব্ল্যাকি। একমাথায় বড়শি আর ফাতনা বাঁধাই আছে। একটা লাঠির মাথায় সুতোর আরেকটা মাথা বেঁধে, বড়শিতে খরগোশের কলজের টোপ গেঁথে পানিতে ফেললো। তারপর কায়দা করে লাঠিটা আটকে দিলো উইলোর ডালের ফাঁকে। যতো টানাটানিই করুক ক্যাটফিস, ওটা আর ছুটাতে পারবে না।

'দাঁড়াও, আরেকটা কাজ করি,' বলে পকেট থেকে গরুর গলায় বাঁধার ঘন্টা বের করলো স্পুড। সাথে করে নিয়ে এসেছে। কেন, কে জানে। তবে এখন কাজে লেগে গেল। 'সুতোর সাথে বেঁধে দাও। মাছ ধরা পড়লেই টান মারবে, ঘন্টা বেজে উঠবে। ছুটে আসবো আমরা। কেমন হয়?'

ভেবে দেখলো ব্ল্যাকি। 'হুঁ, মন্দ না। দে।' ঘন্টাটা নিয়ে সুতোতে বেঁধে দিলো সে। 'বুদ্ধিটা হঠাৎ মাথায় ঢুকলো কেন?'

'হঠাৎ নয়। অনেক সময়ই ভেবেছি, মাছ ধরার সময় এরকম করলে কেমন হয়। সেটা দেখার জন্যেই সাথে করে এনেছিলাম।'

'ভালো বুদ্ধি।'

যেভাবে স্পুডের প্রশংসা করলো ব্ল্যাকি, হিংসে হতে লাগলো আমার। আমার মাথায় বুদ্ধিটা এলো না কেন? স্পুডের বুদ্ধিশুদ্ধি কম বলে লোকে। যারা বলে তারা আসলে ভুল করে। এখন দেখতে পাচ্ছি আমার চেয়ে বেশি বুদ্ধি ওর। বড়রা, বিশেষ করে ইস্কুলের স্যারেরা যে কাকে কিভাবে বিচার করে বুঝি না। এই শিকারে আমার চেয়েও অনেক বেশি করে অংশ নিয়েছে স্পুড। স্নাফির মতো একটা কুকুর এনেছে। নিজের হাতে বানানো ছুরি এনেছে। মাছ ধরার সুবিধের জন্যে ঘন্টা এনেছে। কেন যেন মনে হতে লাগলো আমার, এই অভিযানে ব্ল্যাকির পর পরই স্পুডের স্থান। মনটা খারাপ করে দিলো এই ভাবনা।

রাতের খাবারের জন্যে ভাজা কাঠবেরালীর মাংস আর গরম বিস্কুট। ব্ল্যাকি বানিয়েছে। তাতে

গুড় মিশিয়ে দিয়েছে মিষ্টি করার জন্যে। এর চেয়ে অনেক ভালো আর দামী খাবার খেয়েছি, কিন্তু এই মুহূর্তে মনে হলো, ওগুলোর কোনোটারই স্বাদ এতো ভালো ছিলো না।

হাত-মুখ ধোয়ার ঝামেলা নেই। খেতে বসার আগে চুল আঁচড়ানোর বিরক্তি নেই। হাতের বদলে কাঁটাচামচ আর ছুরির বাড়তি বোঝা নেই! কড়াই থেকে হাতে হাতে তুলে নিয়ে কামড় বসানো, প্লেটে তুলে সাজানোরও প্রয়োজন হলো না। কড়াই থেকে মুখে, মুখ থেকে কড়াইতে হাত, ব্যাস। চিবিয়ে গিলে ফেলো শুধু। খাওয়ার পর উনুনে ঠাণ্ডা পানি ঢেলে দাও, ছ্যাঁত করে নিভে যাবে। দরকারের সময় আরেকটা নতুন চুলা বানিয়ে নিলেই হলো, খুব সহজ। তারপর বিছানায় যাও। প্রার্থনা করার প্রয়োজন নেই, পড়ালেখার অসহ্য বিরক্তি নেই। ঘুমিয়ে পড়ো, কিংবা শুয়ে শুয়ে আকাশ দেখো। এই তো জীবন! নাকি ভুল বললাম?

'ঘুমা,' ব্ল্যাকি বললো। 'চাঁদ উঠলে জাগবো। ফাঁদে কুন পড়লো কিনা দেখতে যাবো।'

মাটিতে পাতা বিছিয়ে তার ওপর বিছানা পাতলাম। উঠে শুয়ে পড়লাম তাতে। কাপড়চোপড় পরা অবস্থাতেই। স্পুড তো জুতো খোলারও ঝামেলা করলো না।

'ঘন্টা বাজলে,' কৈফিয়ত দিলো সে আমাকে। 'জুতো পরতে পরতে দেরি হয়ে যাবে। ছুটে যেতে হবে না?'

'যা না। কে মানা করেছে?'

বনের ভেতর রাতের বেলা চিত হয়ে শুয়ে গাছপালার কালো মাথার ভেতর দিয়ে আকাশ দেখতে কেমন লাগে, সেটা যারা না দেখেছে তাদেরকে বলে বোঝানো যাবে না। আমার কাছে মনে হলো এটাই বোধহয় স্বর্গ, কিংবা আসল জীবন। আকাশে বড়দিনের মোমবাতির মতো জ্বলছে অসংখ্য তারা। নদী থেকে আসছে ভেজা ভেজা নেশা ধরানো গন্ধ। দূরে ডাকলো একটা নিঃসঙ্গ হুতোম পেঁচা। কাছাকাছি ব্যাঙ ডাকছে ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ করে। পাথরের ফাঁকফোকর দিয়ে একটানা কুলকুল বাজনা বাজিয়ে বয়ে চলেছে পানি। ঝোপের ভেতরে হুটোপুটি করছে ছোট ছোট নিশাচর জীব।

নিভে এলো আগুনের কুণ্ড। ঝোপের ভেতরে বার দুই চক্কর মেরে এলো হাউণ্ডদুটো। শিকারের মতো কিছু না পেয়েই বোধহয় হতাশ হয়ে গড়িয়ে পড়লো এসে ব্ল্যাকির পায়ের কাছে। স্পুডের গায়ে নাক ঘষতে ঘষতে কুঁইকুঁই করতে লাগলো স্নাফি। বনের ভেতরে রাত কাটানো তার এই প্রথম। সে-জন্যেই বোধহয় অস্বস্তি বোধ করছে। মাঝারি আকারের একটা চড় খেয়ে শান্ত হলো ওটা। শুয়ে পড়লো মনিবের গা ঘেঁষে। ওই মুহূর্তে আরেকবার মনে পড়লো কুকুরের বাচ্চার কথা। আমার যদি থাকতো ওরকম একটা! বিরক্ত করলেও কিচ্ছু বলতাম না।

কুকুরের ভাবনা থেকে শিকারে বেরোনোর ভাবনা, বাজপাখির লেজের পালক ঝরানো, কাঠবেরালী শিকার, ষাঁড়ের সঙ্গে ব্ল্যাকির অদ্ভুত মোকাবেলা, ডেভ আর তার শালীর আগমন, ফাঁদ পাততে যাওয়া, এড ওয়ালার, সব যেন ছবির মতো এক এক করে খেলে যেতে থাকলো আমার মনে। সব যেন জীবন্ত, জ্বলজ্বলে।

বন আমার এমনিতেই ভালো লাগে। ওই মুহূর্তে মনে হলো এর চেয়ে ভালো জায়গা আর নেই। ঠিক করে ফেললাম, বড় হয়ে বনের মানুষই হবো আমি। ব্ল্যাকির মতো। অনেক কিছু জানে ও, অনেক জ্ঞানী। বনের ব্যাপারে আমার আব্বার চেয়েও বেশি জানে ও। আরও অনেক গুণ আছে তার, যেগুলো আব্বার নেই। অনেক মানুষেরই নেই। বাস করার জন্যে বাড়ির প্রয়োজন হয় না তার। উদয়াস্ত অহেতুক পরিশ্রম করতে হয় না। বৌ-বাচ্চার খাবার জোগাতে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয় না। দুনিয়ার সব চেয়ে বুদ্ধিমান মানুষ ও। বড় হয়ে আমিও ওর মতোই হবো। টাকা আর সংসারের ফাঁদে পা দেবো না, কিছুতেই না।

টাকার কথায় আবার হগ ওয়ালারের কথা মনে এলো আমার। যদি তার কোনো শুয়োর ব্ল্যাকির ফাঁদে পা দিয়ে বসে? গোলমাল হবেই! অস্বস্তিটা আবার চেপে ধরতে এলো মনকে। পাত্তা দিলাম না। ঝাড়া দিয়ে দূরে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করলাম। মনকে বোঝালাম, খারাপ একটা মানুষের ভাবনা ভাবার চেয়ে আরও অনেক ভালো কিছু ভাবার আছে এখানে। হগের ফাঁদে পা দেয়া থেকে বিরত রাখতে চাইলাম মনকে, নানা ভাবে বুঝিয়ে। কিন্তু কিছুতেই বুঝতে চাইলো না মন। কুনের মতো পা টিপে টিপে এগিয়েই চললো লোভনীয় টোপের দিকে।

চার

ঘুম ভাঙলো বিছানার নরম উষ্ণতায়। তখনও অন্ধকার আছে। ঠাণ্ডা বেড়েছে। সেই সাথে বেড়েছে উত্তেজনা। স্পুড চিৎকার করছে, 'পড়েছে! পড়েছে! ধরা পড়েছে! ঘন্টা বাজছে! বিশাল ক্যাটফিশ!' এতোক্ষণে মনে পড়লো অনেকক্ষণ থেকেই ঘন্টার শব্দ শুনছি তন্দ্রার ঘোরে, কিছুতেই পরিষ্কার হয়নি তখন এর মানে কি।

ঘন্টার শব্দের সাথে মিশে যাচ্ছে কুকুরের চাপা ঘেউ ঘেউ।

'কটন, ওঠ,' ব্ল্যাকি ডাকলো। 'অনেক বড়! কেমন দাপাদাপি করছে শুনছিস?'

আমি জুতো পরার জন্যে খেপে গেছি, স্পুডের সেসব বালাই না থাকায় আমার অনেক আগেই দৌড় দিলো নদীর দিকে, লণ্ঠন হাতে। তার পরে ব্ল্যাকি। গালাগাল শুরু করলাম নিজেকে আর জুতোকে। কেন স্পুডের মতো জুতো পরে শুলাম না, ভেবে নিজেকেই জুতোপেটা করতে ইচ্ছে হলো। অন্ধকারে ফিতে বাঁধতে পারলাম না তাড়াহুড়ো করে। শেষে খোলা রেখেই উঠে দিলাম দৌড়। বিচ্ছিরি ভাবে ফিতের মাথাগুলো বাড়ি খেতে লাগলো গোড়ালিতে।

নদীর কিনারে পৌঁছার আগেই স্পুড আর ব্ল্যাকিকে ধরে ফেললাম। পাথরে পা লেগে আছাড় খেয়ে পড়েছে স্পুড। লণ্ঠনটা হাত থেকে উড়ে গিয়ে মাটিতে পড়ে নিভে গেছে। থামতে হলো ব্ল্যাকিকে, ওটা জ্বালানোর জন্যে, আর সেই সুযোগেই ওদের কাছে পৌঁছে গেলাম আমি।

ক্যাটফিশের গর্তের কাছাকাছি চলে গেছে ড্রাম। চিৎকার করছে। স্নাফিও এলো চিৎকার করতে করতে। গায়ের চেয়ে গলার জোর অনেক বেশি কুত্তাটার, আমার তা–ই মনে হলো।

লণ্ঠনের আলো কালো পানিকে কিছুটা পরিষ্কার করলো। টান লাগছে সুতোয়, প্রচণ্ড ঝটকায় কেঁপে কেঁপে উঠছে উইলোর ডাল আর পাতা—যেখানে বাঁধা হয়েছে সুতোটা। আলো আরেকটু ওপরে তুললো ব্ল্যাকি। টান টান হয়ে থাকা সুতো অনুসরণ করে আমাদের চোখ পৌঁছে গেল পানির পাকের কাছে। হাঁ হয়ে গেলাম।

সুতোর মাথায় আটকে রয়েছে ক্যাটফিশ নয়, আমাদের রক। কাঁদছে আর মিনতি করছে কুকুরের ভাষায়, কেউ এসে যেন তাকে উদ্ধার করে। পানির ঘূর্ণি তাকে চুবিয়ে মেরে ফেলার আগেই।

'কাণ্ডটা কি! অ্যাঁ, কাণ্ডটা কি!' বিড়বিড় করতে লাগলো ব্ল্যাকি। 'নরকে গিয়ে মরলো না কেন! শয়তান···এই কটন, ধর, বাতিটা ধর, শয়তানের বাচ্চাকে ধরে চুবাই!'

বাতি ধরলাম আমি। 'মর হারামজাদা, মর! শীতেই মরবি! দাঁড়া, তুলে নিই আগে।

তারপর পাছার চামড়া তুলবো!' বলতে বলতে চোখের পলকে কাপড় খুলে ন্যাংটো হয়ে গেল ব্ল্যাকি। নেমে পড়লো পানিতে। 'বাবারে, কি ঠাণ্ডা!' রকের দিকে সাঁতরাতে সাঁতরাতে চিৎকার করে বললো, 'স্পুড, আমি শয়তানটাকে ধরলেই সুতো কেটে দিবি,' দাঁতে দাঁতে বাড়ি লাগতে আরম্ভ করেছে ব্ল্যাকির ইতিমধ্যেই।

মস্ত ছুরি বের করে সুতো কাটার জন্যে তৈরি হলো স্পুড। চেঁচিয়ে বললো ব্ল্যাকি, 'হয়েছে কাট্!' এক পোঁচে সুতো কেটে দিলো স্পুড। এক হ্যাঁচকা টানে ব্ল্যাকি আর রককে নিয়ে রওনা হলো স্রোত, ভাটির দিকে। দ্রুত সরে গেল আলোর সীমানা থেকে।

ঝপাৎ করে একটা শব্দ হলো। চিৎকার শোনা গেল ব্ল্যাকির, 'বাপরে-বাপ, মরেছি!' তার পর আরেকবার চিৎকার। নদীর পার ধরে দৌড়াতে শুরু করলাম আমি, কি হলো দেখার জন্যে। ব্ল্যাকির নাম ধরে ডাকতে ডাকতে চলেছি। ভীষণ ভয় পেয়ে গেছি।

আমার পেছনে ছুটে আসছে স্পুড। গোঁ গোঁ করছে। 'কটনরে, মরেই গেল বোধহয় ওরা! ডুবে গেল!' পাথরে পা বেধে আরেকবার আছাড় খেলো স্পুড। পড়লো এসে আমার গায়ের ওপর। সামলাতে না পেরে উপুড় হয়ে পড়ে গেলাম। বাতিটা হাত থেকে ছিটকে পড়ে নিভে গেল। চারপাশ থেকে ঘিরে ধরলো অন্ধকার। ব্ল্যাকিকে দেখতে পাচ্ছি না। তার কোনো শব্দও শুনলাম না।

'খোদাআ! আলোটা জ্বাল না! জুতো খুঁজে পাচ্ছি না তো!'

ব্ল্যাকি! তুয়ারে পিচ্ছিল পাথরের ওপর উঠে বসেছে। তার দাঁতের বাড়ি এখান থেকে শুনতে পাচ্ছি।

'আরে জলদি কর! একেবারে জমে গেলাম!'

তাড়াহুড়ো করে বাতি জ্বাললাম।

ক্যাম্পে ফিরে বড় করে আগুনের কুণ্ড জ্বালা হলো। শুধু জুতো পায়ে দিয়ে গিয়ে তার কাছে দাঁড়িয়ে নগ্ন দেহ গরম করতে লাগলো ব্ল্যাকি, ভেজা চামড়া শুকাচ্ছে। গরমে চামড়ার রঙ লাল হয়ে না আসাতক দাঁড়িয়েই রইলো, আর রকের চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করতে থাকলো। ঠিকই করছে। খরগোশের কলজের লোভে কুত্তাটা বড়শি গিলতে না গেলে এই ঝামেলাটা হতো না।

শরীর গরম করে নিয়ে আগুনের পাশে বসে পড়লো সে, কাপড় পরলো না। রককে শক্ত করে চেপে ধরতে বললো আমাকে আর স্পুডকে। বড়শিটা খুলবে। হাতে তুলে নিলো স্পুডের তৈরি ছুরিটা। রকের প্রতিবাদে সামান্যতম কর্ণপাত না করে কেটে বের করে আনলো বড়শি। তারপর বললো, 'একটা কথা বুঝতে পারছি না, হতভাগাটা গেল কি করে ওখানে! পানিতে নামতে পারবে না। সাঁতরে ওখানে যাওয়ার আগেই আরেকখানে ভাসিয়ে নিয়ে যেতো পানি।'

আগুনের পাশে বসে ভাবতে লাগলাম রহস্যটা নিয়ে। সত্যিই তো! কি করে গেল রক? স্রোত তো রয়েছেই, তার ওপর রয়েছে আরেকটা অনেক বড় বাধা, কুকুরের জন্যে। আট ফুট পানির নিচে গিয়ে কি করে টোপ গিললো সে?

অবশেষে ঘাড়ের কাছে কোঁকড়া চুলের প্রান্ত ধরে জোরে কয়েকটা টান দিলো ব্ল্যাকি। 'একটাই ব্যাপার হতে পারে। সুতো ধরে বড়শিটা পাড়ে টেনে তুলেছিল কোনো কিছুতে। রক দেখতে পেয়ে গিলেছে।'

'কাছিম না তো?' আন্দাজ করলাম।

'হতে পারে। ঠিক, কাছিমই।'

উঠে কাপড় পরতে শুরু করলো ব্ল্যাকি। 'বাপরে বাপ, কি ঠাণ্ডা ছিলো রে পানি! অনেক

বছর শীতকালে এভাবে নামিনি,' রকের দিকে চেয়ে ঠোঁট কামড়ালো রাগে। 'শয়তানটা দেখ আবার চেয়ে আছে! মাথা ভেঙে দিতে ইচ্ছে করছে!'

আমি ভাবলাম, ব্ল্যাকি যেভাবে একটা কুকুরের জীবন বাঁচানোর জন্যে পানিতে নামলো, সেটা আম্মার দেখা উচিত ছিলো। কিংবা কিভাবে একটা খেপা ষাঁড়ের মুখোমুখি হয়েছিলো। তাহলে বুঝতো, যাকে বাউণ্ডুলে, ছন্নছাড়া বলে নাক সিটকায়, সে কি-রকম মানুষ। আরে হিরো তো এদেরকেই বলে!

বিশাল ভারি একটা চাঁদ মাথা তুলতে শুরু করলো পাহাড়ের চূড়ার ওপর দিয়ে। রূপালি রশ্মি ছড়িয়ে দিতে লাগলো উপত্যকায়, আর গিরিখাতের মধ্যে। যেখানে পানি শান্ত সেখানে চাঁদের আলো রূপালি করে তুললো পানিকে, কিন্তু যেখানটায় অশান্ত, সেখানে কেমন যেন ধোঁয়াটে। ফ্যাকাসে আলোয় গাছপালাগুলোকে লাগছে কৃত্রিম, ইস্কুলের হ্যালোউইন পার্টিতে ছেলেমেয়েরা কাগজ কেটে যেমন করে বানায় অনেকটা তেমনি।

ব্ল্যাকি বললো, 'এমন রাতে যে বোর (বড় মদ্দা) কুন বেরোয় না, তার পায়ে দোষ আছে। চল্, ঘুরে আসি।'

'রক পারবে?' সন্দেহ প্রকাশ করলো স্পুড। 'দেখছ কি রকম শুয়ে আছে। কাহিল হয়ে গেছে বেচারা।'

'হাঁটলেই গরম হয়ে যাবে। নিজে নিজে না পারলে পিটিয়ে গরম করবো। শয়তানী করতে গেল কেন? এতো লোভ?'

উজানের দিকে চললাম। হাঁটার সময় ডানে-বাঁয়ে তীক্ষ্ণ নজর রাখছে ব্ল্যাকি। তারা হলো তার কম্পাস। স্নাফিও এখন সাথে চলেছে। আগে হাঁটছে কখনও, কখনও পেছনে, কখনও বা আমাদেরকে ঘিরে চক্কর মারতে মারতে। মাটি থেকে নাক প্রায় তুলছেই না। কিসের গন্ধ শুঁকছে এতো, কে জানে। একটু পরেই বুঝলাম। পড়ে থাকা মরা গাছের নিচে, পাথরের তলায় আরমাডিলোর বাসা খুঁজছে, গর্ত। ওই জীবটির ওপরই বোধহয় তার বেশি আক্রোশ। কুনের গন্ধ পেলো কিনা, বোঝা গেল না।

'ভুল দিকে চলেছি মনে হচ্ছে,' ব্ল্যাকি বললো। 'ওদিকে যাওয়া উচিত ছিলো,' পেছনে, পাহাড়ের দিকে দেখালো সে।

'চলো তাহলে, ফিরি,' স্পুড বললো। 'ঠিক দিকেই যাওয়া উচিত।'

আরেকবার তারার দিকে তাকালো ব্ল্যাকি। 'ঠিক যে কোনটা কিছুই বলা যায় না। ওদিকেও হয়তো কিছু মিলবে না। নিচে কয়েকটা ওকের জটলা আছে। চল, ওখানটায় দেখে আসি।'

ব্ল্যাকি যেখানে যেতে চায়, যাক, আমার কোনো আপত্তি নেই। শুধু না থামলেই হলো। আর ক্যাম্পে ফিরে না গেলেই আমি খুশি।

মাঝে মাঝে মুখ ফিরিয়ে স্নাফির আরমাডিলো খোঁজা দেখছে হাউণ্ড দুটো। হয়তো কুকুরের মতো করে মুচকিও হাসছে, কে জানে! যেন বলতে চাইছে, 'এই ব্যাটা আনাড়ি! করছিস কি? হচ্ছে না তো কিছু!'

কিছুক্ষণ পর নদীর মাইল খানেক ভাটিতে আচমকা শুরু হলো যেন হেঁড়ে গলায় গানঃ কুঁউউউন! কুঁউউউন! কুঁউউউন! সেই গান লম্বিত লয়ে প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো পাহাড়ে বাড়ি খেয়ে। ড্রামের গলা। সাড়া দিলো রক, অবিকল একই গলায়। সামান্য তফাতে থেকে। কখন আমাদেরকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলো কুত্তাদুটো খেয়াল করিনি। কুকুরের এরকম ডাক জীবনে শুনিনি আমি।

গলায় জোর যতোটা আছে সব দিয়ে চেঁচাতে শুরু করলো স্নাফি। দৌড় দিলো

জাতভাইদের সাথে মিলিত হওয়ার জন্যে।'

'পেয়েছে!' বলে উঠলো স্পুড।

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে ছুটতে শুরু করলো ব্ল্যাকি। 'একেবারে গাধা! মাথায় গোবর ছাড়া কিছু নেই!'

'কি হয়েছে, ব্ল্যাকি আংকেল?' আমিও ছুটলাম। 'ব্যাপার কি?'

'মুখ বন্ধ রাখতে পারলো না গাধাগুলো! কুনের গন্ধ পেয়েছে। জানোয়ারটা ওদের দিকেই আসছিলো। চেঁচিয়ে হুঁশিয়ার করে দিলো ড্রাম বলদের বাচ্চাটা!'

'ভুলটা কেন করলো?'

'গাধা যে! বোকা হাউণ্ড! ভাগাবো, এবার ভাগাবো ওগুলোকে!' গলা চড়িয়ে ডাকলো, 'ড্রাম! রক! জলদি আয়!'

দু'পায়ের ফাঁকে লেজ গুটিয়ে লজ্জিত ভঙ্গিতে ফিরে এলো রক আর ড্রাম। ভুল বুঝতে পেরেছে।

'আবার ন্যাকামো হচ্ছে! কান টেনে ছিঁড়ে ফেলবো!' কুঁকড়ে-মুকড়ে দাঁড়িয়ে রইলো কুকুরদুটো, ব্ল্যাকির বকুনি শুনলো নীরবে। 'দাঁড়িয়ে আছিস কেন? যা না! ঠিক পথ ধর গিয়ে।'

লাফ দিয়ে উঠে তীরবেগে ছুটে গেল রক আর ড্রাম। একটা শৈলশিরায় চড়ে বজ্জাহত একটা ওকের পাশ দিয়ে নেমে চলে গেল নদীর দিকে। এবার ওদের গতিপথ আর গলার আওয়াজ শুনেই বুঝলাম, ঠিক পথে গেছে। পরিবর্তনটা যে কেউ বুঝবে।

বাতিটা আমাকে ধরাতে বলে দ্রুত কুকুরগুলোর পথে রওনা হলো ব্ল্যাকি। ধরিয়েই দৌড় দিলাম। এক জায়গায় হাঁটু মুড়ে বসে থাকতে দেখলাম তাকে। কাছে গিয়ে মাটিতে বাতি নামিয়ে দেখলাম আলগা মাটিতে বিশাল এক কুনের পায়ের ছাপ চেপে বসেছে। ব্ল্যাকি বললো, এতো বড় আর জীবনে দেখেনি।

উঠে দাঁড়ালো সে, আনমনে মাথা নাড়তে নাড়তে বললো, 'এভাবে ওটাকে ধরতে পারবো না। আমরা কিছু বোঝার আগেই পালাবে।

তবে কুকুরগুলোকে ডেকে ফেরালো না সে। বরং ডাবল মার্চ করে ছুটতে শুরু করলো আবার। পিছু নিলাম আমি আর স্পুড।

শৈলশিরা থেকে ওপাশের শুকনো একটা খাদে নেমে গেছে পায়ের ছাপ। বৃষ্টির সময় পানি গড়িয়ে পড়ে খাদটাতে, বাকি সময় শুকনো থাকে। ওখান থেকে এগিয়ে গেছে একটা ক্রীকের তলায়। থামলো না ব্ল্যাকি, গতিও কমালো না। তুষারে ভেজা ঘাসের মধ্যে দিয়ে এমন ভঙ্গিতে দৌড়াচ্ছে যেন মাপে বড় জুতোগুলো বড় বেশি লাগছে চামড়ায়, অসুবিধে করছে।

ভীষণ চালাক বুড়ো কুনটা। ব্ল্যাকি প্রায়ই বলে কুনের মতো চালাক, ঠিকই বলে, এখন বুঝলাম। মানুষ আর অন্যান্য শত্রুর হাত থেকে বাঁচার জন্যেই ধূর্ত হতে হয়েছে তাকে। নইলে কোনকালে মারা পড়তো। অদ্ভুত উপায়ে একশো গজ পর পর একটা করে গাছকে ঘিরে একপাক খেয়েছে। তারপর ক্রীকের অগভীর পানি পেরিয়ে একবার ওপারে একবার এপারে যাওয়া আসা করেছে। ছোট বড় নানা রকমের পাথরের ওপর দিয়ে, পাশ দিয়ে গেছে বহুবার। ঢাল বেয়ে নেমেছে, আবার উঠেছে, আবার নেমেছে। সত্যি সত্যি কোনদিকে গেছে সেটা ঢাকা দেয়ার চেষ্টা করছে সাধ্যমতো।

তবে সবই বৃথা। গাধা, বলদ, এসমস্ত বিচ্ছিরি গাল শুনতে হয়েছে রক আর ড্রামকে। নিজেদেরকে যোগ্য প্রমাণ করে ব্ল্যাকির কাছে আবার কুকুরত্ব অর্জন করবার জন্যে যেন মরিয়া

হয়ে উঠেছে। দেখিয়ে দিতে চায় যে জাত হাউণ্ডের বাচ্চা ওরা।

তুষারে ভেজা বাতাসে আবার ভেসে এলো ড্রামের ভারি কণ্ঠ। তার সামান্য ওপরে ডেকে উঠলো রক। তাদের অনেক পেছনে স্নাফির তীক্ষ্ণ চিৎকার। হাউণ্ডগুলোকে অনুসরণ করছে ও। কিন্তু ভুল করে কুনের পায়ের ছাপ মাড়িয়ে ফেলায় ধমক মেরেছে ড্রাম।

'দূর! আবার ভজঘট করে দিলো!' বিরক্ত হয়ে বললো ব্ল্যাকি। 'ড্রামটা আসলেই গাধা! কুত্তাটা না হয় গেছেই, ধমক দেয়ার আর সময় পেলো না! আর রকটাও চুপ থাকতে পারলো না! নাহ্, খেদাতেই হবে দেখছি! এই স্পুড, আয়, তোর কুত্তা থামা!'

'বেশি জোরে দৌড়াচ্ছো তো!' ককিয়ে উঠলো স্পুড। 'তাল রাখতে পারছি না!'

গতি কমালো ব্ল্যাকি। দৌড়ে তাকে ধরে ফেললাম দু'জনেই। খানিকক্ষণ সমান তালে চললাম তিনজনে, তারপর আবার পেছনে পড়তে লাগলো স্পুড। 'বললাম যে পারছি না! আরেকটু আস্তে চলো না!'

'তুই থাক তাহলে! কুত্তা আগলাতে হবে না! ওরকম করলে কুন ধরতে পারবো না আর কোনোদিনই।'

আবার ছুটতে লাগলো ব্ল্যাকি। খোঁড়াচ্ছে আগের মতোই। তবে তাতে গতির কমতি নেই। তার সাথে লেগে রইলাম আমি। কোনোমতে। এগিয়ে চলেছি কুকুরের ডাক লক্ষ্য করে। স্পুডকে ওভাবে পেছনে ফেলে আসতে খারাপই লাগছে আমার, কিন্তু কুকুরের কাছ থেকে দূরে থেকে কুন শিকারের আসল মজা হারাতেও রাজি নই আমি কিছুতেই।

'এই জুতোগুলো এবার ফেলতে হবে!' বিরক্তি প্রকাশ করলো ব্ল্যাকি। 'একজোড়া নতুন হান্টিং শু কিনবো।'

দৌড় শুরু করার আগে সাংঘাতিক শীত লাগছিলো। হাতের আঙুল আর নাকের ডগায় কামড় বসাতে আরম্ভ করেছিলো তুষার। তবে এখন আর ওসব কিছুই নেই। পুরোপুরি গরম হয়ে উঠেছি। পিঠ বেয়ে ঘামের একটা সরু ধারা নেমে যাচ্ছে শিরশিরে অনুভূতি জাগিয়ে। বাতাসের জন্যে খেপে গেছে যেন ফুসফুস, শ্বাস নিতে পারছি না ঠিকমতো। কানের কাছে ঢাক বাজাচ্ছে যেন রক্ত। তবু হাউণ্ডগুলোর দেখা পেলাম না। আমাকে কষ্ট দিতেই যেন ছুটে চলেছে ওগুলো।

'আরে থাম না! পারছি না তো আর!' পেছন থেকে শোনা গেল স্পুডের অনুনয়।

ফিরে তাকালাম। দশ-পনেরো মিনিটেই প্রায় পঞ্চাশ গজ পেছনে ফেলে এসেছি তাকে।

একই দূরত্বে রয়ে গেল সে, একই অভিযোগ করে চললো, যখন হাউণ্ডগুলোর চিৎকার থেমে গেল হঠাৎ করেই। এতো আওয়াজের পর এই নীরবতা বড় বেশি করে কানে বাজলো। তারপর ঘেউ ঘেউ করে থেমে থেমে ডাকতে শুরু করলো ওগুলো।

'গাছে তুলেছে!' ব্ল্যাকি বললো। 'যাক, এতোক্ষণে একটা কুকুরের মতো কাজ করেছে গাধাগুলো! তবে বাজে কুকুর। ভালো ককুর হলে আরও আধ ঘন্টা আগেই একাজটা করতে পারতো। ইস্, আলুর সমান ফোসকা পড়ে গেল রে পায়ে!'

যেভাবে কুনটাকে গাছে তুলেছে রক আর ড্রাম, তাতে ওদের ওপর খুব খুশি ব্ল্যাকি, তবে সেটা দেখাতে চাইলো না, তাই ওরকম ভান করলো।

নদী থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে ছোট ক্রীকের পাড়ে একটা হেলে থাকা ওক গাছে উঠে গেছে কুনটা। গাছের গোড়া জুড়ে বসে রক চিৎকার করে সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছে যে একটা কুনকে গাছে তুলেছে ওরা। ড্রাম আরেক পাশে গিয়ে গরগর করছে।

দৌড়ে এলাম। গাছের চারপাশে ঘুরতে লাগলাম। উজ্জ্বল জ্যোৎস্না থাকা সত্ত্বেও ঘন

পাতার জন্যে কিছু চোখে পড়লো না আমাদের।

'পাতা-ছাড়া গাছে চড়ে না কুন,' ব্ল্যাকি বললো। 'পাতাওয়ালা এমন গাছে ওঠে, যাতে কেউ দেখতে না পায়।'

বাতি জ্বাললাম। দৌড়ে এলো স্পুড। জোরে জোরে হাঁপাচ্ছে। 'এতো···জোরে···ছুটলি ···কেন। ···ধরতে···পারলাম না!'

জবাব দিলাম না। বাতিটা উঁচু করে ধরলো ব্ল্যাকি। কুনটাকে খুঁজতে লাগলাম।

'ভালো করে দেখ,' ব্ল্যাকি বললো। 'ভীষণ চালাক। থাবা দিয়ে চোখ ঢেকে ফেলে, যাতে আলো পড়তে না পারে, না চমকায়।'

'ওই যে! ঢাকেনি!' চেঁচিয়ে উঠলো স্পুড।

দেখলাম। পাতার ফাঁকে জ্বলছে দুটো চোখ, মেসকিটের জ্বলন্ত কয়লার মতো।

'কই?' ব্ল্যাকি জিজ্ঞেস করলো।

'ওই যে। একেবারে মগডালে।'

'তাহলে দুটো আছে!' বললো স্পুড। 'প্রথম জোড়া দেখতে পাচ্ছি নিচের দোডালাটার মাঝখানে,' আঙুল তুলে দেখালো।

'কিন্তু দুটো কুনকে তো তাড়িয়ে আনিনি আমরা!' ব্ল্যাকি বললো। 'যেভাবে দৌড়ে এসেছি, তাতে দুটোকে একসাথে রাখা খুবই মুশকিল। দুটো হলে একটা আরেকটার পথে এমন ভাবে পড়তো, চিহ্নগুলো জট পাকিয়ে ধাঁধায় ফেলে দিতো কুত্তাগুলোকে।'

'কিন্তু গাছে দুটো কুন আছেই,' জোর দিয়ে বললো স্পুড। 'দুই জোড়া চোখই দেখতে পাচ্ছি।'

দ্বিধায় পড়ে গেল ব্ল্যাকি। মাথা চুলকে বললো, 'ঠিক আছে। প্রথমটাকে গুলি করছি। দ্বিতীয়টার ভার ছেড়ে দেবো কুত্তাগুলোর ওপর। স্পুড, রাইফেলটা দে তো।'

'রাইফেল! কটন, তোর কাছে ছিলো না?'

'আমার হাতে তো বাতি। তুই তো বললি রাইফেল নিচ্ছিস।'

চাঁদের দিকে তাকিয়ে রইলো স্পুড। জবাব দিলো না।

'মরেছে!' ব্ল্যাকি বললো। 'তোদের দিয়ে কিচ্ছু হবে না। একটাকে এখন গাছ থেকে নামালে আরেকটা পালাবে। কুত্তাগুলো একটার বেশি আটকাতে পারবে না।' এক মিনিট ধরে চুলের প্রান্ত ধরে টানলো সে আর প্যান্টের ফুটোয় আঙুল বোলালো। 'হ্যাঁ, তাইই করবে।'

গাছের কাছে এগিয়ে গেল সে। তার কুড়ালটা গোড়ায় নামিয়ে রেখে বেয়ে ওঠার জন্যে তৈরি হলো। বললো, 'হাঁ করে দাঁড়িয়ে কি দেখছিস? লাঠিটাঠি নে। দেখা যাক, দুটোকেই কব্জা করা যায় কিনা।'

গাছের গোড়ায় শুকনো ডাল খুঁজতে লাগলাম আমরা, লাঠি হিসেবে ব্যবহার করার মতো। রাগে দুঃখে মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে হচ্ছে আমার। আমিও স্পুডের মতোই ভুলো মন হয়ে গেলাম! কুনগুলো এখন পালালে দুঃখের সীমা থাকবে না।

গাছে উঠতে শুরু করলো ব্ল্যাকি। পিছিয়ে গিয়ে ওপর দিকে তাকিয়ে রইলো কুকুরগুলো। কুন লাফিয়ে পড়লেই ঘাড়ে গিয়ে পড়বে। লাঠি নিয়ে আমরাও তৈরি, বাড়ি মারার জন্যে।

ওপরে উঠে যাচ্ছে ব্ল্যাকি। বুকের খাঁচায় আমার হৃৎপিণ্ডটা যেন পাগল হয়ে উঠেছে উত্তেজনায়। কাঁপছি থরথর করে। এই মুহূর্তটার জন্যেই অপেক্ষা করে আছি কতকাল ধরে! দুটো কুনকে গাছে তোলা হয়েছে! লড়াইয়ের জন্যে রেডি।

লাঠিটা শক্ত করে চেপে ধরে অপেক্ষা করতে লাগলাম। একটা কুনকেও পালাতে দিতে

রাজি নই।

'এই যে আসছে, প্রথমটা,' ওপর থেকে চেঁচিয়ে বললো ব্ল্যাকি। 'কুত্তাগুলোর ওপর ছেড়ে দে এটাকে। অন্যটাকে সামলাবি তোরা।'

ডাল নেড়ে চেঁচাতে শুরু করলো সে। ঝাঁকি দিতে লাগলো। 'নামছে!' কালো একটা আকৃতি দ্রুত নেমে এলো কাণ্ড বেয়ে। জোরে চিৎকার করে উঠে লাফ দিলো। ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে এলো হাউণ্ডদুটো।

'এই থাম, থাম!' চেঁচিয়ে উঠলো স্পুড। 'ওটা কুন না! স্নাফি!'

ওপর থেকেও শোনা গেল চিৎকার, 'আসছে! আরেকটা আসছে!' মড়াৎ করে ডাল ভাঙলো। 'মরেছি রে!' ডালপাতা ভেঙে নেমে আসতে লাগলো ব্ল্যাকি।

জ্যোৎস্নায় আলোকিত একটা জায়গায় চার হাত-পায়ের ওপর ভর দিয়ে পড়লো ব্ল্যাকি। ঠিক তার পাশেই নামলো কুনটা। বিরাট জানোয়ার। ভীষণ রাগে ফুঁসে উঠে চড় মেরে বসলো ব্ল্যাকির গালে।

লাঠি ঘুরিয়ে বাড়ি মারলাম কুনটাকে সই করে। মিস করলাম। কুনের গায়ে না লেগে বাড়িটা লাগলো ব্ল্যাকির চোয়ালে।

'বাবারে! গেছি!' বলে চিত হয়ে গেল ব্ল্যাকি। 'চোয়াল ভেঙে ফেলেছিস!' ওদিকে স্পুড চেঁচাচ্ছে, 'মেরে ফেললো! আমার স্নাফিকে মেরে ফেললো!' হাউণ্ডগুলোকে সরানোর জন্যে পিটিয়ে চলেছে সে। বোকা হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছি আমি। ভয়ে ঠাণ্ডা হয়ে আসছে হাত-পা। ব্ল্যাকিকে মেরে ফেললাম না তো! কুনটা ততোক্ষণ দাঁড়িয়ে নেই, দ্রুত নেমে চলে যাচ্ছে ক্রীকের ঢাল বেয়ে।

উঠে দাঁড়ালো ব্ল্যাকি। তুলে নিলো কুড়ালটা। চেঁচিয়ে বললো, 'যাচ্ছে তো পালিয়ে! আরে যা না! পানিতে নামলে আর পারবি না!' বলতে বলতেই দৌড় দিলো সে। না ফিরেই আরেকবার ডাকলো, 'রুক! ড্রাম! ধর! ধর!' লাঠি হাতে আমিও ছুটলাম তার পেছনে।

কিন্তু রুক আর ড্রাম এলো না। ব্ল্যাকির ডাক কানেই যায়নি ওদের। স্পুডের বাড়ি খেয়ে গলা ফাটিয়ে হাউউ হাউউ করছে।

কুনের কাছে আমার আগেই পৌঁছে গেল ব্ল্যাকি। কোপ মারলো। মিস করলো। আরেকবার তোলার আগেই সামনে থেকে সরে গেল কুনটা।

চাঁদের শাদা আলোয় সে কী দৌড় আমাদের, জীবনে ভুলবো না। কুনের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে ব্ল্যাকি, কুড়াল তুলে কোপ মারতে মারতে সরে যাচ্ছে কুনটা, কোপ লাগছে না তার গায়ে। আবার কাছে পৌঁছে আবার কোপ, আবার মিস। লাঠিটা তুলে ধরে যতো জোরে সম্ভব দৌড়াচ্ছি, কুনটাকে বাড়ি মারার সুযোগ খুঁজছি। পাচ্ছি না কিছুতেই।

নদীর ধারে পৌঁছে গেলাম। গভীর একটা খাঁড়ির ওপর ঝুলে রয়েছে একটা পাথর। মূল পাথর থেকে ঠেলে বেরিয়ে গিয়ে অনেকটা ঝোলা বারান্দার মতো হয়ে আছে ওটা, পানির ওপরে। ওটার ওপরে উঠে যাচ্ছে কুনটা, এই সময় চাঁদের আলোয় আরেকবার ঝিলিক দিলো ব্ল্যাকির কুড়াল।

এইবার লাগলো। আর্তনাদ করে উঠলো কুনটা। ঝাঁপ দিলো পানিতে। চেঁচিয়ে উঠলো ব্ল্যাকি, 'গেল! গেল!' আরেকবার কোপ মারতে গিয়ে তাল সামলাতে না পেরে কুনটার পর পরই পানিতে পড়লো সে।

দৌড়ে গেলাম। মারাত্মক জখম হয়েছে কুনটা, তবু সাঁতরাচ্ছে। কোনোমতে ওপারে উঠে প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করছে। ব্ল্যাকি একহাতে কুড়াল তুলে ধরে আরেক হাতে সাঁতরাচ্ছে। কাছাকাছি পৌঁছে আবার মারলো কোপ। কিন্তু ওই অবস্থায় জোর পেলো না,

আঘাতটা লাগলো না ঠিকমতো। এতে বরং খেপে গেল কুনটা। হিঁসিয়ে উঠে পাল্টা আঘাত হানার জন্যে ঘুরলো ওটা। রেগে গেলে কিংবা কোনঠাসা হলে ভয়ংকর হয়ে ওঠে জানোয়ারগুলো। ব্ল্যাকির মাথাটা চিবিয়ে খাবে ঠিক করেছে যেন ওটা।

বেশি পানিতে এই লড়াই চালানো যাবে না বুঝে অল্প পানির দিকে রওনা হলো ব্ল্যাকি। সে-ও পৌঁছলো, কুনটাও পৌঁছে গেল তার কাছে। জানোয়ারটা বুঝে গেছে এই শত্রুকে পরাজিত করতে না পারলে পালাতে পারবে না সে।

প্রায় ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে কুনটা, এই সময় হাঁটু পানিতে আচমকা দাঁড়িয়ে গেল ব্ল্যাকি। বিপদ বুঝতে পেরে শেষ মুহূর্তে ঘুরে পালানোর চেষ্টা করলো কুন, তবে দেরি করে ফেলেছে। প্রচণ্ড জোরে তার মাথায় লাগলো কুড়ালের ফলা।

পানি থেকে মরা কুনটাকে টেনে তুললো ব্ল্যাকি। লেজ চেপে ওপরে তুলে ধরলো। বললো, 'এতো বড় কুন আর দেখিনি!' দাঁতে দাঁতে বাড়ি লাগছে তার, ঠাণ্ডায়।

স্নাফিকে কোলে নিয়ে দৌড়ে এলো স্পুড। এখনও কুঁই কুঁই করছে কুকুরটা, তার মনিব ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলছে। রক আর ড্রাম এলো তার পেছনে। রান্নাঘরে চুরি করতে ঢুকে ধরা পড়লে যেরকম অবস্থা হয় সেরকম ভাবভঙ্গি।

কাছে এসে মরা কুনটাকে শুঁকলো ওরা। ব্ল্যাকির দিকে মুখ তুলে তাকালো।

একটা কথাও বললো না ব্ল্যাকি। শুধু তাকালো ওদের দিকে। ব্যাস, এতেই কুঁকড়ে গেল কুকুরদুটো, পায়ের ফাঁকে লেজ গুটিয়ে ফেললো। স্পুডের কুকুরটাকে কুন ভেবে আক্রমণ করায় লজ্জিত হয়েছে, নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে যেন মরমে মরে যাচ্ছে এখন। সরে গেল ব্ল্যাকির কাছ থেকে। দূরে দাঁড়িয়ে মাফ চাওয়ার ভঙ্গিতে কোঁ-কাঁ করতে লাগলো।

আগুন জ্বেলে যখন শরীর গরম করতে বসলাম আমরা, তখনও কাছে এলো না ওরা। অথচ আগুন ভালোবাসে শিকারী কুকুর। সুযোগ পেলেই আগুনের কাছে এসে পা গরম করে। দূরে দাঁড়িয়ে কাঁপছে, গোঙাচ্ছে। করুণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে আমাদের দিকে। ব্ল্যাকির মাফ করে দেয়ার অপেক্ষা করছে।

কিন্তু ফিরেও তাকালো না ব্ল্যাকি। উঠে দাঁড়িয়ে তারার দিকে তাকালো। বললো, 'এরকম ঘটতে থাকলে এসব ছেড়েছুড়ে বাড়ি গিয়ে সেই চাষীই হতে হবে!' শীতে কেঁপে উঠলো তার শরীর। আগুনের আঁচে বাষ্প বেরোতে শুরু করেছে ভেজা কাপড় থেকে।

'এদিকটায় সুবিধে করতে পারবো না,' গোঁ গোঁ করে আবার বললো সে। 'আগেই বলেছিলাম, নদীর উজানের পাহাড়গুলোর ওদিকে যাওয়ার কথা।'

ব্ল্যাকি যা-ই বলুক, আমি খুব খুশি। এতো ক্লান্ত হয়েছি, দম নিতেও যেন কষ্ট লাগছে। অনেক ঝামেলা গেছে, সত্যি, তবে মস্ত বড় একটা কুনকে মারতে পেরেছি আমরা।

পাঁচ

ক্যাম্পে ফিরে আসতে আসতে রোদ উঠে গেল। প্রায় ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হাঁটছি আমি। স্পুড রয়েছে আমাদের পঞ্চাশ গজ পেছনে, একনাগাড়ে অভিযোগ করে চলেছে আমরা জোরে হাঁটছি বলে। আমার আগে রয়েছে ব্ল্যাকি। শুয়োরগুলোকে ও-ই আগে দেখলো। আমাদের জিনিসপত্র তছনছ করছে।

চেঁচিয়ে ওগুলোকে গাল দিয়ে উঠে দৌড় দিলো সে। আমারও ঘুম ভেঙে গেল। দৌড় দিলাম। স্পুডও ধেয়ে এলো। একটু দ্বিধা করলো না ব্ল্যাকি। একটা শুকনো ডাল তুলে নিয়ে পেটাতে শুরু করলো শুয়োরগুলোকে। দেখাদেখি আমরাও ডাল তুলে নিলাম।

শুয়োর মানেই শুয়োর, সহজে কি আর যেতে চায়। বেশির ভাগই আর্তনাদ করে সরে যেতে লাগলো, কয়েকটা মাদী বজ্জাত জানোয়ার বাদে। ওগুলো চোখা দাঁত দিয়ে আমাদের উরু ফেড়ে দিতে এলো। ওরকম একটা জানোয়ারের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্যে ছুরি ব্যবহার করতে বাধ্য হলো স্পুড। ঘ্যাঁচ করে বসিয়ে দিলো শুয়োরটার পিঠে।

বিকট আর্তনাদ করে উঠলো শুয়োরটা। তবে পড়লো না। দলের অন্যগুলোর সঙ্গে সঙ্গে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতরে চলে যেতে লাগলো ওপারে।

আমাদের জিনিসপত্রের অবস্থা দেখে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম। ডলে, মাড়িয়ে বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে বিছানাগুলোর, ময়দা আর নুনের বস্তা ছিঁড়ে সব ছড়িয়ে ফেলেছে মাটিতে। টিনে ভরা খাবারগুলোও শেষ করে দিতে চেয়েছে টিনগুলো চিবিয়ে। ক্যানডির বস্তাটা মোটামুটি ভালো অবস্থাতেই পেলাম, তবে আম্মার দেয়া ডিমগুলোর চিহ্নও চোখে পড়লো না। ব্ল্যাকির ধারণা, বাক্সসহই ওগুলো খেয়ে ফেলেছে শুয়োরের পাল। এসব তো ভালোই, বাগে পেলে নাকি বাছুর, ভেড়ার বাচ্চা আর ছাগলের বাচ্চাও খেয়ে ফেলতে দেখেছে ও শুয়োরকে। এমনকি মানুষের বাচ্চাও। শুয়োর খুব রাক্ষস, জানতাম, তবে এতোটা বুনো হয়ে ওঠে, একথা নতুন জানলাম।

বেশি ভেবে লাভ নেই। ব্ল্যাকি অভয় দিয়ে বললো, খাবারের জন্যেও চিন্তা নেই। আশেপাশে খাবারের ছড়াছড়ি, শিকার করে নিলেই হলো।

এসব নিয়ে বেশি আলোচনার সময় নেই। ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে শরীর। খিদেয় পেট জ্বলছে। তাড়াতাড়ি আগুন জ্বেলে কিছু নাস্তার ব্যবস্থা করলো ব্ল্যাকি। খাওয়ার পর দুচোখের পাতা আর টেনেও মেলে রাখতে পারলাম না।

ঘুম ভাঙলো কুকুরের ডাকে। তারপর কানে এলো ঘোড়ার খুরের শব্দ। চমকে জেগে গেলাম। প্রথমেই মনে এলো হগ ওয়ালারের কথা। তার শুয়োরগুলোকে মেরেছি বলে নিশ্চয় গালমন্দ করতে আসছে।

কিন্তু না, হগ নয়, ডেভ উইলসন। সেই বুনো ঘোড়াটাকেই দড়ি বেঁধে টেনে আনছে। তবে আজ আর তার সাথে ডনি নেই।

কুনের চামড়া ছাড়িয়ে রোদে শুকাতে দিয়েছে ব্ল্যাকি। মুখ তুলে কুকুরগুলোকে চুপ করতে বলে ডেভের দিকে তাকিয়ে ডাক দিলো।

বিছানায় উঠে বসে স্পুড বললো, 'কি হলো ব্ল্যাকি আংকেল, আরেকটা কুন?'

'হ্যাঁ। নদীর ওপারের ফাঁদ থেকে ধরে এনেছি। পানিতে পেতেছিলাম যেটা। আরও একটা পড়েছিলো অন্য ফাঁদটায়, হগের শুয়োরগুলো খেয়ে ফেলেছে।' তার চোয়ালের কাছটায় নীল একটা কালশিটে পড়েছে, যেখানটায় গতরাতে বাড়ি মেরেছিলাম আমি।

উইলো গাছে ঘোড়া বাঁধলো ডেভ।

দুপুর হয়ে গেছে। অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছি আমরা। ব্ল্যাকি ঘুমিয়েছে কিনা ভেবে অবাক হলাম। একটুও ক্লান্ত লাগছে-না তাকে। ঝরঝরে লাগছে আমার শরীরটা। ব্ল্যাকির চোয়ালটা নিশ্চয় খুব ব্যথা করছে, কিন্তু লজ্জায় জিজ্ঞেস করতে পারলাম না সেকথা।

উঠে ডেভের কাছে গেলাম। আগের দিনের মতো বুনো ঘোড়া পোষ মানানোর শো দেখালো না আজ ডেভ। হেসে বললো, 'খুব ভালো ঘোড়া। চালক-চতুর। আর দু'দিন শেখাতে হবে। তারপরে মেয়েমানুষ পিঠে বসলেও ফেলবে না.' ব্ল্যাকির দিকে তাকালো।

'কাল রাতে কিছু পেলে?'

বড় কুনটার কথা জানালো ব্ল্যাকি।

চোখ বড় বড় হয়ে গেল ডেভের। 'তুমি, মানে, একটা বোর কুনের সাথে পানিতে নেমেছিলে! পিটিয়ে মেরেছো পানিতে! তুমি মানুষ নাকি হে! এক গাড়ি টাকা দিলেও ওরকম পাগলামি করতে যাবো না আমি।' বুনো ঘোড়া যে পোষ মানায়, ওরকম একজন দুঃসাহসী লোকের মুখে এমন কথা শুনে অবাকই লাগলো আমার।

ডেভ জানালো, 'কাল রাতে হগ গিয়েছিলো আমাদের বাড়িতে। অনেক আজেবাজে কথা বললো তোমাদের নামে। এখান থেকে তোমাদের তাড়াতে বললো,' হাসলো সে।

'তাড়াবে নাকি?' ব্ল্যাকি জিজ্ঞেস করলো।

'পাগল হয়েছো। ওই হগটাকে দু'চোখে দেখতে পারি না আমি।'

'কাল রাতে দুটো কুন খুইয়েছি ওর জন্যে। একটা ফাঁদ পাততেই পারিনি। আরেকটাতে যা-ও পড়লো, খেয়ে ফেলেছে ওর শুয়োরে। আজ আমাদের জিনিসপত্র নষ্ট করে দিয়ে গেছে।'

সব কথা মন দিয়ে শুনলো ডেভ। জিজ্ঞেস করলো, খাবার-টাবার লাগবে কিনা আমাদের । বেশি কিছু চাইলো না ব্ল্যাকি। বিনীত কণ্ঠে বললো, এক বস্তা ময়দা কিনতে পারলে খুশি হতো। দেবে, বললো ডেভ। তখুনি তার বাড়িতে গিয়ে নিয়ে আসার কথা বললো।

মাথা নাড়লো ব্ল্যাকি। বললো, এখন যেতে পারবে না। কুনের জন্যে ফাঁদ পাতবে আরও দুটো। আর ক্যাটফিশ ধরার জন্যে বড়শি ফেলবে। পরে সময় করে যাবে।

সাপারের জন্যে দাওয়াত করলো ডেভ। রাজি হতে চাইলো না ব্ল্যাকি। বললো, মেয়েমানুষকে অযথা কষ্ট দেয়া হবে। কিন্তু যাওয়ার আগে জোর দিয়ে বলে গেল ডেভ, ওদের জন্যে অপেক্ষায় থাকবে সে।

ছয়

ডেভ উইলসনের বাড়ির দিকে যখন রওনা হলাম আমরা, সাঁঝের সূচনা হয়ে গেছে তখন। ব্যাঙ ডাকতে শুরু করেছে। তীরের মাথা তৈরি করে আকাশে উড়ে যাচ্ছে একঝাঁক বুনো হাঁস। শেষ সূর্যের সোনালি আলো এসে পড়েছে ওগুলোর শাদা শরীরে, রাঙিয়ে দিয়েছে বিচিত্র রঙে, যেন আগুন লেগেছে গায়ে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে কোথায় যেন উধাও হয়ে গেল আমার মন। যেন আমি আর এখন কটন কিনি নই।

আমাকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনলো ঘোড়ার খুরের শব্দ। গাছের জটলার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো হগ ওয়ালার। তার হাতে স্পুডের একফুট লম্বা ছুরি।

ধড়াস করে এক লাফ মারলো আমার হৃৎপিণ্ড।

'এই, এটা কার!' ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করলো হগ।

'আমার!' ভয়ে ভয়ে জবাব দিলো স্পুড। 'নিজের হাতে বানিয়েছি···'

'খুব ভালো করেছো!' চিবিয়ে চিবিয়ে বললো হগ। 'শুয়োরটার গায়ে কে মেরেছে? তুই? রক্ত ঝরতে ঝরতেই মরে গেছে ওটা।'

'দেখ, হগ,' শান্তকণ্ঠে বললো ব্ল্যাকি। 'চেপে যাও। গণ্ডগোল ভাল্লাগে না আমার।'

রাগে কালো হয়ে গেল হগ ওয়ালারের মুখ। 'ভাল্লাগে না! আমার সবচেয়ে ভালো শুয়োরটাকে ছুরি মেরে মেরে ফেলবে, আর কিছু বলবো না আমি! ভেবেছো কি?' ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে ছুরি বাগিয়ে ব্ল্যাকির দিকে এগিয়ে এলো সে।

প্রমাদ গুণলাম। কুকুরগুলো পথরোধ করলো তার। দাঁত খিঁচিয়ে বুনো চিৎকার জুড়েছে। ঘাড়ের রোম খাড়া হয়ে গেছে ওগুলোর। ওদের দিকে তাকিয়ে থেমে গেল হগ।

'এই, কুত্তা সরাও! সরাও বলছি!' ব্ল্যাকিকে বললো সে। 'গণ্ডগোল কাকে বলে দেখাচ্ছি! আমার শুয়োর মারার মজা দেখাবো!'

ছাই হয়ে গেছে স্পুডের মুখ। ভয়ে কাঁচুমাচু হয়ে গেছে। তবে সাহস করে এগোলো হগের দিকে, 'ছুরিটা আমার। নিজের হাতে বানিয়েছি। আপনার শুয়োরে নিয়ে গেছে। দিন ওটা।'

'এই স্পুড, সরে আয়,' হুঁশিয়ার করলাম আমি।

কিন্তু শুনলো না সে। 'আমার ছুরি,' গোঁয়ারের মতো বললো সে। 'নিজের হাতে বানিয়েছি। দিন।'

তার দিকে তাকালো হগ। 'সর। নইলে এক চড়ে বত্রিশটা দাঁত ফেলে দেবো!'

'দেখ হগ,' সাবধান করলো ব্ল্যাকি। 'ভালো হচ্ছে না বলে দিলাম। সামান্য একটা শুয়োর নিয়ে ঝগড়া বাধাতে এসেছো বাচ্চা ছেলের সঙ্গে। লজ্জা করে না?'

'খবরদার!' চেঁচিয়ে উঠলো হগ। 'আমার শুয়োর মেরেছো, আবার বড় বড় কথা! কাউকে ছাড়বো না আমি, বলে দিলাম! শুয়োর মারার মজা দেখিয়েই ছাড়বো!'

পিছালো তো না–ই, ধীরে ধীরে এগোতে থাকলো স্পুড।

'দেখ ছেলে,' ধমকে উঠলো হগ। 'আরেক পা এগোবি না বলে দিলাম! ভালো হবে না!'

'আমার ছুরি দিন!'

হাউণ্ডগুলোর পাশ কাটিয়ে একেবারে হগের সামনে চলে গেল স্পুড। এক পা পিছিয়ে গেল হগ। ডান হাতে ছুরি। বাঁ হাতটা তুলছে।

শপাং করে চাবুকের মতো আছড়ে পড়লো যেন ব্ল্যাকির কণ্ঠ, 'খবরদার! ছেলেটার গায়ে হাত তুললে ভালো হবে না!' নিচু হয়ে বড় একটা পাথর তুলে নিলো সে।

একসাথে ঘেউ ঘেউ করতে করতে এগোলো হাউণ্ডদুটো আর স্পুডের স্নাফি। স্পুড বললো, 'ছুরিটা দিন! নিজের হাতে বানিয়েছি ওটা! আমার ছুরি ফেরত দিন!'

কুৎসিত হয়ে উঠলো হগের চেহারা। 'তোর ছুরির নিকুচি করি আমি!' বলেই ঠাস করে এক চড় কষিয়ে দিলো স্পুডের গালে। তার হাত থেকে বাতিটা পড়ে গিয়ে ঝনঝন করে উঠলো।

আক্রমণ করে বসলো কুকুরগুলো। শোনা গেল ব্ল্যাকির চিৎকার। আমার কানের পাশ দিয়ে শাঁ করে বেরিয়ে গিয়ে থাপ করে হগের বুকে লাগলো পাথরটা। কুকুরের কবল থেকে বাঁচার জন্যে পিছাচ্ছিলো তখন হগ, পাথরটা লাগায় তাল সামলাতে না পেরে উল্টে পড়লো পাথরের ওপর। লাফ দিয়ে গিয়ে তার মুখে কামড় বসাতে গেল ড্রাম। ফসকে যাওয়ায় আবার কামড় দিলো, এবার কাঁধে। টেনেহিঁচড়ে সমান জায়গায় নিয়ে আসতে লাগলো লোকটাকে। রক আর স্নাফি যে যেখানে পারলো কামড়ে ধরে ঝাঁকাতে শুরু করলো।

হাত–পা ছুঁড়ে অনেক কষ্টে কুকুরগুলোর নিচ থেকে বেরিয়ে এলো হগ ওয়ালার। এলোপাতাড়ি ঘুসি চালাতে লাগলো কুকুরের মুখ সই করে। তারপর মুখ তুলে চেয়ে দেখলো কুড়াল উঁচিয়ে এগিয়ে আসছে ব্ল্যাকি। ওয়ালারে কুতকুতে চোখ গোল গোল মার্বেলের মতো হয়ে গেল। দুই হাত মাথার ওপর তুলে চেঁচিয়ে বললো, 'না না, ব্ল্যাকি, মেরো না!' বলেই লাফিয়ে উঠে দিলো দৌড়। পেছনে তেড়ে গেল কুকুরগুলো। পায়ে কামড় বসানোর চেষ্টা

করছে। ওদের পেছনে কুড়াল হাতে ছুটলো ব্ল্যাকি।

সোজা ঘোড়ার দিকে এগোলো হগ। কিন্তু এতো গোলমালে ঘাবড়ে গিয়ে ঘুরে লেজ তুলে দৌড় মারলো ঘোড়াটা। ওকে থামানোর অনেক চেষ্টা করলো হগ, পারলো না। দৌড়াতে গিয়ে পাথরে হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়লো। প্রায় ককিয়ে উঠে বললো, 'ব্ল্যাকি, দোহাই তোমার, মেরো না আমাকে! মেরো না!'

কিন্তু ব্ল্যাকি আর তার হাউণ্ডগুলোকে থামাতে পারলেও স্নাফিকে পারলো না হগ। মাটিতে পেয়ে পছন্দ মতো জায়গায় কামড়ে ধরে টানতে লাগলো কুকুরটা। আবার যখন উঠে দাঁড়ালো হগ, দেখা গেল তার পাছায় কামড়ে ধরে ঝুলে রয়েছে স্নাফি।

কাণ্ড দেখে কুড়াল ফেলে দিয়ে হো হো করে হেসে উঠলো ব্ল্যাকি। তবে হগের কাছে এটা মোটেও হাসির ব্যাপার হলো না। ঘোড়াটাকে মুখ খারাপ করে গাল দিতে দিতে ছুটছে। পেছনে থাবা মেরে খসানোর চেষ্টা করছে কুকুরটাকে। উঁচু গলায় মাঝে মাঝে চিৎকার করে ব্ল্যাকিকে অনুরোধ করছে, যেন কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে না মারে তাকে।

অবশেষে ঘোড়াটাকে নাগালে পেলো হগ। লাগাম ধরে একলাফে উঠে বসলো জিনের ওপর, কুকুরটাকে খসানোর চেষ্টা করলো না আর। তবে জোর ঝাঁকুনি লেগে কামড় ছুটে গেল স্নাফির, ধপ করে পড়লো মাটিতে। বেজায় অপমানজনক মনে হলো বোধহয় তার কাছে ব্যাপারটা। লাফিয়ে উঠে আর কিছু না পেয়ে দিলো ঘোড়ার পায়ে কামড়ে। এরকম আচরণে অভ্যস্ত নয় ঘোড়াটা। পেছনের পা তুলে লাথি মারলো বাতাসে। তারপর দিলো ছুট। ভীতু শেয়ালের মতো ছুটলো নদীর ধার ধরে। কুকুরগুলো পিছু নিলো তার।

আর হাসতে পারছে না ব্ল্যাকি। চোখ দিয়ে পানি গড়াচ্ছে। মাটিতে বসে পড়েছে সে। পেট চেপে ধরেছে দু'হাতে। আমিও প্রচুর হাসলাম। অবশেষে উঠে দাঁড়ালো ব্ল্যাকি। হাসতে হাসতে বললো, 'ওফ্, যীশু, এরকম কাণ্ড আর জীবনে দেখিনি! এতো হাসি···হোও হো-হো-হো!' আবার বাকা হয়ে গেল সে। গুঙিয়ে টুঙিয়ে সোজা হলো একটু পরে।

অনেক দূর পর্যন্ত হগের ঘোড়াটার পেছনে দৌড়ে গেল কুকুরগুলো। তারপর ফিরলো। ছুরিটা তুলে নিয়ে চামড়ার খাপে গুঁজে বীরদর্পে স্পুড বললো, 'আমার ছুরি রাখার কোনো অধিকার ছিলো না শুয়োরটার। ফেরত দিতেই হলো।'

অনেক হয়েছে। আবার চলতে শুরু করলাম আমরা। নদীর ওপার থেকে হুস্স্ করে আরেক ঝাঁক হাঁস উড়াল দিলো আকাশে। তীরের মাথা রচনা করে উড়ে চললো। কিন্তু আর উদাস হতে পারলাম না। হগ সবকিছু নষ্ট করে দিয়ে গেছে। পরিবেশ নষ্ট করার জন্যে ওরকম একজন মানুষই যথেষ্ট।

বেশ বড় একটা ওকের জঙ্গল পেরিয়ে ওপাশে এসে পাহাড়ের ঢালে উইলসনদের বাড়িটা দেখতে পেলাম। দরজা খুলে দিলেন বৃদ্ধ উইলসন, ডেভের বাবা। আমাদের দাদু। অর্থাৎ এই এলাকায় আমাদের বয়েসী ছেলেদের সবারই কমন দাদু তিনি। আমাদের আদর করে ডেকে নিয়ে গিয়ে বসালেন বড় ঘরে। ফায়ারপ্লেসের পাশে রকিং চেয়ারে বসে দুলছেন বৃদ্ধা মিসেস উইলসন, ডেভের মা, আমাদের দাদীমা। একটা চুলও কালো নেই। তবে তাঁর চেয়ে বেশি বয়েস হয়েছে তাঁর স্বামীর।

আগের রাতের কুন শিকারের গল্প এসে তাঁকে বলেছে ডেভ উইলসন। তবু আরেকবার আমাদের বিশেষ করে ব্ল্যাকির মুখ থেকে গল্পটা শুনতে চাইলেন দাদু।

বুড়োবুড়ি দু'জনেই ভালো মানুষ। তবে মাঝে মাঝেই ঝগড়া লেগে যান। কথা কাটাকাটি করেন, আবার মিল হয়ে যায় খানিক বাদেই।

ডেভ এসে যোগ দিলো আমাদের সঙ্গে।

রান্না শেষ করে টেবিলে খাবার দিয়ে এসে আমাদের ডাকতে এলো তার বউ র‍্যাচেল। বাচ্চা হবে আন্টির, বড়দের আলোচনায় বুঝতে পারলাম।

নানারকম মুখরোচক খাবার। গোগ্রাসে গিলতে লাগলাম আমি আর স্পুড। আমি শিওর, আমার এই খাওয়া আম্মা দেখলে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে ঠিক কানটা মুচড়ে দিতো, অভদ্রতার জন্যে। খেতে খেতে ব্ল্যাকি বললো হগ ওয়ালারের সঙ্গে আমাদের অপূর্ব লড়াইয়ের গল্প। হাসিতে ফেটে পড়লেন বুড়ো উইলসন। ডেভও হাসলো।

র‍্যাচেল আন্টি বললো, 'কাজটা ভালো করোনি। হগ খুব খারাপ লোক। ডেভ, মনে আছে, আর বছর উভালডি থেকে শুয়োর কিনতে এসেছিলো যে লোকটা? হগের প্রথম বউয়ের সঙ্গে খাতির হয়ে গিয়েছিলো লোকটার। হগ জেনে ফেললো। কয়েকদিন পর ফ্রিও নদীতে তার লাশটা ভাসতে দেখা গিয়েছিলো, কপালে গুলির ফুটো। আর বউকে লাথি মেরে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিলো সে।'

'সেটা মেয়েমানুষ নিয়ে গোলমাল,' পাত্তা দিলো না ডেভ।

'যে গোলমালই হোক, ওয়ালার সুবিধের লোক নয়।'

'আরে যা হয় হবে,' হাত নেড়ে বললেন দাদু। 'আমাদের ব্ল্যাকিও যা তা ছেলে নয়। হগকে থোড়াই কেয়ার করে। এই ব্ল্যাকি, বলো তোমার গল্প।'

হাসি আনন্দের মাঝে খাওয়া শেষ হলো। তখন আমাদেরকে আবার বড় ঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন মিস্টার উইলসন। নানা রকম গল্প শোনাতে লাগলেন। তাঁর ছোটবেলার গল্প, শিকারের গল্প। একবার এক প্যানথারের কবলে পড়ে কিভাবে প্রাণটা যেতে বসেছিলো, সেই রোমাঞ্চকর গল্প। তন্ময় হয়ে শুনতে লাগলাম। ওঠার যখন সময় হলো, তখনও উঠতে ইচ্ছে হলো না। এতোই ভালো লাগছিলো তাঁর গল্প। সেই প্রথমবার কুন শিকারের জন্যে বনে যাওয়া বাদ দিয়ে ঘরে বসে থাকতে ইচ্ছে হয়েছিলো আমার।

জ্যোৎস্না যেন শাদা জাদুর পরশ বুলিয়ে দিলো সেরাতে। গাছপালা, ঝোপঝাড় সবকিছুই কালো, কিন্তু ওগুলোর ফাঁক-ফোকর দিয়ে চুঁইয়ে নামছে চাঁদের আলো। বুনোপথে, পাহাড়ের ঢালে, নদীতে যেন ফ্যাকাসে শাদা চাদর বিছিয়ে দিলো তরল জ্যোৎস্না। আগের রাতের মতোই ঘোষণা করলো ব্ল্যাকি, এরকম রাতে কুনেরা বেরোবেই। বেরোবে আরও নানারকম জানোয়ার।

উইলসনদের বাড়ি থেকে ক্যাম্পে ফিরছি আমরা। কুকুরগুলো আগে আগে হাঁটছে। আমার মনের মধ্যে কেবলই ঘুরছে ফিরছে বৃদ্ধ উইলসনের গল্প। মনে হতে লাগলো, কেন যে এতো দেরিতে জন্মালাম! আর সত্তর কিংবা আশি বছর আগে জন্মালে কি এমন ক্ষতি হতো? পৃথিবীর সমস্ত মজা আর আনন্দ উপভোগ করে এতোদিনে বিদায় নেয়ার সময় হতো। হলে হতো। তাতে এমন কোনো আফসোস থাকতো না। আনন্দহীন দুনিয়ায় বাঁচার আগ্রহ নেই আমার।

চলতে চলতে খানিক পরেই কুনের গন্ধ পেয়ে গেল কুকুরগুলো। তাজা গন্ধ। ব্ল্যাকির আদেশে পিছু নিলো ওগুলো। আগের রাতের মতো গোলমাল করে ফেললো না রক আর ড্রাম। একটা কুনকে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে গাছে তুললো। স্নাফি আগের মতোই কিছুটা গণ্ডগোল বাধালো বটে, তবে কুনটাকে মারতে পারলাম আমরা।

তারপর আরেকটা কুনের গন্ধ পেয়ে কিছুদূর এগিয়ে গেল কুকুরগুলো। কুনটা যে কোথায় গিয়ে লুকালো, আর খুঁজে বের করা গেল না। অহেতুক সময় নষ্ট না করে ফিরে এসে পথে

পড়লাম আমরা আবার।

আরেকটা কিসের গন্ধ পেয়ে গেল ড্রাম। ব্ল্যাকি বললো, শেয়াল-টেয়াল হবে। অনুসরণ করে দেখা গেল, শেয়াল নয়, একটা বনবেড়াল। মারা হলো না ওটাকে। বনবেড়ালের চামড়ার কোনো দাম নেই। এরপর একটা পোসামের পিছু নিলো কুকুরগুলো। সহজেই ধরে ফেলা হলো জানোয়ারটাকে।

বাহ্, চমৎকার! খুশি হয়ে ভাবলাম আমি। আজকের রাতটা যেন পুরোপুরিই আমাদের স্বপক্ষে। একের পর এক জানোয়ারের গন্ধ পাচ্ছে কুকুরগুলো। শিকার করে চলেছি।

উঁচু উঁচু কিছু এলম আর পেকান গাছের কাছে এসে আবার গন্ধ পেলো কুকুরগুলো। গন্ধ অনুসরণ করে কিছুদূর এগোতেই কানে এলো বিচিত্র পুট পুট পুট পুট আওয়াজ। ব্ল্যাকি বললো গবলার ডাকছে।

গবলার হলো একজাতের পাখি, অনেক বড়। মুরগীর মতো মাংস। বেশি উড়তে পারে না। তাই বলে ধরা সহজ নয়। এতো বেশি বড় আর শক্তিশালী, .২২ রাইফেলের গুলিতেও সহজে মরে না। ব্ল্যাকি বললো, গুলি করে সঙ্গে সঙ্গে ফেলতে হরিণ শিকারের কার্তুজ দরকার।

আমাদের সামনের গাছ থেকে উড়ে গেল কয়েকটা গবলার। প্রায় শ'খানেক গজ দূরে গিয়ে ঝপঝপ করে পড়লো ঝোপেঝাড়ে আর মাটিতে। ব্ল্যাকির নির্দেশে তাড়া করলো রক আর ড্রাম। স্নাফিও বসে রইলো না। হাউণ্ডগুলো যেখানে যায় সেখানে যাওয়াটা যেন অভ্যেস হয়ে গেছে তার। আমরা তিনজনও ছুটলাম।

গবলার ধরা সহজ নয়। আগের রাতে কুনটাকে মারতে যতোটা কষ্ট হয়েছিলো, প্রায় ততোটাই হলো বড় একটা গবলারকে ধরতে। তবে ধরতে পারলাম শেষ পর্যন্ত।

গলা চেপে গবলারটাকে চাঁদের আলোয় তুলে ধরলো ব্ল্যাকি। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে নিয়ে বললো, 'খাওয়াটা দারুণ জমবে!' প্যান্টের ফুটোয় আঙুল ঢুকিয়ে ঘোরালো কিছুক্ষণ, তারপর মুখ তুলে তাকালো তারার দিকে। একটা থেকে আরেকটার ওপর চোখ সরে যাচ্ছে তার। 'ফিডলিং টম ওয়ালারের ঘরের মেয়েরা এটা পেলে খুব খুশি হবে। এরকম গবলার সচরাচর মেলে না। যেমন মোটা, তেমনি বড়। সত্যিই খুশি হবে।'

শিকারের সমস্ত মজা আর উত্তেজনা যেন নিমেষে বেরিয়ে যেতে শুরু করলো আমার। হঠাৎই যেন রাজ্যের ক্লান্তি এসে চেপে ধরলো, সেই সাথে শীত। সেদিন বিকেলে ডনির দিকে যে দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলো ব্ল্যাকি, সেটা মনে পড়ে গেল আমার। আরও একটা ব্যাপার ঝট্ করে মনে এলো, সাড়াটা রাত নদীর ধার দিয়ে সোজা হেঁটেছি আমরা, অথচ হাঁটা উচিত ছিলো ঘুরে ঘুরে, যাতে সহজেই শিকার শেষে ক্যাম্পে ফিরতে পারি। ব্ল্যাকিকে সন্দেহ করতে খুবই খারাপ লাগলো আমার, কিন্তু মনের ওপর তো জোর খাটে না। ইচ্ছে করে সোজা ফিডলিং টম ওয়ালারের বাড়ির দিকে চলেছে ব্ল্যাকি শুরু থেকেই, একথাই কেবল মনে হতে লাগলো আমার।

মনে হয় স্পুডও একই সন্দেহ করেছে। কারণ সে বললো, 'ওয়ালার কেন, ডেভ উইলসনের বাড়িতে নিয়ে গেলেও তো পারি? ডেভের বউও ভালো রান্না করে।'

স্পুডের দিকে তাকালো একবার ব্ল্যাকি। আবার মুখ তুললো তারার দিকে। 'ক্যাম্প এখান থেকে অনেক দূরে । উইলসনদের বাড়ি আরও দূরে। অথচ ওয়ালারদের বাড়ি মাত্র দু'তিন মাইল। পা আর চলছে নারে। ফিরে যাওয়ার চেয়ে ওদের বাড়িতে যাওয়াই ভালো। ঘুমিয়ে-টুমিয়ে বিশ্রাম নিয়ে কাল শিকার করতে করতে ফিরবো।'

গবলারটাকে কাঁধে ফেললো সে। 'সেটা করাই ভালো,' যেন কৈফিয়ত দিলো নিজেকেই, 'রান্না করবে মেয়েরা। আমরা ততোক্ষণ জিরিয়ে নিতে পারবো। রান্না ওরা খুব ভালো করবে, দেখিস।'

ভাটির দিকে জোর কদমে চলতে শুরু করলো ব্ল্যাকি। সাথে চললাম আমি আর স্পুড। চাঁদের আলোয় চকচক করছে গবলারের পালক। গরু চলা পথ ধরে চলেছি আমরা। পথের ওপর যেন বিছিয়ে রয়েছে কোমল জ্যোৎস্না। তবে চাঁদের আলোর শাদা জাদু আর চোখে স্বপ্ন জাগাতে পারছে না আমার। বার বার মনে হচ্ছে, ব্ল্যাকি আমাদের ঠকিয়েছে!

সাত

ঘন মৌমাছি-ঝোপের ভেতর দিয়ে যখন টম ওয়ালারের গরুর খোঁয়াড়ের কাছে এসে পৌঁছুলাম, রোদ তখন উঠি উঠি করছে। পাথরের বেড়া ডিঙিয়ে গরুর আঙিনায় ঢুকে পড়লাম। তিনটে গরু আমাদের দেখে উত্তেজিত হয়ে ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়তে লাগলো। দূর দিয়ে ওগুলোর পাশ কাটিয়ে কেবিনের দিকে এগোলাম আমরা।

কাঠের তৈরি বাড়ি। ওকগাছে ঘেরা। দেখে মনে হয় গাছগুলোর মতোই ওগুলোর ভেতর গজিয়ে উঠেছে বাড়িটা। পাথরের চিমনির ভেতর দিয়ে বেরিয়ে আসছে সদ্য জ্বালা আগুনের নীলচে-শাদা ধোঁয়া। পাতাঝরা গাছের ডালের ভেতর দিয়ে ঘুরে ঘুরে উঠে যাচ্ছে, মাথার ওপরে উঠে ঝুলে রয়েছে বিশাল এক শাদা ছাতার মতো।

আমরা কাছে যাওয়ার আগেই কেবিনের দরজা খুলে গেল। লম্বা, শাদা চুলওয়ালা টম ওয়ালার বেরিয়ে এলেন শোবার পোশাক পরেই। বারান্দা পেরিয়ে নামলেন বালিতে ঢাকা আঙিনায়। একপাশের কাঠের বেড়ার গায়ে হেলান দিয়ে তাকালেন নদীর দিকে।

আমার সন্দেহ হলো, আম্মা আমার সঙ্গে যে আচরণ করে, যা যা করতে বলে, ঠিক সে-রকমই কিছু করে না-তো টমের বউ? আম্মা আমাকে বারান্দায় দাঁড়াতে দেয় না, ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে। আর তুষারপাত হতে দেখলে তো কথাই নেই।

আমাদেরকে দেখেননি টম ওয়ালার। ব্ল্যাকি শব্দ করে জানান দিলো আমাদের উপস্থিতি। খারাপ কিছু করে ধরা পড়ে গেলে আমি যেরকম চমকে যাই, সেরকম চমকালেন না বৃদ্ধ, আস্তে মুখ ঘুরিয়ে তাকালেন। তারপর নির্বিকার ভাবে আবার মুখ ঘোরালেন নদীর দিকে।

আমরা আরও কাছে এলে হাড়সর্বস্ব একটা আঙুল তুলে মাইলখানেক দূরের একটা দৃশ্য দেখালেন আমাদের। নদীর গভীর খাঁড়ি ভেতর থেকে যেন বেরিয়ে আসছে সূর্যটা। 'দেখছো! ঈশ্বরের মহিমা যদি দেখতে চাও, বুঝতে চাও, তাহলে ওই একটা ব্যাপারই যথেষ্ট। পানিতে আলো দেখ। পাহাড়ের ওপরের রঙ দেখ। কোনো মানুষ কি পারবে ওরকম ছবি আঁকতে? পারবে না! কেউ পারবে না!'

শরীরে মাংস নেই টম ওয়ালারের। ফলে ঢোলা পোশাক আরও বেশি ঢলঢলে লাগছে। এলোমেলো হয়ে আছে চুল। খোঁচা খোঁচা দাড়ি গজিয়েছে। কিন্তু সকালের রোদে মাথা সোজা করে দাঁড়ানো অগোছালো মানুষটাকে যেন মানিয়ে গেছে এসব। কাঁচা রোদে চিকচিক করছে চোখ জোড়া। ভদ্র, শান্ত, ঈশ্বরের প্রতি অনুগত। লম্বা মুখটাকে খুব সুন্দর লাগছে। সানডে-ইস্কুলের কার্ডে আঁকা যীশু খ্রীস্টের ছবির কথা মনে পড়ে গেল আমার। পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে

পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে থাকেন তিনি, বিষণ্ন দৃষ্টিতে, যেটার জন্যে তাঁর অন্তরাত্মা কাঁদে।

হাউণ্ডগুলোর এসব দেখার সময় নেই, বোঝারও ক্ষমতা নেই। ওগুলো যা বোঝে সেটাই করলো, সোজা রওনা হলো রান্নাঘরের দিকে। বেরিয়ে এলো ডনি ওয়ালার। 'বাবা,' ডাকলো সে, 'ঘরে এসো। কাপড় পরো। ওরকম করে বাইরে থেকে কোন্‌দিন ঠাণ্ডা লেগেই মরবে!'

আরেকটু সময় দাঁড়িয়ে থাকলেন টম ওয়ালার। যেতে ইচ্ছে করছে না তাঁর। তারপর ঘুরে গিয়ে ঢুকলেন ঘরের ভেতর।

পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আদর করে তাঁর পিঠে হাত বুলিয়ে দিলো ডনি। তারপর তাকালো আমার দিকে, স্পুডের দিকে, গবলারটার দিকে। সবশেষে, আদর করে তুলে রেখে দেয়া সর্বশ্রেষ্ঠ জিনিসটার প্রতি যেভাবে তাকায় মানুষ, তেমনি করে তাকালো ব্ল্যাকির দিকে। চকচক করছে চোখ। সামান্য ফাঁক হলো ঠোঁট, হাসিতে, খুশি হয়েছে ব্ল্যাকিকে দেখে। কোনো কথা বললো না।

ব্ল্যাকি বললো, 'ছেলেগুলোকে নিয়ে এপথেই যাচ্ছিলাম। শিকার করতে করতে ওরা কাহিল হয়ে পড়লো তো, তাই ভাবলাম এখানেই একটু বিশ্রাম নিয়ে যাই। ফেরার পথে আবার শিকার করা যাবে'খন।'

ভুরু কোঁচকালো ডনি। 'তাহলে ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকার কোনো মানেই নেই।' লম্বা আরেকটা চাহনি দিলো ব্ল্যাকিকে। তারপর প্রশ্ন করলো, 'শিকারের গন্ধ পেয়েছো মনে হয়?'

বদলে গেল ব্ল্যাকি। আবার তার চোখে ফুটলো সেই অদ্ভুত, চকচকে দৃষ্টি। 'ঠিকই বলেছো। গন্ধ পেয়েই ছুটে এসেছি।'

ঝটকা দিয়ে ওপর দিকে উঠে গেল ডনির মুখ। হাসিতে ফেটে পড়লো। 'বোকার মতো দাঁড়িয়ে না থাকলেই আমি খুশি হবো। এভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে পায়ের ফাঁকে ঘাস গজিয়ে যাবে যে। সেটা কি হতে দেয়া ঠিক?' আবার হাসলো। খিলখিল করে একধরনের 'লাফানো' হাসি, লাফানোই বলবো, কারণ আর কোনো শব্দ খুঁজে পাচ্ছি না, যেটা সংক্রামিত করে বোকাদেরকে, হাসায়।

এতো হাসির কি দেখলো মেয়েটা, বুঝতে পারলাম না। কোনোই কারণ খুঁজে পেলাম না। সেদিন বিকেলের মতোই ওদের আজকের আচরণ আর হাসির কোনো মানে বের করতে পারলাম না। এরকম ভাবে দুর্বোধ্য কথা বড়রা বলে, বোঝেও শুধু নিজেরাই, ছোটদের জন্যে এর মধ্যে ঢোকা বারণ।

বারান্দার সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো কুচকুচে কালো, খাটো লেজ আর ঝোলা কানওয়ালা একটা হাউণ্ডের বাচ্চা। বেশির ভাগ বাচ্চাই যেরকম ঘেউ ঘেউ করে শরীর মোচড়ায়, সেরকম করলো না ওটা। ধীরে ধীরে নেমে চলে এলো সোজা আমার দিকে। মাটিতে পড়ে থাকা গবলারটাকে শুঁকলো। আমার পা শুঁকলো। শোঁকা শেষ করে মুখ তুলে আমার মুখের দিকে তাকালো। বিষণ্ন, নিঃসঙ্গ দৃষ্টি মেলে।

'বাহ্, চমৎকার বাচ্চা তো!' প্রশংসা করলো ব্ল্যাকি। 'এরকম কমই দেখা যায়। কটনের বাবার একটা ছিলো। কুত্তাটার নাম ছিলো নিগার।'

'মেকসিকো জেসাস আমাকে দিয়েছে এটা,' ডনি বললো। 'তাকে দিয়েছিলো আরেকজন। মেকসিকো ওটাকে রাখতে না পেরে আমাকে এনে দিয়ে গেছে। আমিও কি করবো বুঝতে পারছি না। শিকারের পিছু নিতে পারে না। কিছু ধরতে পারে না। কথা বললেও মনে হয় বোঝে না।'

ব্ল্যাকি বললো, 'হাউণ্ডের বাচ্চাকে কি করে কথা শোনাতে হয় জানো না হয়তো।'

'আসলে আমাকে পছন্দই করে না ওটা,' ডনি বললো। 'কাউকে পছন্দ করে না, কারো সঙ্গে থাকতে পারে না। খেতে দিলে খায়। তারপর গিয়ে শুয়ে পড়ে বনবেড়ালটার কাছে। ওকে যে ধরবো, আদর করে কিছু করবো, সে সুযোগই দেয় না।'

তুড়ি বাজিয়ে, চুকচুক করে বাচ্চাটাকে ডাকলো ব্ল্যাকি। ফিরে তাকালো বটে ওটা, তবে তার কাছে গেল না। লেজ নাড়লো না। ব্ল্যাকির মুখের দিকে একবার তাকিয়ে আবার ফিরলো আমার দিকে।

'হুঁ, আজব বাচ্চাই,' মাথা দুলিয়ে ব্ল্যাকি বললো। তাকিয়ে রয়েছে বাচ্চাটার দিকে। 'বড় কুকুরের সঙ্গে কখনো রেখেছো?'

'বাবা চেষ্টা করেছে,' ডনি জানালো। 'একরাতে ডবের হাউণ্ডগুলোর সঙ্গে শিকারে নিয়ে গিয়েছিলো। বড়গুলো শিকারের পিছু নিলো। বাচ্চাটা কি করলো, সোজা বাড়ি চলে এলো। ভাবছি, কেউ নিতে চাইলে দিয়েই দেবো। রেখে লাভ হবে না।'

দরজায় দেখা দিলেন ফিডলিং টম। জুতো পরেছেন। 'ওটা খুব প্রভুভক্ত হবে,' বললেন তিনি। 'ঠিক মানুষটাকে পেলে গোলাম হয়ে যাবে। পাচ্ছে না এখনও, তাই। তার পছন্দমতো লোক ছাড়া কারও কথা শুনবে না।'

'ওরকম কুকুরের গল্প আমিও শুনেছি,' ব্ল্যাকি বললো।

স্পুড বললো, 'আব্বার একটা ছিলো। তাকে ছাড়া আর কাউকে দেখতে পারতো না, কারো কথা শুনতো না। কারো জন্যে কিছু করতো না।'

'ঠিক,' ফিডলিং টম বললেন। 'ছোটবেলায় আমিও একটা দেখেছি। সারা টেকসাস আর ইনজুনদের (ইনডিয়ান) এলাকা ঘুরেও ওর চেয়ে ভালো কুকুর আর মিলবে না। মিলিটারিদের বিউগলের মতো গলার স্বর। মনিব ছাড়া আর কিচ্ছু বোঝে না।'

মিলিটারিদের বিউগল শুনিনি আমি, তবে টমের কথায় মনে হলো, সেটা বোধহয় শোনার মতোই একটা বাজনা হবে। খুব সাবধানে হাত বাড়িয়ে, বাচ্চাটা যাতে ভয় না পায়, এমন ভাবে, আলতো করে ওটার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম। সতর্ক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে হাতের গন্ধ নিলো ওটা। চাটলো না, লেজ নাড়লো না, কিচ্ছু করলো না, শুধু শুঁকলো। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে আবার তাকালো আমার মুখের দিকে।

বাড়ির ভেতর থেকে ডাকলেন টমের স্ত্রী, ডনির নাম ধরে। 'আসছি, মা,' সাড়া দিয়ে মাথা ঝাড়া দিলো ডনি। রোদে ঝলমল করে উঠলো তার চুল। আরেকবার ব্ল্যাকির দিকে তাকিয়ে ঘরে চলে গেল।

আমাদেরকে ঘরে যেতে ডাকলেন টম ওয়ালার। বললেন, শিগগিরই টেবিলে খাবার দেয়া হবে। ব্ল্যাকি বিনয় দেখিয়ে বললো, মেয়েদেরকে বিরক্ত করতে চায় না। টম বললেন, এতে বিরক্তির কিছু নেই। সুতরাং তাঁর সঙ্গে ঘরে ঢুকলাম আমরা।

ঘরে ঢোকার আগের মুহূর্তে পেছন ফিরে তাকালাম একবার। দেখলাম বাচ্চাটা আসছে পিছে পিছে, আমার দিকেই নজর। মনে হলো তার চোখে অনুনয়। যেন ফিরে গেলেই সে আমার দিকে তাকিয়ে লেজ নাড়তে শুরু করবে। কিন্তু সে সুযোগ পেলাম না। ঠাণ্ডা আসছে ঘরে, দরজাটা বন্ধ করে দিলেন টম ওয়ালার। বাইরেই রয়ে গেল বাচ্চাটা।

ঘরে বিশাল এক বিছানা পাতা। লাল, হলুদ আর সবুজ রঙের ফুল আঁকা চাদর। ঘরের কোণে ফায়ারপ্লেসের কাছে চলে এলাম। বিছানার মাথার কাছে দেয়ালের তাকে একটা বেহালার বাক্স। ফায়ারপ্লেসের ওপরে ম্যানটেলে একটা ঘড়ি। তার ওপরে দেয়ালে সাজানো শিংওয়ালা একটা হরিণের মাথা, এবং তারও ওপরে ঝোলানো রয়েছে একটা উইনচেস্টার রাইফেল।

দেয়ালে ঝোলানো দুটো ছবি। একটা অ্যালামোর। আরেকটা ক্রুশে আটকানো যীশু খ্রীস্টের। প্লাস্টিকের ফলকে লাল অক্ষরে বড় বড় করে লেখা রয়েছে ঃ গড ব্লেস আওয়ার হ্যাপি হোম।

বেশ আরামদায়ক বড়সড় ঘর। গরুর চামড়ার গদিওয়ালা অনেকগুলো চেয়ার রয়েছে। বিছানার কিনারে বসলেন টম। আমাদেরকে চেয়ার দেখিয়ে দিলেন। স্পুড বসলো চেয়ারে। ব্ল্যাকি মেঝেতে। আর আমি গবলারটার গলা ধরে হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কি করবো বুঝতে পারছি না।

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলেন টম ওয়ালারের স্ত্রী। পরনের অ্যাপ্রনে হাতের ময়দা মুছছেন। ছোটখাটো শরীর। চঞ্চল চোখ। চুলগুলো ঝুঁটি করে চাঁদিতে বেঁধেছেন। তবে তাতে কুৎসিত লাগছে না তাঁকে, বেশির ভাগ মহিলাকে যেমন লাগে। বললেন, 'ব্ল্যাকি, তোমার প্রশংসা না করে আর পারি না, বাপু। কদ্দূর থেকে রান্নার গন্ধ পেলে?'

হাসলো ব্ল্যাকি। 'লজ্জা দেবেন না, মিসেস ওয়ালার। গন্ধ ঠিকই পেয়েছি, তবে ফাও খেতে আসিনি। ওই পাখিটা নিয়ে এলাম। অনেক বড় গবলার, না?'

পাখিটা তুলে ধরলাম; মহিলা যাতে ভালো করে দেখতে পারেন।

'সত্যি!' চোখ বড় বড় হয়ে গেছে মহিলার। 'অনেক বড় তো!' গলা চড়িয়ে মেয়েকে ডাকলেন, 'ডনি! জলদি দেখে যা, ব্ল্যাকি কত্তোবড় গবলার নিয়ে এসেছে!'

রান্নাঘর থেকে ডনির জবাব, 'দেখেছি, মা।' তবু দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো, আরেকবার বোধহয় ব্ল্যাকিকেই দেখার জন্যে।

ব্ল্যাকি শিকারের বর্ণনা দিলো, 'গাছ থেকে লাফিয়ে পড়লো গবলারটা। তেড়ে গেল কুত্তাগুলো। কিছুদূর দৌড়ে আরেকটা গাছে উঠে বসলো পাখিটা, আর নড়তে পারে না তখন। লাঠি ছুঁড়ে মাথায় লাগিয়ে ফেলে দিলাম। তার পরেও অবশ্য পালাতো, পারেনি শুধু আমাদের কটনের জন্যে। জাপটে ধরে গলা মুচড়ে মেরে ফেললো। কি একখান ফাইট যে দিয়েছে ছেলেটা, বলে বোঝানো যাবে না।'

যাবে না বললো বটে ব্ল্যাকি, তবু অনেক ঘুরিয়ে ঘারিয়ে, অনেক বর্ণনা দিয়ে গবলারের সঙ্গে আমার লড়াইয়ের দৃশ্যটা তুলে ধরার চেষ্টা করলো। এতে আমার খুশি হওয়ার কথা। হলামও। লজ্জাও পেলাম।

'হুঁ, বুঝলাম, ভালোই,' বলে এগিয়ে এসে পাখিটা ধরার জন্যে হাত বাড়ালেন মহিলা। 'কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি না, কোরা কিনি তার একমাত্র ছেলেকে ব্ল্যাকি স্ক্যান্টলিঙের মতো লোকের হাতে কিভাবে ছাড়লো? ব্ল্যাককে চেনে না!'

উঠে দাঁড়ালেন ফিডলিং টম। বেহালার জন্যে হাত বাড়ালেন। 'একটা সময় যে-কোনো ছেলেকেই ঘরের বাইরে বেরোতে দিতে হয়। নইলে মানুষ হবে কি করে?' বাক্সের ভেতর থেকে যন্ত্রটা বের করে বুড়ো আঙুল দিয়ে টান দিলেন তারে।

হাসি নিয়ে স্বামীর দিকে তাকালেন মিসেস ওয়ালার। মা-মেয়ের হাসি অবিকল একরকম দেখতে। 'হ্যাঁ, তা দিতে হয়। তবে নাস্তার আগে গানবাজনা শুরু করতে দেয়া উচিত না কোনো পুরুষকে। কি ব্যাপার, কাপড় বদলাবে না নাকি?'

স্ত্রীর দিকে তাকালেন টম। তারপর আবার ফিরলেন বেহালার দিকে। 'একটা নতুন সুর বেঁধেছি। শুনবে?'

মহিলার মুখ দেখেই বলে দেয়া যায়, হাল ছেড়ে দিতে যাচ্ছেন। 'সেটা তো আর চলে যেতো না। বেশ, শোনাও ওদের। আমি যাচ্ছি। বিস্কুট প্রায় হয়ে এলো।'

বেহালাটা চিবুকের সাথে চেপে ধরলেন টম। বাঁ হাতে ধনুকের মতো ছড়টা ধরে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত নীরবে তাকিয়ে রইলেন জানালা দিয়ে। নদীর পানিতে রোদ চিকচিক করছে।

বুঝলাম, আমাদের কথা ভুলে গেছেন তিনি। বিষণ্ন দৃষ্টি ফুটেছে চোখে। যেন বহুদূরে চলে গেছে তাঁর মন। বেহালায় ছড় লাগিয়ে টান দিলেন। বেজে উঠলো চড়া, করুণ সুর। মনে হলো যেন আমাকে কেটে দিয়ে একপাশ থেকে আরেক পাশে চলে গেল শব্দটা, এতোই জোরালো, এতোই স্পষ্ট। লম্বা, হাড়সর্বস্ব আঙুলগুলো নড়তে লাগলো তারের ওপর। মিষ্টি বাজনা ছড়িয়ে পড়লো ঘরের ভেতর। কেমন যেন নিঃসঙ্গ, ভারি করে তোলে মন।

বেহালার সুর অনেক শুনেছি আমি, কিন্তু ওরকম আর শুনিনি। সুরে যেন হাসি আর কান্না একই সঙ্গে চলছে! যেন দেখিয়ে দিচ্ছে নদীর বুকে সূর্য উঠছে। বুনো পেঁয়াজের ডগার কাছে ব্যাঙ ডাকছে। অল্প পানিতে ঘাই মারছে মাছের ঝাঁক। সিডারের ডালে বসে মিষ্টি গান গেয়ে দিবাশুরুর ঘোষণা দিচ্ছে মকিং বার্ড।

ওই বাজনা যেন ঘরের জড় পদার্থগুলোকে পর্যন্ত জীবন্ত করে তুললো। চুঁইয়ে চুঁইয়ে বেড়ার ফাঁক দিয়ে বেরোতে লাগলো সুর, চিমনির ভেতর দিয়ে ধোঁয়ার সঙ্গে মিশে উড়ে যেতে লাগলো নিঃসীম আকাশে। বাইরে বেরিয়ে যেন আকুল হয়ে ডাকলো, গোঙালো, কাঁদতে লাগলো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

বেড়ার ফাঁক দিয়ে আসছে হাউণ্ড শিশুর কান্না, ফোঁপাচ্ছে, করুণ ডাক ছাড়ছে থেকে থেকে। কখন যে আমার গাল বেয়ে দরদর করে পানি ঝরতে শুরু করেছে বুঝতেই পারলাম না। ইচ্ছে হলো ছুটে গিয়ে ফিডলিং টমের হাত জড়িয়ে ধরে বলি, আর পারছি না, দাদু! দয়া করে থামান আপনার বাজনা! কিন্তু পারলাম না। দশমনি শেকল দিয়ে যেন পা বেঁধে রাখা হয়েছে আমার। দ্রুত হলো লয়। আমাকে ধুয়ে, কেচে, নিঙড়ে যেন একেবারে নিঃশেষ করে ফেলা হচ্ছে।

থেমে গেল বাজনা। আস্তে করে বললেন টমের স্ত্রী, 'বেহালার সুরের যদি সূর্যকে ডেকে তোলার ক্ষমতা রাখে, তাহলে তুমি সফল হয়ছো টম ওয়ালার। ওই দেখ, উঠেছে!' ঢোক গিললেন মহিলা। আমি বুঝলাম, কান্না ঠেকাচ্ছেন। সেটা ঢাকা দেয়ার জন্যেই যেন বলে উঠলেন, 'হায়, হায়, আমার বিস্কুট!' বলেই দৌড়ে চলে গেলেন রান্নাঘরে।

ওখান থেকে ডেকে বললেন, 'এই শুনছো, কাপড় পাল্টে নাও।'

দরজায় এসে দাঁড়ালো ডনি। নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে ব্ল্যাকির দিকে তাকালো। ব্ল্যাকি তাকিয়ে রয়েছে তার নাককাটা জুতোর দিকে। অদ্ভুত ভাব ফুটেছে চেহারায়। বেহালাটা আবার বাক্সবন্দী করছেন ফিডলিং টম। এমন ভাবে নাড়াচাড়া করছেন, যেন শিশুকে বিছানায় শোয়াচ্ছে মা।

মুখ তুললো ব্ল্যাকি। চুলের প্রান্ত টানলো। 'দারুণ বাজিয়েছেন!' আনমনে মাথা নাড়তে নাড়তে বললো সে, 'শুনতে খুব ভালো লাগলো। আচ্ছা, বেহালাতে কি নাচের সুর তোলা যায় না?'

'খুব যায়। বাবাই তো পারে,' ডনি বললো গর্ব করে। 'বাবার মতো কেউ পারবে কিনা সন্দেহ।'

টম ওয়ালারের নামের আগে ফিডলিং শব্দটা কেন জুড়ে দেয়া হয়েছে বুঝলাম। বেহালাবাদক বলেই। বললেন, 'রাতে থেকে যাও না। নীচের বাজনা বাজাবো। সল্ট ব্রাঞ্চের ওদিকে ভেড়া চরাতে এসেছে মেকসিকো জেসাস। প্রায় রাতেই গিটার নিয়ে আসে এখানে। দু'জনে মিলে বাজাই তখন। ও-ও খুব ভালো বাজায়।'

কাপড় বদলে শার্ট-প্যান্ট পরে নিলেন ফিডলিং টম। রান্নাঘর থেকে আবার ডাকলেন তাঁর স্ত্রী। সবাই চললাম সেখানে।

রান্নাঘরে চুলার গরম। টেবিলে খাবার দেয়া হয়েছে। খেতে বসে এতোই আরাম

লাগলো, চার পাঁচটা বিস্কুটের বেশি মুখে দিতে পারলাম না, ঘুমে জড়িয়ে এলো চোখ। স্পুডেরও একই অবস্থা। সেটা লক্ষ্য করে মিসেস ওয়ালার বললেন, 'অবস্থা দেখ ছেলেগুলোর। সারারাত শিকার করেছো, এখন বোঝো ঠেলা। এই ডনি, নিয়ে যা তো, বিছানা পেতে দে।'

হেসে আমার কাছে এসে দাঁড়ালো ডনি। আমার চুলে হাত বোলাতে বোলাতে বললো, 'সুন্দর ছেলে। আমার বিয়ে হলে এরকম চোদ্দটা বাচ্চার মা হবো। এই ওঠো তোমরা। এসো।'

পেছনের একটা ঘরে আমাদেরকে নিয়ে এলো সে। বিছানা ঠিকঠাক করে দিয়ে বললো, 'যাও, শুয়ে পড়ো।'

মেকসিকো জেসাসের কথা আগেই শুনেছি। একটা প্যানথার নাকি থাবা মেরে তার মাথার চামড়া কেটে দিয়েছিলো, দাগ রয়ে গেছে। ঘুমানোর আগে একটাই প্রার্থনা করলাম, রাতে যেন আসে সে। ওরকম একজন মানুষকে দেখার প্রবল আগ্রহ আমার।

আট

বেড়ার ফাঁক দিয়ে মুখে এসে পড়লো বিকেলের রোদ। ঘুম ভাঙলো। পুরো একটা মিনিট বুঝতে পারলাম না কোথায় রয়েছি। দু'হাতে চোখ রগড়ে তাকাতেই দেখলাম ঘরের মাঝখানে মেঝেতে একটা নড়াচড়া। ডনির কুকুরের বাচ্চাটা। ওখানে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রয়েছে আমার দিকে। হাত বাড়িয়ে চুকচুক শব্দ করলাম। এগিয়ে এসে হাত শুঁকলো ওটা। তারপর খুব সাবধানে জিভ বের করে আলতো করে চেটে দিলো আমার আঙুল।

পরক্ষণেই লাফিয়ে সরে গেল। তবে যা ঘটার ঘটিয়ে ফেলেছে! আমার হাত চেটে দিয়েছে! কখনও যা করেনি সে তা–ই করে বসেছে!

তার জিভের উষ্ণতা হাত বেয়ে উঠে যেন ছড়িয়ে পড়লো আমার সমস্ত শরীরে। লাফিয়ে উঠে বসলাম বিছানায়।

চোখ মেললো স্পুড। 'কি হয়েছে রে?'

'বাচ্চাটা! আমার আঙুল চেটেছে!'

ঘুম দূর হয়ে গেল স্পুডের চোখ থেকে। 'বলিস কি! দেখা তো!'

কিন্তু আর কাছে এলো না বাচ্চাটা। একবার সামান্য লেজ নাড়লো শুধু। বিছানা থেকে নেমে আমি যখন ধরতে গেলাম, ছুটে পালালো।

রান্নাঘর থেকে খাবারের সুগন্ধ আসছে। জুতো পরে পেছনের বারান্দায় চলে এলাম আমি আর স্পুড, মুখ হাত ধোয়ার জন্যে।

ভাবলাম, বাচ্চাটা এতো লাজুক না হলেই ভালো হতো। তবে আমার হাত তো চেটেছে। লেজও নেড়েছে। এটাই যথেষ্ট!

রান্নাঘর থেকে মুখ বের করে আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসলেন মিসেস ওয়ালার। 'উঠেছো। গবলারটা তো হয়নি এখনও। যাও, বাইরে গিয়ে তোমাদের দাদাকে সূর্য ডোবাতে সাহায্য করো। গরুর খোঁয়াড়ে ব্ল্যাকি আর ডনিটা যে কি করছে, বুঝলাম না। এতোক্ষণে তো একডজন গরুর দুধ দোয়ানো যায়।'

মুখ মুছে বারান্দায় বেরিয়ে এলাম। চেয়ারে বসে রয়েছেন টম ওয়ালার। তাকিয়ে

রয়েছেন সূর্যাস্তের দিকে। তাঁর লম্বাটে মুখে অদ্ভুত ভাবের খেলা। বেগুনী মেঘের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা লাল আর কমলা আলোর বর্শাগুলো দেখছেন মুগ্ধ দৃষ্টিতে। আমরা যে এসেছি খেয়ালই নেই। যেন কোন্ এক স্বপ্নের জগতে চলে গেছেন। তাঁকে বিরক্ত না করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গরুর ঘরের দিকে চললাম আমরা।

গোলাঘরের কাছে এসে থমকে গেলাম দু'জনে। যা দেখলাম, তাতে লজ্জা পেয়ে পিছিয়ে এলাম। তবে শুধু আমি। স্পুড তাকিয়েই রয়েছে।

গরুর ঘরের এককোণে বসে রয়েছে ডনি আর ব্ল্যাকি। নিচু স্বরে কি যেন বলছে সে মেয়েটাকে। পিঠে হাত বোলাচ্ছে।

সরে এলাম। বেড়ার আড়ালে দাঁড়িয়ে ফাঁকে চোখ রেখে দেখতে লাগলাম দু'জনকে।

ব্ল্যাকির হাত সরানোর চেষ্টা তো করলোই না ডনি, বরং নিজের হাতটা রাখলো তার কাঁধে। লাল হয়ে গেছে গাল। দ্রুত হয়ে গেছে নিঃশ্বাস। উজ্জ্বল চোখ, তাকিয়ে রয়েছে ব্ল্যাকির দিকে। মুখে হাসি। কি একটা কথার জবাবে মাথা নাড়লো। বললো, 'দেখ, ওসব কথা শুনতে ভাল্লাগে না আমার!'

অবাক মনে হলো ব্ল্যাকিকে। 'কেন?'

কাত হয়ে ব্ল্যাকির কাঁধে মাথা রাখলো ডনি। 'কারণ এখনও বিয়েই হয়নি আমাদের। আগে হোক, তারপর···'

বাধা দিয়ে ব্ল্যাকি বললো, 'বিয়ের ফাঁদে পা দিচ্ছি না আমি!'

ঝট্ করে সোজা হয়ে গেল ডনি। উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'বেশ, তাহলে আমি যাই।' গাছের ডালে ঝোলানো একটা দুধের বালতি খুলে নিতে নিতে বললো, 'অনেক দেরি করে ফেললাম। মা বকবে।'

ঝট্ করে ঘুরে বাড়ির দিকে দৌড় দিলাম আমি আর স্পুড। আড়ি পেতে বড়দের গোপন কথা শুনে ফেলেছি। ধরা পড়ে আর লজ্জা পেতে চাই না।

ফিডলিং টমকে বিরক্ত না করে আবার সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলাম বারান্দায়। একই ভাবে তাকিয়ে রয়েছেন তিনি। লাল টকটকে হলো মেঘগুলো, তারপর বেগুনী, শেষে গোধূলির সবুজ অন্ধকারকে ঠাঁই করে দিয়ে উধাও হয়ে গেল রঙ।

দুধের বালতি নিয়ে এসে মাকে কোথায় রাখবে জিজ্ঞেস করলো ডনি। 'লোকে খারাপ বলবে–টলবে' এরকম কিছু মেয়েকে বললেন মা, ভালো বুঝতে পারলাম না। তারপর কণ্ঠস্বর আরও খাদে নামিয়ে আরও কি কি যেন বলতে লাগলেন। কথা চড়তে লাগলো আবার। তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো, স্পষ্ট। 'দেখ, ডনি,' মা বললেন, 'ওর কথা মন থেকে সরা। ওই শিকারীটা বিয়ে করার মানুষ নয়।'

'যে–কোনো পুরুষই বিয়ে করার মানুষ, জোর প্রতিবাদ করলো মেয়ে। 'তবে তাকে বোঝাতে পারা চাই।'

প্রচণ্ড আগ্রহে কান পেতে রইলাম।

মা বললেন, 'ওর মধ্যে কি দেখলি বুঝলাম না! কয়েকটা মিষ্টি কথা, আর কিছু কোঁকড়া চুল। আর কি আছে? তারপরেও যদি ঘরে থাকতো, এক কথা ছিলো। ডনি, বোঝার চেষ্টা কর, তাকে তুই আটকাতে পারবি না। সংসার করার লোক ও নয়।'

'আমি ওকে আটকাবোই। দরকার হলে তার সঙ্গে বনে বনে ঘুরে বেড়াবো। তবু তার কাছেই যাবো।'

'খাওয়াপরা কে চালাবে তোর? ব্ল্যাকির ক্ষমতা আছে?'

হেসে উঠলো ডনি। 'ভালো কথা জিজ্ঞেস করেছো, মা। সারা জীবন ছন্নছাড়া এক বেহালাবাদকের সঙ্গে কাটিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করছো খাওয়া পরা কে চালাবে? ব্ল্যাকির তো তা-ও জায়গা জমি আছে; চাষবাস করলে খুব ভালোই চলবে, বাবার কি ছিলো?'

'ডনি!' চাবুকের মতো শপাং করে উঠলো যেন মায়ের কণ্ঠ। 'বাপকে এতোবড় কথা বলতে তোর মুখে আটকালো না! ওর মতো হৃদয় ক'টা মানুষের আছে শুনি?'

'সেকথা আমাকে বলতে হবে না, মা। আমি জানি। বাবা তো একজন ঋষি। ঈশ্বরের দূত বললেও ভুল হবে না। যদি পৃথিবীতে ব্ল্যাকি ছাড়া আর কাউকে ভালোবাসি, সে আমার বাবা।'

'তাহলে তার সম্পর্কে এরকম কথা আর কক্ষণো বলবি না।'

কিন্তু মায়ের কথা যেন শুনতেই পায়নি ডনি। বলে চললো, 'তবে যতোই ভালো হোক, আর বেহালা বাজাক, স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য পালন কোনোদিনই করেনি বাবা। সেকথা আমাকে বলতেই হবে।'

আমার খুব খারাপ লাগছে। একজন মানুষের কানের কাছে তাঁর সম্পর্কে এভাবে খোলাখুলি আলোচনা করছে,শুনলে নিশ্চয় কষ্ট পাবেন মানুষটা। এভাবে বলা উচিত হচ্ছে না ওদের। তবে টমকে দেখে মনে হলো না তাঁর কানে কোনো কথা ঢুকছে। তাকিয়ে রয়েছেন শুয়োরের পিঠের মতো পাহাড়টার দিকে, যার ওপাশে হারিয়ে গেছে সূর্য। মুখ দেখে মনে হচ্ছে এখনও রয়ে গেছেন সেই স্বপ্নের দেশে, ফেরেননি।

স্পুডের দিকে তাকালাম। চোখ টিপে হাসলো সে। বড় পরিবারের সদস্য। মা-মেয়ের এরকম তর্কাতর্কি নিশ্চয় অনেক শুনেছে। ব্যাপারটা হয়তো তার কাছে নতুন নয়। সে-জন্যেই আমার মতো অস্বস্তিতে ভুগছে না ও। এসব কথা ভালো লাগলো না তার। নেমে গিয়ে ভাঙা বেলচা তুলে নিয়ে মাটি খোঁচাতে শুরু করলো।

রান্নাঘরে মেয়েকে বোঝাচ্ছেন মা। প্রায় অনুনয় করে বললেন, 'শোন, মা, ওকে ভুলে যা। ও তোর ব্যথা বুঝবে না। মনটা ভেঙে চুর চুর করে দেবে।'

'তা তো দেবেই। বাবা যেমন তোমার দিয়েছে। তবে জোড়াও লাগিয়েছে আবার। ওরকমই তো চাই। ব্যথাও দেবে, আবার আদর করে সব ভুলিয়েও দেবে।'

'ডনি!' চমকে গেলেন যেন ফিডলিং টমের স্ত্রী। 'এসব কথা তুই কোথায় শিখলি!'

হেসে উঠলো মেয়ে। 'তোমার কাছ থেকে, মা। বাবার কাছ থেকে। কতোবার বাবাকে দেখেছি তোমাকে গলিয়ে জল করে ফেলতে। এমন অবহেলা করতো, অস্থির হয়ে যেতে তুমি। মন ঠিক করে ফেলতে, আর একটি দিনও থাকবে না তার সঙ্গে। কিন্তু তার পরেই দেখেছি, তোমাকে কিভাবে গলিয়ে ফেলেছে বাবা। চোখের পলকে। বাবার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়তে তুমি। তোমার সব কিছু তার পায়ে বিলিয়ে দিয়ে ধন্য হতে।'

দম আটকে এলো যেন মায়ের, এরকম শব্দ করলো। তারপর শোনা গেল হাসি, 'যা বলেছিস! আর কি করতে পারতাম!'

'আমিও তাই করবো, মা,' সুযোগ পেয়ে গেল ডনি। 'অনেক টাকাওয়ালা বুড়োকে ইচ্ছে করলেই বিয়ে করতে পারি। এই যেমন ধরো হগ ওয়ালার। কিন্তু ওরকম মানুষকে বিয়ে করে টাকার লোভে কেন নিজেকে ধ্বংস করবো বলো? অন্যরকম কিছু দরকার আমার। আর দশটা সাধারণ মানুষের চেয়ে যে হবে আলাদা। ব্ল্যাকি সেরকম মানুষ। যেভাবেই হোক, ওকে আমি আটকাবোই, মা। তারপর কি করে ধরে রাখতে হয় তা-ও আমার জানা আছে। তুমি কিচ্ছু ভেবো না।'

বারান্দায় বসে ভাবতে লাগলাম, ব্ল্যাকিকে ফাঁদে ফেলা সহজ নয়, এমনকি ডনিও

পারবে না। ফাঁদে পড়ার মানুষই নয় সে। তবে আব্বার কথা মনে পড়ায় দমে গেলাম। আব্বা মাঝে মাঝেই বলে, কোনো মেয়ে যদি সত্যি সত্যি কোনো পুরুষের দিকে হাত বাড়ায়, তাকে সে দখল করেই ছাড়ে। যতো সেয়ানা পুরুষই হোক, তার নিস্তার নেই।

মনেপ্রাণে কামনা করতে লাগলাম ওই ক্ষণে, ডনি যেন তেমন চালাক না হয়। ওকে আমি পছন্দ করি। সুন্দরী, মিষ্টি করে হাসে। গরুর ঘরের কাছে ওকে যখন নিরাশ করেছে ব্ল্যাকি, তখন ওর জন্যে খারাপই লেগেছে আমার। কিন্তু তার পরেও আমি চাই না ব্ল্যাকি ওকে বিয়ে করুক। ব্ল্যাকি থাকবে মুক্ত, ডানা মেলে উড়ে বেড়াবে সবখানে। বাবার মতো হাত-পা বাঁধা হয়ে ঘরের জেলখানায় আটকা পড়ুক, এটা কিছুতেই চাই না আমি।

এই সময় অযাচিত ভাবেই ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আমার হাত চাটতে শুরু করলো ডনির কুকুরের বাচ্চাটা। তার খাটো লেজ নাড়তে লাগলো। কিন্তু যেই ব্ল্যাকিকে আসতে দেখলো, পালালো আবার।

ব্ল্যাকির হাতে একটা যবের শিষ। একটা করে যব ছিঁড়ে নিয়ে মুখে ফেলে দাঁত দিয়ে কাটছে। দুটো ঘুঘুকে উড়ে আসতে দেখে থমকে দাঁড়ালো। বাতাসে শিস কেটে ডানা ঝাপটে নিচ দিয়ে উড়ে এলো পাখিদুটো। শিষটা ওগুলোর দিকে ছুঁড়ে মারার ভঙ্গি করলো ও। যবটা দেখে নয়, তার হাত নাড়া দেখেই পলকে আরেক দিকে মোড় নিয়ে বুলেটের বেগে উড়ে চলে গেল ওগুলো। হেসে উঠলো ব্ল্যাকি।

বেরিয়ে এলো ডনি। বললো, 'মুখহাত ধুয়ে নাও, বাবা। খাবার রেডি,' জড়ো করে রাখা লাকড়ির দিকে চললো সে। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপলো ব্ল্যাকি। কিন্তু এমন ভঙ্গি করলো মেয়েটা, যেন দেখতেই পেলো না। কুড়াল তুলে নিয়ে লাকড়ি ফাড়তে শুরু করলো ফায়ারপ্লেসের জন্যে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালেন ফিডলিং টম। আমাদের দিকে এতোক্ষণে চোখ পড়লো। জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা ধোবে?' ব্ল্যাকির মনে হলো বোধহয়, মেয়েদের সঙ্গে বসে খেতে গেলে হাতমুখ ধুয়ে চুল আঁচড়ে নেয়াটা ভদ্রতা। টমের পেছনে চললো ও।

আমার আর স্পুডেরও মনে হলো ধোয়াটা উচিত। নইলে আমাদেরকে অভদ্র ভেবে বসতে পারে। কাজেই আমরাও পিছু নিলাম।

মস্ত গবলারটাকে টেবিলে সাজিয়ে রেখেছে ফিডলিং টমের বউ। খাবার দেখে এতো ভালো আমার কমই লেগেছে। বাদামী করে ভাজা হয়েছে আস্ত পাখিটাকে। তার ওপর মেশানো হয়েছে পেঁয়াজ কুচি আর আরও কি কি যেন। গন্ধেই জিভে পানি এসে গেল।

টেবিলের পেছনে দেয়াল ঘেঁষে রাখা একটা লম্বা বেঞ্চিতে বসলো ব্ল্যাকি। গবলারটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে সে। বোধহয় ফিডলিং টমের স্ত্রীর রান্নার প্রশংসা করছে মনে মনে। শেষে বলেই ফেললো সেটা, তার যা স্বভাব।

শুনে খুব খুশি মিস্টার ওয়ালার। মাথা সোজা করে হাসলেন। তাঁর বউও খুশি, মুখ দেখেই বোঝা গেল। তবে ঠোঁটের কোণ শক্ত হয়েই রইলো। কিছু না বলে ঘুরে চলে গেলেন রান্নাঘরে। ফিরে এলেন বুনো জামের এক বোয়েম জেলি নিয়ে।

কয়েক ঘন্টার মধ্যে কি পরিবর্তনটাই না হয়ে গেল! সেদিনই সকালে আমরা যখন এলাম, আমাদেরকে দেখে কি রকম উচ্ছল হয়ে উঠেছিলেন মহিলা। অথচ কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে, সন্ধ্যাবেলা তিনিই বদলে গম্ভীর হয়ে গেছেন। ব্ল্যাকির সঙ্গে এমন আচরণ করছেন, একেবারে আম্মার মতো।

একটা বড় ছুরি দিয়ে পাখির বুক থেকে বড় একটুকরো মাংস কেটে নিলেন ফিডলিং

টম। কাঁটা চামচ বিঁধিয়ে সেটা তুলে নিয়ে রাখলেন আমার প্লেটে। একই রকম ভাবে স্পুডকেও দিতে লাগলেন।

ফায়ারপ্লেসের কাছে এনে ঝপাৎ করে একবোঝা লাকড়ি ফেললো ডনি, শব্দ শুনেই বোঝা গেল। তারপর ঢুকলো এসে রান্নাঘরে। তাড়াতাড়ি খাবারের ভাগ না নিলে গেল শেষ হয়ে, ব্ল্যাকি বললো তাকে। আমার আর স্পুডের দিকে চেয়ে হেসে মায়ের দিকে এগিয়ে গেল ডনি, খাবার দিতে সাহায্য করার জন্যে।

ভালোই চললো আমাদের খাওয়া। প্লেটে খাবার তুলে নেয়ার কষ্টটুকুও করতে হলো না আমাদের। তৈরিই হয়ে আছে ডনি আর তার মা। আমাদের প্লেটের খাবার শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার তুলে দিচ্ছে। ভাবলাম, বাড়িতে ওরকম করে যদি দিতো আম্মা, ভালো হতো।

ব্ল্যাকির প্লেটের পাশে হাড়ের স্তূপ জমছে। একসময় ফিরে পেছনের জানালাটা খুলে দিলো সে। হাড়গুলো ছুঁড়ে ফেললো বাইরে। হেসে বললো, 'ভালো বুদ্ধি, না? আমি কি খেলাম কোনো প্রমাণই আর থাকলো না।'

জানালা দিয়ে মুখ বের করে নিচে কি যেন দেখলো সে। মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'ওটাই বেড়ালটা নাকি?'

এগিয়ে এলো ডনি। ব্ল্যাকির পাশে দাঁড়িয়ে বাইরে উঁকি দিয়ে বললো, 'হ্যাঁ। তিন-চার হপ্তা হলো এসেছে। আমাদের সঙ্গে শীত কাটানোর চেষ্টা করছে।'

বুঝলাম, সাধারণ বেড়াল নয় ওটা।

'বনে জন্মেছে নিশ্চয়,' ব্ল্যাকি বললো। 'নেকড়ের চেয়ে বুনো হবে।'

'হ্যাঁ, তাই। প্রথমে তো খেতেই চায়নি। কিন্তু আমি খাবার দিয়েই চললাম। ধীরে ধীরে অভ্যাস হয়ে গেল, খেতে শুরু করলো,' ব্ল্যাকির দিকে তাকালো ডনি। 'বুনো জানোয়ার পোষ মানাতে পারি আমি।'

কথাটা বোধহয় ব্ল্যাকিকে উদ্দেশ্য করেই বললো সে, তবে ব্ল্যাকি খেয়াল করলো না। 'হাড় খাচ্ছে মনে হয়?'

'মনে হয়। রুটি ছাড়া এই প্রথম অন্য কিছু খাচ্ছে। তোমার খাওয়া হাড় তো, ভালো লাগছে বোধহয়।'

হেসে উঠলো ব্ল্যাকি। ডনিও হাসলো। জানালা দিয়ে তাকাতে গিয়ে মাথায় মাথা ঠেকে গেল দু'জনের। ব্ল্যাকির দিকে ঘুরলো ডনি। বাতির হলুদ আলোয় তার চোখজোড়া চকচক করতে দেখলাম, গরুর ঘর থেকে আসার পর কেমন নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছিলো। আবার লাল রঙ জমতে শুরু করেছে গালে। ও যখন হাসে, খুশি হয়, তখন সত্যিই সুন্দর লাগে। ডনিকে আবার হাসতে দেখে ভালোই লাগলো আমার।

তবে ফিডলিং টমের স্ত্রীর ভালো লাগলো বলে মনে হলো না। চোখে হাসি তো নেইই বরং রাগ জমেছে। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে মেয়েকে নির্দেশ দিলেন বাবাকে একটা গরম বিস্কুট এনে দেয়ার জন্যে।

রান্নাঘরের দরজার কাছেই রয়েছেন তিনি, ইচ্ছে করলেই এনে দিতে পারেন, কিন্তু তবু মেয়েকে আনতে বললেন। বোঝাই যায়, ব্ল্যাকির কাছ থেকে তাকে সরাতে চাইছেন। আনলেনও।

একটা হাড় চিবাতে চিবাতে জানালার কাছে চলে এলাম, বেড়ালটাকে দেখার জন্যে। স্পুডও এলো। অন্ধকার হতে শুরু করেছে। তবে বেড়ালটা জানালার ঠিক নিচে হওয়ায় কালোর ওপর শাদা ফুটকিওয়ালা কাঁধ চোখে পড়লো। অনেক বড় বনবেড়াল। ওপর দিকে তাকালো মুখ তুলে। এতোগুলো মানুষ দেখে বোধহয় অস্বস্তিতে পড়লো, একটা হাড় তুলে

নিয়ে সরে গেল আমাদের দৃষ্টির বাইরে।

ব্ল্যাকি বললো, 'খাওয়ার সময় জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়েই ঘাড় চেপে ধরা যায়। তবে তার পরে যা ঘটবে, দেখার মতো।'

টম হাসলেন। বিস্কুট নিয়ে ফিরে এসেছে তাঁর মেয়ে। বলে উঠলো, 'বাপরে বাপ, আমি ধরতে চাই না! ফালা ফালা করে ফেলবে!'

ঘোঁৎ করে উঠলো ব্ল্যাকি। 'ধরার কায়দা জানলে কিছুই করতে পারে না। কতো ধরলাম। একবারও আঁচড়াতে পারেনি।'

'ওগুলো পারেনি বলে যে ওটাও পারবে না, এমন কোনো কথা নেই। যাও না, গিয়ে ধরেই দেখ না, জখম না নিয়ে ফিরতে পার কিনা?'

ঝট্ করে ডনির দিকে ফিরে তাকালো ব্ল্যাকি। আমাকে বললো, 'কটন, একটা হাড় এনে ফেল তো। দেখি ধরতে পারি কিনা!'

টেবিল থেকে একটা হাড় তুলে ঠিক জানালার নিচে ফেললাম, যেখানে বেড়ালটা এলে হাত বাড়িয়ে ধরা যাবে। আস্তে করে ছায়া থেকে যেন পিছলে বেরিয়ে এলো ওটা। হাড়টা কামড়ে ধরলো। এই সুযোগে ওটাকে ধরে তুলে ফেললো ব্ল্যাকি। ওর ক্ষিপ্রতা অবাক করার মতো।

তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠলো বেড়ালটা। শরীর মুচড়ে ছাড়া পাওয়ার চেষ্টা করলো প্রথমে। তারপর শরীরটাকে গুটিয়ে প্রায় বল বানিয়ে ফেলে নখগুলো নিয়ে এলো হাতের কাছে, এটা বোধহয় আন্দাজ করতে পারেনি ব্ল্যাকি। আঁচড়াতে শুরু করলো।

চেঁচিয়ে উঠলো ব্ল্যাকি। ঝটকা দিয়ে সরে আসতে গিয়ে জানালার পাল্লায় মাথা ঠুকে গেল। ছেড়ে দিলো বেড়ালটাকে। কিন্তু ভয় পেয়েছে বেড়ালটা, দিশেহারা হয়েই যেন তার হাত আঁকড়ে ধরে রইলো। তারপর হাত বেয়ে উঠে আসতে শুরু করলো। ঘাড়ের রোম দাঁড়িয়ে গেছে। খ্যাঁচখ্যাঁচ করছে, রেগে গেলে বেড়ালেরা যেমন করে। কাঁধের ওপর এসে কষে এক চড় মারলো ব্ল্যাকির গালে, তারপর লাফ দিলো।

লাফিয়ে এসে গবলার রাখা হয়েছে যে প্লেটটায় তাতে পড়লো। ছিটকে গিয়ে ছাতে লাগলো মাংস, ঝোল, আলু, পেঁয়াজ। তাতে আরও বেশি ঘাবড়ে গিয়ে জোরে আরেক লাফ দিয়ে গিয়ে পড়লো রান্নাঘরের দরজায়। ভয়ে চিৎকার করে উঠলেন মিসেস ওয়ালার, ডনিও চেঁচিয়ে উঠলো। ফলে রান্নাঘরে আর ঢুকলো না বেড়ালটা। চরকির মতো পাক খেয়ে ঘুরে ছুটে চলে গেল বসার ঘরের দিকে।

রক্ত বেরিয়ে গেছে আঁচড়গুলো থেকে। হাতটা তুলে ধরে ব্ল্যাকি বিড়বিড় করে গাল দিলো, 'শয়তানের বাচ্চা শয়তান!'

হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছেন ফিডলিং টম। হাতের কাঁটাচামচটা তুলে ধরা। তাতে গেঁথে রয়েছে একটুকরো মাংস।

বসার ঘরে যেন পাগল হয়ে গেছে বেড়ালটা। দরজা-জানালা সব বন্ধ, ঠাণ্ডার ভয়ে। বেরোনোর পথ পাচ্ছে না ওটা। ফলে ঘুরছে আর চেঁচাচ্ছে। চেয়ার উল্টে ফেললো। লাফিয়ে দেয়ালে চড়তে গিয়ে মেঝেতে পড়লো। জানালা দিয়ে বেরোনোর চেষ্টা করতে গিয়ে খড়খড়ি আর শার্সিতে বিচিত্র শব্দ তুললো। ঘরের নানা জিনিস ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলে তুমুল কাণ্ড বাধিয়ে ফেললো।

শেষমেষ তাকে মুক্তি দিলো ডনি। দৌড়ে গিয়ে খুলে দিলো বসার ঘরের দরজা। খোলা দেখে একটা মুহূর্ত দেরি করলো না বেড়ালটা। তীরবেগে ছুটে বেরিয়ে গেল। বারান্দা পেরোতে গিয়ে পেলো আরেক বাধা। সেখানে বসেছিলো স্নাফি। ওটার গায়ে গিয়ে পড়লো

বনবেড়াল। আর তারপর বেড়ালে-কুকুরে মুখোমুখি হলে যা হয়। লেগে গেল ভীষণ লড়াই। ঘরের পোষা বেড়ালের সাথে অনেক ঝগড়া করেছে কুকুরটা, কিন্তু বনবেড়ালের মুখোমুখি হয়েছে এই প্রথম। একটু পরেই মার খেয়ে কুঁই কুঁই করে পথ ছেড়ে দিয়ে কুল পেলো না।

তবে ততোক্ষণে স্নাফিকে সাহায্য করতে হাজির হয়ে গেছে রক আর ড্রাম। আঙিনা দিয়ে দৌড় দিলো বেড়ালটা। একছুটে আঙিনা পেরিয়ে বেড়া ডিঙিয়ে ছুটলো বনের দিকে। পিছু নিলো হাউণ্ড দুটো।

ঘরের ভেতরে যেন বোকা হয়ে গেছে ব্ল্যাকি। হাতের রক্ত মুছছে শার্টের বুকে। বিড়বিড় করছে, 'এতোবড়···এতোবড় শয়তান বেড়াল···'

কথাটা শেষ হলো না তার। মিলিয়ে গেল মাঝপথেই। শুধু হাঁ হয়ে রইলো মুখ।

এগিয়ে গিয়ে বসার ঘরে উঁকি দিলেন মিসেস ওয়ালার। গুঙিয়ে উঠে ছুটে ঢুকলেন ঘরের ভেতর। বেরিয়ে এলেন একটু পরেই। দু'হাতে দুই টুকরো ভাঙা প্লাস্টিক। তাঁর কোমল ধূসর চোখে আতঙ্ক।

'ভেঙে গেছে! টম, শেষ হয়ে গেছে!' প্রায় কেঁদে উঠলেন মহিলা। 'আমাদের সুখের ঘর ভেঙে গেছে! এই দেখ! আমরা শেষ!'

ব্ল্যাকির দিকে ঘুরলেন তিনি। চোখে আতঙ্কের সঙ্গে রাগ মিশেছে। গড ব্লেস আওয়ার হ্যাপি হোম-এর টুকরোগুলো দেখিয়ে বললেন, 'বিয়েরদিন এটা আমাকে উপহার দিয়েছিলো টম! বলেছিলো, এটাই আমাদের সৌভাগ্য! গেল শেষ হয়ে! ভেঙে গেলাম আমরা!'

মহিলার দিকে তাকিয়ে থাকতে পারলো না ব্ল্যাকি। রক্তাক্ত হাতের দিকে তাকালো। চোখ উঠলো আবার, ডনির দিকে ফিরলো, সেখান থেকে চলে গেল জানালার বাইরে। প্যান্টের ফুটোয় আঙুল ঢুকিয়ে ঘোরাতে শুরু করলো।

'আ-আসলে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে!' নিজেকে ভীষণ অপরাধী মনে হচ্ছে ব্ল্যাকির। 'বুঝতেই পারিনি বেড়ালটা···'

দীর্ঘ একটা নীরব মুহূর্ত শূন্য দৃষ্টিতে ব্ল্যাকির দিকে তাকিয়ে রইলেন ফিডলিং টমের স্ত্রী। ভাঙা টুকরো দুটো আস্তে করে রাখলেন টেবিলে। তারপর টলতে টলতে বেরিয়ে চলে গেলেন পেছনের ঘরে, যেটাতে আমি আর স্পুড ঘুমিয়েছি দিনের বেলা। বিছানায় তাঁর ঝাঁপ দিয়ে পড়ার শব্দ হলো। তারপর শুরু হলো ফোঁপানো।

কাঁটাচামচ নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ালেন ফিডলিং টম। শান্ত পায়ে চলে গেলেন অন্ধকার ঘরটায়, স্ত্রীকে শান্ত করার জন্যেই বুঝি।

'শোনো, ওরকম করো না, লক্ষ্মী,' শোনা গেল তাঁর কণ্ঠ, 'এ-পৃথিবীতে কিছুই চিরকাল টেকে না।'

ব্ল্যাকির দিকে তাকালো ডনি। শান্ত রয়েছে চেহারা। বললো, 'এখন তুমি যাও।'

'কিন্তু আমি···আমি···'

'থাক, কিছু বলতে হবে না,' ডনি বললো। 'আমি জানি। যাও।'

আমার আর স্পুডের দিকে তাকালো ব্ল্যাকি। শ্রাগ করলো। বসার ঘরে গিয়ে টুপি আর বন্দুক তুলে নিয়ে ফিরে তাকালো ডনির দিকে। বললো, 'এভাবে যেতে আমার খুব খারাপ লাগছে।'

ডনি কিছু বললো না।

টুপিটা মাথায় পরলো ব্ল্যাকি। কানা টেনে দিলো কপালের ওপর। তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে বললো, 'আয়, যাই। কুড়াল আর বাতিটা নে।'

*

নদীর পারে একটা এলম গাছে বেড়ালটাকে তুলে চেঁচিয়ে চলেছে রক আর ড্রাম। ওদেরকে থামতে বললো ব্ল্যাকি। শিকারকে এভাবে ছেড়ে দেয়ার কারণটা বুঝলো না হাউণ্ডগুলো। তবে আর ডাকাডাকি করলো না। শান্ত হয়ে চললো আমাদের সঙ্গে।

চাঁদ ওঠেনি। অন্ধকার বন। শুধু তারার আলো প্রতিফলিত হচ্ছে নদীর মস্ত খাঁড়িটায়, সেখান থেকেই যা একটা আবছা আলো আসছে। মাথা নিচু করে নীরবে হাঁটছে ব্ল্যাকি। একসময় মাথা তুলে বললো, 'মেয়েমানুষকে সামলানোই একটা ঝকমারি। আচ্ছা, কি করলাম, বল তো? আমার কোনো দোষ আছে? বেড়ালটাকে ধরে একটু মজা করতে গেলাম, একটা গোলমাল হয়ে গেল। আমি কি ইচ্ছে করে করেছি?'

পুরো ঘটনাটার জন্যে আমারও খারাপ লাগছে। কি একটা কাণ্ড ই না হয়ে গেল! কোথায় অপেক্ষা করে বসেছিলাম মেকসিকো জেসাস আসবে, মাথার কাটা দেখাবে, প্যানথারের গল্প বলবে আমাদেরকে, তারপর নাচগান হবে, তা না। হয়ে গেল আরেক কাণ্ড। খাওয়াও শেষ করিনি। পেট ভরেনি ঠিকমতো। তাছাড়া সব চেয়ে খারাপ লাগছে কুকুরের বাচ্চাটাকে ফেলে এসেছি বলে। সব কিছু ভালোয় ভালোয় ঘটলে হয়তো ডনিকে বলেকয়ে নিয়ে আসতে পারতাম ওটাকে।

তবে, একটা ব্যাপারে খুশি হলাম। ঘটনাটা ঘটে যাওয়ায় ফিডলিং টম ওয়ালারের বাড়িতে আর যাবে না ব্ল্যাকি। ডনির সঙ্গেও আর মিশবে না।

নয়

মিলিটারি বিউগল স্বপ্নে দেখছি। ডেকেই চললো, ডেকেই চললো। প্রথমে মৃদু, দূরাগত, তারপর কাছে আসতে লাগলো। জোরালো আর স্পষ্ট হলো। কাছে আসছে, আরও কাছে। নিচু গলায় ডেকে হুঁশিয়ার করলো রক। লাফিয়ে উঠে ঘাউ ঘাউ করে দুটো হাঁক ছাড়লো। জেগে গেলাম। উঠে বসলাম বিছানায়। বিউগলের শব্দ শোনার জন্যে কান পেতে রয়েছি।

চাঁদের আলোয় আমার চারপাশের বনভূমি যেন নীরবে বিছিয়ে রয়েছে। অপেক্ষা করছে কোনো কিছু ঘটার। এমনকি নদীর পানিও যেন বইছে না আর, শান্ত হয়ে গেছে স্রোত।

পাতার খসখস শোনা গেল। ব্ল্যাকি জানালো, 'একটা হাউণ্ড। আমাদের পিছু নিয়ে এসেছে।'

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে দেখলাম, ওয়াগনের নিচে বিছানায় উঠে বসেছে ব্ল্যাকি। তার মাথায় লেগে রয়েছে কয়েকটা পাতা।

'অনেকক্ষণ থেকেই শুনছি,' বললো সে। 'পিছু নিয়েছিলো আমাদের। নদীর ধার দিয়ে যেভাবে যেভাবে এসেছি, ঠিক সেভাবেই এসেছে সে-ও।'

আবার বেজে উঠলো বিউগল। উঁচু, পরিষ্কার, মিষ্টি ওরকম স্বর আর জীবনে শুনিনি। খুব কাছেই শোনা গেল ডাকটা, ওই তো, ওকের জটলার ওপারেই।

ডেকে উঠলো ড্রাম। থেমে গেল বিউগল। ড্রাম, রক, স্নাফি তিনটে কুকুরই একসাথে দৌড়ে গেল ওকের জটলার দিকে। সব ক'টা কুকুর চিৎকার করছে।

মিনিটখানেক পরে জোরালো চিৎকার শুধু গোঙানি আর কুঁইকুঁইতে রূপ নিলো। বেরিয়ে এলো আবার তিনটে কুকুর। ওদের সঙ্গে রয়েছে এখন আরেকটা। সেই কালো বাচ্চাটা। ডনিদের বাড়িতে যেটাকে দেখেছি।

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না। ব্ল্যাকিও অবাক। 'আরে, ডনির বাচ্চাটা!' উত্তেজনায় কাঁপছে তার কণ্ঠ।

ক্যাম্পের কাছে এসে চারপাশে একবার চক্কর দিলো বাচ্চাটা। আমাকে দেখেই প্রায় ফোঁপাতে ফোঁপাতে ছুটে এসে গাল চাটতে শুরু করলো।

এতোক্ষণে বিশ্বাস হলো আমার।

'দিয়েছিস মেরে!' বলে উঠলো ব্ল্যাকি। 'ফিডলিং টমের বাড়ি থেকে আমাদের গন্ধ শুঁকে শুঁকে চলে এসেছে বাচ্চাটা। কম করে হলেও দশ মাইল হবে। ওপথে শুধু আমরাই না, আরও অনেকে চলাচল করে। মানুষ, জানোয়ার, সব কিছু। এভাবে গন্ধ শুঁকে আসাটা শিক্ষিত হাউণ্ডের পক্ষেও কঠিন। আর বাচ্চাটা চলে এলো! নাক বটে!'

কিছু বললাম না। আবেগে গলায় একধরনের চাপ অনুভব করছি। আমার গাল চেটেই চলেছে বাচ্চাটা। শক্ত করে বুকের কাছে চেপে ধরেছি ওটাকে। কাঁপছি।

'আর চলার সময় সেই ডাক!' ব্ল্যাকি বলছে। 'আরিব্বাবা! শিকারের বুকে কাঁপ তুলে দেবে!'

একেবারে মিলিটারি বিউগলের মতো, ভাবলাম আমি।

আগুনে কাঠ ফেলে সেদিকে তাকিয়ে রইলো ব্ল্যাকি। শিকারী কুকুরের গল্প বলতে লাগলো। আমার কানে কিছুই ঢুকলো না। হাতের কাছে যে গল্পটা রয়েছে, এর চেয়ে রোমাঞ্চকর আর অবিশ্বাস্য গল্প ওই মুহূর্তে আর কিছুই নেই আমার কাছে। দশ মাইল দূর থেকে আমাকে ভালোবেসে চলে এসেছে একটা হাউণ্ডের বাচ্চা!

ওভাবে কতোক্ষণ বসেছিলাম বলতে পারবো না। তবে যখন শুনলাম, কম্বলের ভেতর টেনে নিলাম বাচ্চাটাকেও। কাঁদতে লাগলাম। একান্না দুঃখের নয়, সুখের।

তখনও গল্প বলে যাচ্ছে ব্ল্যাকি। ঘুমিয়ে পড়লাম।

•

মুখে ভেজা ভেজা নরম কিছুর ছোঁয়ায় গভীর ঘুম থেকে জেগে গেলাম। অবশ্যই বাচ্চাটা। আমার গাল চাটছে। গাছের ডালে একটা ক্যাটফিশ বেঁধে বাচ্চাটাকে ট্রেনিং দেয়ার ব্যবস্থা করছে স্পুড।

চিন্তিত ভঙ্গিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছে ব্ল্যাকি। বললো, 'আবহাওয়া সুবিধের লাগছে না। ভিজে ভিজে বাড়ি ফিরতে না হলেই বাঁচি। চলেই যেতে হবে মনে হয়।'

অবাক হয়ে তার দিকে তাকালাম আমি আর স্পুড। স্পুড বললো, 'কিন্তু ব্ল্যাকি আংকেল, আরও অন্তত তিনদিন আমাদের থাকার কথা!'

মাথা নাড়লো ব্ল্যাকি। 'মেঘের অবস্থা দেখেছিস? টকটকে লাল। লক্ষণ ভালো না। সকালের ওরকম লাল সূর্যের মানে হলো আবহাওয়া খারাপ হতে পারে।'

আমি কিছু বললাম না। তবে একটা ব্যাপারে নিশ্চিত, বাড়ি যাচ্ছি না আমরা। এতো তাড়াতাড়ি যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। সবে একটা হাউণ্ডের বাচ্চা পেলাম, আর ওটাকে শিকারের হাতেখড়ি না দিয়েই চলে যাবো, এ হতেই পারে না।

স্পুডও আমারই মতো বাড়ি যেতে রাজি নয়। তর্ক শুরু করলো। তাকে বোঝানোর চেষ্টা করলো ব্ল্যাকি।

'কিন্তু এক্ষুণি বাড়ি যেতে চাই না আমরা!' মরিয়া হয়ে বললাম।

আমার কণ্ঠস্বরেই যা বোঝার বুঝে গেল ব্ল্যাকি। একটা মুহূর্ত নীরবে তাকিয়ে রইলো আমার দিকে। হাসলো। তারপর বললো, 'বৃষ্টি শুরু হলে বাইরে থাকা যাবে না।'

আমি আর স্পুড বাচ্চাটাকে নিয়ে ব্যস্ত হলাম। ব্ল্যাকি উঠে চলে গেল নদীর ধারে। নাক

তুলে কুকুরের মতো যেন গন্ধ শুঁকছে বাতাসে। ফিরে এলো আবার। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। বললো, 'আমার ভালো লাগছে না। সকাল বেলা ঠাণ্ডা নেই, এটা কিরকম! ফাঁদগুলো তুলে আনা দরকার।'

দমে গেলাম। মনে হলো, থেমে গেছে হৃৎপিণ্ডটা। আমার মতোই মরিয়া হয়ে উঠলো স্পুড, বললো, 'তাহলে বাড়ি ফিরতে হবে কেন? ঘর দরকার আমাদের, এই তো? ডেভ উইলসনের ওখানে চলে গেলেই পারি?'

আস্তে করে মাথা ঝাঁকালো একবার ব্ল্যাকি। নদীর দিকে তাকিয়ে বললো, 'দেখি।'

ফাঁদ তুলতে গিয়ে দেখি একটা খোয়া গেছে। চিহ্ন ধরে এগোলাম। লম্বা সিডার বনের ভেতর দিয়ে চলে এলাম গভীর গিরিখাতের ভেতরে ছোট্ট একটা উঁচু পাথুরে জায়গায়। পুরো আধঘন্টা খোঁজাখুঁজি করে অবশেষে পাওয়া গেল ওটা, দুটো গাছের মাঝখানে আটকানো। ফাঁদে পা দিয়েছিলো একটা শুয়োর, তুলে নিয়ে এসেছে এখানে, তারপর পা ছাড়িয়ে নিয়ে ফাঁদটা ফেলে রেখে চলে গেছে।

বাকি ফাঁদগুলোর সাথে এটাকেও কাঁধে নিয়ে রওনা হলো ব্ল্যাকি। আকাশের দিকে তাকিয়ে ভ্রূকুটি করলো, মাথা নাড়তে লাগলো আপনমনেই।

আমার কাছে ঠিকই লাগছে আকাশটা। মাখনরঙা কয়েক টুকরো মেঘ ছাড়া আর কিছু চোখে পড়লো না। তবে গরম বেড়েছে। আর একেবারে নীরব হয়ে গেছে যেন প্রকৃতি, থমথমে, অনেক দূরের শব্দও কানে আসে।

আমাদের পেছনে পাহাড়ে একটা গরু ডাকলো। গিরিখাতের ভেতর থেকে জবাব দিলো আরেকটা। আরেকটু পরে চূড়ার ওপর থেকে ডাকলো একটা নিঃসঙ্গ নেকড়ে। তারপর, গিরিখাতের ভেতরে বেশ দূরে কোনোখান থেকে কর্কশ চিৎকার করে উঠলো একটা পেঁচা।

কান পেতে সমস্ত শব্দই শুনলো ব্ল্যাকি। চলার গতি বাড়িয়ে দিলো। তার সঙ্গে তাল রাখতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি আমরা। 'দিনের বেলাই পেঁচা হাসে,' বিড়বিড় করে বললো সে, 'এটা মোটেই ভালো লক্ষণ না!'

পেঁচার হাসি বা ডাক যা-ই হোক, বড় বিশ্রী লাগে শুনতে। মনে হয় গায়ের ওপর দিয়ে শিরশির করে শুঁয়োপোকা হেঁটে গেল বুঝি।

দ্রুত হেঁটে এসে নদী পার হতে যাবো, এই সময় বনের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো ডেভ উইলসন। সাথে দুটো ঘোড়া। একটা বুনো, বোঝাই যায়। পোষা ঘোড়াটার পিঠ থেকে জিন খুলে অন্যটার পিঠে পরাতে শুরু করলো সে।

'কাণ্ড দেখ!' আঁতকে উঠলো ব্ল্যাকি। 'এসময়েও ঘোড়া পোষ মানানোর চেষ্টা!' দৌড়ে গিয়ে একটা বালির চড়ায় উঠে ডাকলো, 'ডেভ, যেও না! এখন বাদ দাও ওসব! সময় ভালো না!'

জিনের বেল্ট আটকে দিয়ে ফিরে তাকালো ডেভ। হেসে বললো, 'সময় সব সময়ই খারাপ, ব্ল্যাকি। ঘোড়া পোষ মানানোর কাজটাই খারাপ। কেন, একথা বলছো কেন?'

ফাঁদগুলো মাটিতে নামিয়ে রাখলো ব্ল্যাকি। 'লক্ষণ ভালো মনে হচ্ছে না আমার।'

জোরে জোরে হাসলো ডেভ। তার হাসিতে অনেকটা সাহস ফিরে পেলাম, একটু আগের ভয় ভয় ভাবটা চলে গেল। কিন্তু তাতে ব্ল্যাকির উদ্বেগ কাটলো না। গম্ভীর হয়ে বললো, 'মেয়েমানুষের মতো হেসো না, ডেভ, হাসার কথা বলিনি। খারাপ কিছু ঘটবে। পাহাড়ের ওপর নেকড়ে কাঁদলো, গিরিখাতে পেঁচা হাসলো!'

আকাশের দিকে তাকালো ডেভ। 'আবহাওয়া খারাপই মনে হচ্ছে। তবে তার জন্যে

আমার ঘোড়া পোষ মানানো বন্ধ রাখবো না।' বলে আমার আর স্পুডের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপলো।

অস্বস্তি যা-ও বা সামান্য ছিলো আমার, ডেভের এই সহজ ব্যবহারে একেবারে দূর হয়ে গেল। ডেভের হাসিটা ফিরিয়ে দিলাম।

'বেশ,' আরও গম্ভীর হয়ে গেছে ব্ল্যাকি, 'যাও, যা খুশি করোগে! পরে দোষ দিতে পারবে না! আমার হুঁশিয়ার করার দরকার ছিলো, করেছি।'

ডেভের হাসি চওড়া হলো। জিনের বেল্ট ধরে টান দিয়ে দেখলো, ঠিকমতো লেগেছে কিনা। লাগামটা টেনেটুনে দেখলো। হিঁসিয়ে উঠলো ঘোড়াটা। 'বাপরে বাপ, দেখ কি রাগ! চুপ কর ব্যাটা, চুপ কর! এত রাগ ভালো না!'

একটুও দুশ্চিন্তা নেই ডেভের। মাথার হ্যাটটা টেনে ঠিক করে বসিয়ে একলাফে ঘোড়ায় চড়ে বসলো। লাফিয়ে পেছনের পায়ের ওপর খাড়া হয়ে গেল ওটা। ওসব চালাকি জানা আছে ডেভের। সামলে ফেললো আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায়। তারপর ঘোড়াটাকে ছোটালো নদীর ধার ধরে।

কিন্তু আজকের ঘোড়াটা যেন বেশি বেয়াড়া। কয়েক কদম গিয়েই আচমকা আবার পেছনের পায়ের ওপর খাড়া হয়ে গেল। এটার জন্যে প্রস্তুত ছিলো না ডেভ। সামলাতে পারলো না। লাগামে টান পড়ায় ঘোড়াটাও যেন কেমন হয়ে গেল। সামনের পায়ের ওপর আর নামতে পারলো না, মোচড় দিয়ে উল্টে পড়ে গেল। পরক্ষণেই ঝটকা দিয়ে উঠে দাঁড়ালো আবার। আতঙ্কিত হয়ে দেখলাম, মাটিতে পড়ে রয়েছে ডেভ। তাকে খুর দিয়ে গেঁথে ফেলার জন্যে আবার পা তুলেছে ঘোড়াটা।

আমি আর স্পুড চেঁচিয়ে উঠলাম। বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন ব্ল্যাকির শরীরে। চিৎকার করে উঠে টুপিটা খুলে নাড়তে নাড়তে দৌড় দিলো ঘোড়াটার দিকে। এই চিৎকারে বোধহয় ভড়কে গেল জানোয়ারটা। ডেভের ওপর আর পা ফেললো না। আরেক দিকে ফিরে ছুটতে ছুটতে চলে গেল নদীর ধার ধরে।

পাথরের ওপর পড়ে রয়েছে ডেভ। মাথায় রক্ত। একটা পা বেকায়দা ভঙ্গিতে বাঁকা হয়ে পড়ে আছে শরীরের নিচে।

কাছে গিয়ে বসে পড়লো ব্ল্যাকি। জিজ্ঞেস করলো, 'বেশি লেগেছে?' পায়ের দিকে চোখ পড়তেই চমকে গেল, 'সর্বনাশ!'

হাত দিয়ে মুখের রক্ত মুছে ব্ল্যাকির দিকে তাকিয়ে হাসলো ডেভ উইলসন। 'ঠিকই বলেছিলে, ব্ল্যাকি,' বললো সে, 'সময়টা খারাপই।' আর কিছু বলতে পারলো না। বেহুঁশ হয়ে গেল।

দশ

ডেভ উইলসনের পোষা ঘোড়াটা নিয়ে পাগলের মতো শহরে ছুটলাম, ডাক্তারের জন্যে। জিন ছাড়াই বসেছি। পাবো কোথায়? ডেভের যেটা ছিলো সেটা তো নিয়ে গেছে বুনো ঘোড়াটা। আমার পেছনে ছুটতে ছুটতে আসছে হাউণ্ডের বাচ্চাটা।

পিঠে লাগছে কড়া রোদ। ছুটতে ছুটতে দুপুরবেলা এসে শহরে পৌঁছলাম। আমাদের দেখে ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে এলো গলির নেড়ি কুত্তাগুলো। পরোয়াই করলাম না।

নিটা স্টিংগারদের বাড়ির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখে ফেললো নিটা। পিরিচের মতো

গোল গোল হয়ে গেল তার চোখ। চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কি হয়েছে, কটন? ব্যাপার কি?'

থামলামও না, জবাবও দিলাম না, সময় নেই। কি হয়েছে, পরেও জানতে পারবে নিটা। ড্রাগস্টোরের সামনে এসে লাগাম ছেড়ে দিয়ে লাফিয়ে নামতে গেলাম, রাখালেরা যেমন নামে। কিন্তু এতোক্ষণ একনাগাড়ে দৌড়ে এসে খুবই ক্লান্ত হয়ে আছি, রবারের মতো নরম হয়ে গেছে পা। শরীরের ভার রাখতে পারলো না। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলাম।

উঠলাম কোনো মতে। চট্ করে তাকিয়ে দেখে নিলাম কেউ দেখে ফেললো কিনা। না, দেখেনি। সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসে ডাক্তারের অফিসের দরজায় টোকা দিলাম।

'কে? এসো,' সাড়া দিলেন ডাক্তার।

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলাম। টেবিলে আয়না রেখে দাঁত দেখছেন ডাক্তার কোল। আমাকে দেখে মুখ তুলে ভুরু কোঁচকালেন। লম্বা, বেশ বড় শরীর তাঁর। চুল আর গোঁফের মতোই চোখের রঙও ধূসর। ভারি গমগমে কণ্ঠস্বর, কথা বললেই মনে হয় ধমক দিচ্ছেন। 'এই ছেলে, কি হয়েছে? কি চাই?'

'ডেভ উইলসন, ডাক্তার সাহেব,' ঢোক গিলে বললাম। 'খুব খারাপ অবস্থা তার। ঘোড়া থেকে পড়ে গেছে।'

'ডেভ উইলসন!' প্রায় চিৎকার করে বললেন ডাক্তার। 'ও তো আট-ন' মাইল দূরে থাকে! যেতে পারবো না। ভীষণ দাঁত ব্যথা করছে। কিছুতেই তুলতে পারছি না,' হাতের দাঁত তোলার প্লায়ার্সটা দেখালেন তিনি।

'কিন্তু ডাক্তার সাহেব, না গেলে ডেভের খারাপ হবে! পা ভেঙেছে!'

'দূর!' চেঁচিয়ে উঠে দড়াম করে প্লায়ার্সটা টেবিলে ফেলে দিলেন ডাক্তার। 'সবারই অসুখ হয়, ডাক্তার ডাকতে আসে! কিন্তু ডাক্তারের অসুখ হলে কাকে ডাকবে?'

যেরকম করছেন তিনি, তাতে ভয় পেয়ে গেলাম। পিছিয়ে গেলাম দরজার কাছে।

বাঁ গালে হাত চেপে ধরে বললেন, 'দৌড়ে যাও। ওয়াগন ইয়ার্ডে গিয়ে রড জ্যাকব্স্কে বলো আমার ঘোড়াটা যেন জুতে দেয়। জলদি করতে হবে। নইলে পা ফুলে গিয়েই মরবে ছোকরা।'

দৌড়ে নেমে এলাম সিঁড়ি বেয়ে। আমার ঘোড়াটার কাছে ভিড় জমে গেছে। আমাকে দেখে অবাক হয়ে তাকালো সবাই। একজনকে চিনি। টনি গুডম্যান, ডেভিল'স রিভারস র‍্যাঞ্চে কাজ করে। ছোট্ট হাসি দিয়ে বলে উঠলো, 'ঘোড়াটাকে মেরে ফেলেছে।'

ঘোড়াটার দিকে তাকিয়ে মনটা খারাপ হয়ে গেল। অন্যায় করে ফেলেছি। এতো জোরে ছুটিয়ে এনেছি ওটাকে, ভীষণ শ্রান্ত হয়ে দরদর করে ঘামছে। ফাঁক করে ফেলেছে পেছনের পা। মাথা ঝুলে পড়েছে।

ডেভ বারকার বললো, 'ছেলেমানুষ তো, বুঝতে পারেনি। ভালো ঘোড়াও যে একনাগাড়ে বেশিক্ষণ ছুটতে পারে না, জানে না। আরেকটু হলেই মেরে ফেলেছিলো জানোয়ারটাকে।'

'ডাক্তারের জন্যে এসেছি,' অনেকটা কৈফিয়তের সুরে বললাম। 'ঘোড়া পোষ মানাতে গিয়ে পড়ে গিয়ে পা ভেঙে ফেলেছে ডেভ উইলসন। ডাক্তার সাহেবকে নিতে এসেছি।'

চুপ হয়ে গেল সবাই। লাগাম ধরে ঘোড়াটাকে টেনে নিয়ে গেলাম রড জ্যাকবের ওয়াগন ইয়ার্ডে। হাউণ্ডের বাচ্চাটা এলো পিছে পিছে। অপরাধবোধটা গেল না আমার মন থেকে। অসুস্থ মানুষের সংবাদ নিয়ে ডাক্তারের কাছে এলেই ঘোড়া মেরে ফেলতে হবে নাকি! একবারও মনে পড়লো না, ভালো একটা ঘোড়াকে যে শেষ করে ফেলছি! টেকসাস ছবির হীরোর মতো তাড়াতাড়ি ছুটে আসায় যে অহঙ্কারটা হয়েছিলো, তা উবে গেল।

আমার মনের অবস্থাটা বুঝতে পারলো রড জ্যাকব্‌স্। লাগামটা আমার হাত থেকে নিয়ে বললো, 'ওরকম মন খারাপ করে আছো কেন? বড় মানুষ হলেও এর বেশি কিছু করতে পারতো না। গাড়িতে করে ডাক্তারের সঙ্গে চলে যাও, এটার ব্যবস্থা আমি করবো। সুস্থ-টুস্থ করে ডেভ উইলসনের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দেবো।'

'এইই, কটন!' ডাক শুনে চমকে মুখ তুলে চেয়ে দেখি ইয়ার্ডের গেট দিয়ে তাড়াহুড়ো করে ঢুকছে আব্বা। 'শুনলাম ডাক্তারের কাছে আসছিস। ডেভের অবস্থা কি খুব খারাপ?'

আব্বাকে দেখে খুব খুশি হলাম। তাকে দেখার জন্যে যে অস্থির হয়ে উঠেছিলাম দেখা হওয়ার আগে বুঝিইনি। ডেভের কথা সব খুলে বললাম। শুনে খারাপ লাগলো আব্বার। বললো সেকথা।

'আম্মা এসেছে?' জানতে চাইলাম।

'না। সসেজ তৈরি করতেই ব্যস্ত।'

এতো হতাশ হলাম, নিজেরই অবাক লাগলো। ওই মুহূর্তে ওখানে আম্মাকে দেখবো ভেবে কি খুশিই না হয়েছিলাম!

পা বেয়ে উঠে আমার হাত চেটে দিলো বাচ্চাটা। চোখ বড় বড় হয়ে গেল আব্বার। 'কার বাচ্চা?'

'আমার, কিছু না ভেবেই জবাব দিয়ে দিলাম। 'তোমরা যদি রাখতে দাও আরকি।' তারপর বললাম, 'এখনও মালিক হইনি ওটার। ডনি দেয়নি এখনও। বাচ্চাটা আমাদের গন্ধ শুঁকে শুঁকে চলে এসেছে। তবে আমি জানি ওটা আমারই হয়ে যাবে, কারণ, ডনি বলেছে কেউ নিতে চাইলে দিয়ে দেবে।'

সহজভাবেই বলে ফেললাম কথাগুলো। তবে আব্বার কানে সব ঢুকলো বলে মনে হলো না। তার নজর বাচ্চাটার দিকে। 'একেবারে আমার নিগারের মতো দেখতে রে!' কেমন যেন ফিসফিসে কণ্ঠ তার। 'এরকম মিল আর দেখিনি!'

'ওকে রাখবো, আব্বা? যদি ডনি দিয়ে দেয়?' বলেই মনে হলো, অন্যায় করে ফেলেছি, এভাবে অনুনয় করা পছন্দ করে না আব্বা।

তবে আমার কথা এবারও শুনলো বলে মনে হলো না। গোঁফের কোণ টানতে টানতে বাচ্চাটাকে দেখছে। পুরানো দিনের কথা মনে পড়ে গেছে যেন তার।

'সেই নিগার!' ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস পড়লো তার। 'কোন ভুল নেই। তখন এই অঞ্চলে ওর চেয়ে ভালো কুকুর আর ছিলো না। একটা ছেলের স্বপ্ন।' আমার সঙ্গে কথা বলছে না আব্বা। তার কণ্ঠস্বর আর চোখই বলে দিচ্ছে সেটা। নিশ্চয় মনে পড়েছে বিশ বছর আগের সোনালি দিনগুলোর কথা।

কালো হ্যাট আর লম্বা কালো কোট পরে স্টিলম্যানের মুদী দোকানের পাশ দিয়ে আসছেন ডাক্তার কোল, নিজে নিজেই কথা বলছেন। এক হাতে ওষুধের ব্যাগ আরেক হাতে এক বোতল হুইস্কি। চিৎকার করে রড জ্যাকব্‌স্‌কে জিজ্ঞেস করলেন গাড়ি জোতা হয়েছে কিনা।

এতো তাড়াতাড়ি তিনি চলে এলেন বলে নিরাশই হলাম আমি। এখনও আব্বার কাছ থেকে কথা আদায় করতে পারিনি বাচ্চাটাকে রাখতে পারবো কিনা।

'আব্বা, আমি এটাকে রাখবো!' এতোই বেপরোয়া হয়ে উঠেছি, আবার অনুনয় করে বসলাম, যে করেই হোক বাচ্চাটাকে রাখতেই হবে আমাকে। 'ও আর কারো কাছে থাকবে না। আমাকে ছাড়া ভালো থাকবে না ও। ব্ল্যাকি, ডনি ওয়ালার, ফিডলিং টম, সবাই বলেছে একথা।'

'অ্যাঁ!' যেন স্বপ্নের জগৎ থেকে ফিরে এলো আব্বা। 'তোমার আম্মা দচোখে দেখতে পারে

না কুত্তা, জানো না সেকথা?'

জানবো না কেন? কিন্তু আমি তখন পুরোপুরি ক্ষিপ্ত। আরেকবার অনুনয় করতে যাচ্ছিলাম, এই সময় চেঁচিয়ে ডাকলেন ডাক্তার, 'এই ছেলে, যেতে চাইলে জলদি এসো!' চেয়ে দেখলাম গাড়িতে ঘোড়া জুতে ফেলেছে রড জ্যাকব্‌স্।

কি আর করবো! চোখে পানি নিয়ে কুকুরের বাচ্চাটাকে কোলে তুলে চলে এলাম গাড়ির কাছে। কোনো কাজ হয়নি। রাজি করাতে পারিনি আব্বাকে। আর আব্বা চেষ্টা না করলে আম্মা আমাকে কিছুতেই রাখতে দেবে না ওটাকে।

আব্বার হাত পড়লো আমার কাঁধে। দুটো শক্তিশালী হাত আমাকে প্রায় কোলে করে তুলে দিলো গাড়িতে। বসিয়ে দিলো ডাক্তার কোলের পাশে। 'নিজের দিকে খেয়াল রেখো, কোমল গলায় বললেন আমাকে আব্বা। 'আর ওই বাচ্চাটারও!'

লাগাম ঝাঁকিয়ে ঘোড়ার পিঠে বাড়ি মারলেন ডাক্তার কোল। ওয়াগন ইয়ার্ডে আমাদের চারপাশে তখন লোক জমে গেছে। ওদেরকে পেছনে ফেলে বেরিয়ে এলো গাড়ি। ছুটতে শুরু করলো শহর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে।

ডাক্তার কোল জিজ্ঞেস করলেন, খোকা, তোমার কখনও দাঁত ব্যথা করেছে?'

কুকুরের বাচ্চার ভাবনা মন থেকে দূর করে দিয়ে তাঁর দিকে তাকালাম। চোখে পানি এসে গেছে তাঁর। ব্যথায়, নাকি হুইস্কি খেয়ে, বুঝতে পারলাম না। আমি একবার হুইস্কি খেয়ে দেখেছিলাম, সাংঘাতিক কড়া।

'হ্যাঁ, স্যার,' বললাম। 'একটা দাঁতে পোকা ধরেছিলো। আম্মা বললো, বেশি চকলেট খেয়ে হয়েছে। তবে ব্যথা সব সময় করতো না বলে তাকে তুলতে দিতাম না।'

'দাওনি? তাহলে ফেলেছিলে কি করে?'

'ফেলিনি তো। খেয়ে ফেলেছি।'

'খেয়ে ফেলেছো!' ডাক্তার তো অবাক। ঘুরে তাকালো আমার দিকে।

'হ্যাঁ, স্যার। একটা আপেল চিবুচ্ছিলাম একদিন। হঠাৎ মনে হলো গলা দিয়ে ধারালো কি যেন একটা আঁচড়ে দিয়ে নেমে গেল। ভাবলাম বীচি-টীচি। পরে জিভ লাগিয়ে দেখি দাঁতটা নেই।'

জোরে হেসে উঠলেন ডাক্তার। হেসেই চললেন। বেশি হাসছেন তিনি, আমার মনে হলো। একটা দাঁত গিলে ফেলাটা এমন কি হাসির ব্যাপার? নেশা হয়ে যায়নি তো তাঁর?

চুপ করলেন তিনি। আরেকবার চুমুক দিলেন বোতলে। বোতলের সঙ্গে দাঁতের বাড়ি লাগতেই চেঁচিয়ে উঠলেন ব্যথায়। গাল চেপে ধরলেন।

'এতো কষ্ট করছেন,' পরামর্শ দিলাম, 'আপনার আম্মাকে বললেই পারেন? টেনে তুলে দেবেন।'

বিষণ্ন হাসি হাসলেন ডাক্তার। 'ভুল করে ফেললে, খোকা। আম্মা আর নেই আমার। চল্লিশ বছর আগেই চলে গেছে। তখন তো দেখতে পারতাম না, এখন মনে হলে কাঁদি। এই যেমন এখন কাঁদতে ইচ্ছে করছে।' মুখ ঘুরিয়ে ঝোপের দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। লম্বা লম্বা গাছগুলো শাঁ শাঁ করে সরে যাচ্ছে আমাদের দু'পাশ দিয়ে। ঝাঁঝালো গলায় বললেন, 'মা বেঁচে থাকতে কেন তাকে ভালোবাসে না ছেলেরা? কেন তাকে পছন্দ করতে পারে না? মরে না গেলে কেন বুঝতে পারে না মা তার কাছে কতোটা প্রিয় ছিলো?'

আবার ফিরে তাকালেন আমার দিকে। 'তুমি বলতে পারবে? বেঁচে থাকতে কেন মাকে ভালোবাসে না ছেলেরা? কেন আলতু-ফালতু জিনিস নিয়ে মেতে থাকে? যেন ওগুলোই তখন মায়ের চেয়ে বড়!'

'না, স্যার,' তাড়াতাড়ি জবাব দিলাম, 'আমি বলতে পারবো না!'

এমন ভাবে কথা বলছেন ডাক্তার, ভয় লাগছে আমার। আম্মার জন্যে মন কেমন করতে লাগলো। মনে হতে লাগলো, যতোটা ভালোবাসা দরকার ততোটা বাসছি না। কিন্তু, আম্মা তো আমাকে কুকুরের বাচ্চা রাখতে দেবে না। আর না দিলে কি করে তাকে ভালোবাসবো আমি? ডাক্তার কোলকে বললাম, 'একটা বুদ্ধি দিতে পারি। একবার আমার বন্ধু স্পুডের একটা দাঁত ফেলার দরকার হয়েছিলো, নড়ে গিয়েছিলো দাঁতটা। দাঁতে একটা সুতো বেঁধে আরেক মাথা দরজার সঙ্গে বাধলো। তারপর চোখ বন্ধ করে রইলো। আমি দরজায় হ্যাঁচকা টান মারলাম। দাঁতটা খুলে চলে এলো। স্পুড বললো, তেমন ব্যথা পায়নি সে।'

'ভালো।' ডাক্তার বললেন, জিভ জড়িয়ে যাচ্ছে, 'তা একটা দরজা দেখাও এই বনের মধ্যে, যেটাতে বাঁধবো? আর সুতো?'

পকেট থেকে মাছ ধরার সুতো বের করে দেখালাম। 'এই যে, সুতো আছে।'

ডাক্তার কোল আমার দিকে তাকালেন, তারপর সুতোটার দিকে তাকিয়ে অধৈর্য হয়ে হাত নাড়লেন। বোতলটা তুলে ধরলেন পড়ন্ত সূর্যের দিকে।

'একটা বুদ্ধি এসেছে আমার মাথায়,' হঠাৎ বলে উঠলাম। 'গাড়ির একটা চাকাকে ব্যবহার করতে পারি!'

লাগাম টেনে ততক্ষণাৎ গাড়ি থামিয়ে ফেললেন ডাক্তার কোল। তাঁর ধূসর চোখ উত্তেজনায় চকচক করছে। 'বুদ্ধিমান ছেলে! দাও, সুতোটা দাও!'

কিছুটা অনিচ্ছা নিয়েই সুতোটা দিলাম তাঁকে। এখন আবার ভয় পাচ্ছি। হয়তো ডাক্তার পুরো মাতাল হয়ে আছেন, কি করছেন বুঝতেই পারছেন না। কি করে তাঁকে ঠেকাবো তা-ও বুঝতে পারছি না। তর্ক করলে কিংবা প্রতিবাদ করলে যাবেন রেগে, বোঝাতে হলে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে হবে।

সুতোর একটা মাথা শক্ত করে দাঁতে বাঁধলেন তিনি। আরেক মাথা আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন গাড়ির চাকায় বেঁধে দিতে। কি আর করবো? দিলাম গিয়ে। তারপর ঘোড়ার লাগামটা আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'আমি বললেই চাবুক মারবে ঘোড়ার পিঠে। বুড়ো দাঁত, শেকড় অনেক গভীরে। তুলে আনতে জোর লাগবে।'

বুক কাঁপছে আমার। কি একটা বুদ্ধি দিলাম, আর তাতেই রাজি হয়ে গেলেন ডাক্তার! কাজ হবে তো! নাকি আরও খারাপ কিছু হবে?

বোতলে লম্বা চুমুক দিলেন ডাক্তার। মাথা হেলান দিলেন পেছনে, টান টান হয়ে গেল সুতোটা। বললেন, 'দাও, বাড়ি মারো।'

দিলাম বাড়ি। চমকে গিয়ে এক লাফ দিলো ঘোড়া। চলতে শুরু করেছে।

গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন ডাক্তার। ঝটকা দিয়ে সামনে এগোলো মুখ, পরক্ষণেই পিছিয়ে এলো আবার। পলকের জন্যে দেখলাম, আমার কানের পাশ দিয়ে উড়ে গিয়ে ঘোড়ার পাছায় বাড়ি মারলো দাঁতটা। আমার হাত থেকে লাগামটা নিয়ে নিলেন তিনি। চেঁচাতে লাগলেন, 'থাম ঘোড়া, থাম, জলদি থাম!'

থেমে গেল ঘোড়া। থুক করে একদলা রক্ত ফেললেন তিনি। তারপর নেমে পড়লেন গাড়ি থেকে। চাকার সঙ্গে বাঁধা রয়েছে সুতোটা, দাঁতটা রয়েছে তাতে।

নিচু হয়ে তুলে নিলেন দাঁতটা। মাটি আর রক্ত লেগে রয়েছে। সুতো থেকে খুলে নিয়ে শার্টে মুছে পরিষ্কার করলেন দাঁত, আমার দেখার জন্যে তুলে ধরলেন। এমন ভাব, যেন সোনা দিয়ে তৈরি ওটা।

টলে উঠলেন ডাক্তার। তাল সামলানোর জন্যে ধরে ফেললেন চাকাটা, তাতে ভর দিয়ে দাঁড়ালেন।

'খোকা,' আমার দিকে তাকিয়ে বললেন তিনি, 'তুমি একটা জিনিয়াস! সত্যিকারের জিনিয়াস! সারাটা জীবন কাটিয়ে দিলাম ডাক্তারি করে, কিন্তু মেডিক্যাল সাইন্সের ইতিহাসে এরকম সহজ আর সফল অপারেশনের কথা আর শুনিনি। দেখি, হাতটা দাও, হ্যাণ্ডশেক করি!'

এক হাতে দাঁতটা পকেটে ঢোকালেন। আরেক হাতে আমার হাত চেপে ধরে আঙুলগুলো প্রায় পিষে ফেলতে লাগলেন। তারপর থুক করে আরেক দলা রক্ত ফেলে বোতলটা তুলে নিলেন। ঢকঢক করে গিলে নিলেন অনেকটা।

'ন্যানসি,' আবার গাড়িতে উঠে ঘোড়াটার নাম ধরে ডাকলেন, 'চল ন্যানসি, অনেক পথ যেতে হবে আমাদের।' তারপর দরাজ, বেসুরো গলায় গান ধরলেন, মনের আনন্দে।

এগার

আমরা নদী পেরোনোর সময়ই মেঘ জমতে আরম্ভ করেছে আকাশে। বাতাস বেশ গরম, শীতকালের জন্যে তো সাংঘাতিক গরম। মনে হচ্ছে যেন গ্রীষ্মকাল। পাহাড়ের চারপাশের ধূসর আলোকে দ্রুত গ্রাস করতে আসছে যেন অন্ধকার। সরু গিরিপথের ভেতর দিয়ে চললাম আমরা। গাছের ডালে বসে আমাদের দেখছে অনেক পেঁচা, হেসে উঠছে কর্কশ গলায়। এতো বিশ্রী ওগুলোর গলা, প্রতিটি ডাকেই চমকে উঠতে লাগলাম। উইলসনদের পাথরে তৈরি বাড়ির আঙিনায় পা দিয়েই টের পেলাম, ডেভ উইলসনের দুর্ঘটনার খবরটা ছড়িয়ে পড়েছে।

গোটা পাঁচেক ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে বাইরের আঙিনায়। ঘোড়াগুলোকে বেঁধে খাবার দেয়া হয়েছে।

এতো বেশি গরম, আগুন জ্বালানোর প্রয়োজনই ছিলো না, তবু বেশ বড় অগ্নিকুণ্ড জ্বালানো হয়েছে চত্বরে। আন্দাজ করলাম, বড়সড় একটা পার্টির আয়োজন চলছে। তবে লোকজন যাদেরকে দেখলাম, সবাই গম্ভীর, নিচু গলায় কথা বলছে। কারণ বাড়িতে রয়েছে অসুস্থ মানুষ। অনেকেই ছুরি বের করেছে, হাতকে ব্যস্ত রাখার জন্যে। কেউ কেউ সিডার গাছের বাকল চাঁছছে অযথাই, কেউ মাটি খোঁচাচ্ছে।

ডাক্তারকে দেখে উঠে দাঁড়ালো সবাই। কেমন আছেন জিজ্ঞেস করার জন্যে এগিয়ে এলো প্লেস নিউটন। ঘোড়াটাকে গাড়ি থেকে খুলে নিয়ে গেল অন্যগুলোর সঙ্গে বেঁধে রাখার জন্যে। অন্যেরা নড়লো না। শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে তাঁর দিকে।

বোতল হাতে গাড়ি থেকে নামলেন ডাক্তার। আমাকে, 'ব্যাগটা নিয়ে এসো, কটন,' বলে ঘরের দিকে রওনা হলেন। ব্যাগ হাতে ডাক্তারের পেছনে চললাম। ভেবে অবাক হচ্ছি, এতো তাড়াতাড়ি খবরটা রটলো কি করে! প্লেস নিউটন থাকে পনেরো মাইল দূরে। উইলসনদের কেউই তাকে খবর দিয়ে আসার সময় পায়নি। অথচ সে এসে বসে আছে। তারপর ধরা যাক সোল ফাইক আর তার ভাই টারমিনাসের কথা। বিশ মাইল দূরের সল্ট ব্রাঞ্চ কাউন্টিতে থাকে। আরেকটা ওয়াগনের চাকার শব্দ কানে আসছে। সেই সাথে পেঁচার কুৎসিত হাসি। নিশ্চয় ওটার দিকে তাকিয়ে হাসছে পাখিগুলো।

ডাক্তার সাহেবের পায়ে পায়ে চলেছি আমি। সবার চোখ আমার দিকে। এতে গর্বে ফুলে যাচ্ছে আমার বুক। নিজেকে হোমড়াচোমড়া গোছের কিছু মনে হচ্ছে। বাড়ির কোণ থেকে দৌড়ে এলো স্পুড। এমন ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকালো, যেন অপরিচিত। আমিও একই

নজরে তাকালাম তার দিকে। আশ্চর্য! যে ঘটনা দূরের মানুষগুলোকে কাছে নিয়ে এলো, আমাদের দুই বন্ধুর মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করে দিলো তা!

বারান্দায় উঠলেন ডাক্তার। ভেতরে কথা বলছিলো মেয়েরা, তাঁকে দেখেই একেবারে চুপ। শুধু আন্ট সিনডি ফারগুসন বাদে। কানে কম শোনেন তিনি। ফলে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে হলে অন্যকে যেমন চেঁচিয়ে কথা বলতে হয়, তাঁকেও তেমনি বলতে হয়।

বনের মধ্যে গিয়ে একবার কি বিপদে পড়েছিলেন তাঁর স্বামী, সে গল্প বলছেন। মিস্টার উইলসন তাঁকে হাত নেড়ে থামিয়ে দিয়ে ডাক্তারকে স্বাগত জানালেন। মদের নেশায় টলছেন তখন ডাক্তার কোল। ঘরে ঢুকতে গিয়ে আরেকটু হলেই হোঁচট খেয়ে পড়েছিলেন। তাঁকে ধরে ধরে নিয়ে গেলেন উইলসন। আমিও ঢুকলাম সাথে।

দাদীমা, অর্থাৎ মিসেস উইলসনের ঝগড়াটে কণ্ঠ শোনা গেল, 'এ কাকে নিয়ে এসেছে! পাঁড় মাতাল। রোগীর চিকিৎসে করবে কি, এরই তো চিকিৎসা দরকার!'

ঘাবড়ে গেলাম। ডাক্তার কোল আবার কি মনে করে বসেন কে জানে! অনেক মহিলা এসেছেন ডেভকে দেখতে। সবাই ঘিরে দাঁড়িয়েছেন তাকে, যেন তার যন্ত্রণাটাও তাঁদের জন্যে একটা আনন্দ। ভয়ংকর ভয়ংকর সব গল্প বলেছেন তাঁরা। এই যেমন পাগলা ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে, পাগলা কুকুর কিংবা বিষাক্ত সাপের কামড়ে কে কবে কোথায় ভুগে ভুগে মরেছে সেসব গল্প।

একটা চারপায়ায় শুয়ে শুয়ে কোঁকাচ্ছে ডেভ। পাশে একটা চেয়ারে বসে রয়েছে র‍্যাচেল আন্টি।

আমাদের সাড়া পেয়ে মুখ তুলে তাকালো। কান্নাভেজা চোখ। দেখে আমার কষ্ট লাগলো।

ডাক্তারের এসবে কোনো প্রতিক্রিয়াই হলো বলে মনে হলো না। ডেভের ফোলা পায়ে হাত রেখে বললেন, 'হাল্লো, ডেভ, আর চড়বে খেপা ঘোড়ায়?'

জবাবে গাল দিয়ে কথা বললো ডেভ। ব্যাস, সেটা নিয়েই দাদু আর দাদীমা লেগে গেলেন ঝগড়া। তাঁদেরকে থামাতেই শেষে ধমক লাগাতে হলো আহত ডেভকে।

ডাক্তার যেন এসব শুনতেই পাচ্ছেন না। ফোলা পা-টা পরীক্ষা করে আমাকে বললেন, 'কটন, যাও তো, চারজন শক্তসমর্থ লোককে ডেকে নিয়ে এসো।' মদের বোতলটা মেঝেতে নামিয়ে রেখে ওষুধের ব্যাগের দিকে হাত বাড়ালেন তিনি।

বাইরে বেরিয়ে দেখি ওয়াগন থামাচ্ছে স্কোয়াও ক্রীকের গ্রিজলি ডোলি। পরিবার নিয়ে চলে এসেছে। তার স্ত্রী সিসি, আর তিন মেয়ে ডলি, জুয়েল, আর মেমি সাথে এসেছে। ওদের কথা শুনেছি আমি। আম্মা বলে, ওরা যেরকম সুন্দরী, খারাপ হয়ে যেতে বাধ্য।

সীটের নিচ থেকে তিনটে জগ বের করে আনলো গ্রিজলি ডোলি। বললো, 'নিয়ে এলাম। নিজের হাতে তৈরি। ভাবলাম, যদি আবার উইলসনদের টান পড়ে? সব সময়ই বলি আমি, হুইস্কির জুড়ি কোনো ওষুধ নেই।'

চত্বরে বসা প্রতিটি মানুষের দিকে এক এক করে চোখ বোলালো সে, কেউ প্রতিবাদ করে কিনা দেখার জন্যে। কেউ করলো না।

আমি সবাইকে বললাম, ডাক্তার কোল চারজন শক্তিশালী লোক চাইছেন। চত্বরে এসে জগগুলো নামিয়ে রাখলো গ্রিজলি। তারপর মেয়ে আর স্ত্রীর পেছন পেছন ঘরে গিয়ে ঢুকলো। তাদের পেছনে গেল সোল ফাইক আর টারমিনাস। অন্য লোকেরা একে অন্যের দিকে তাকিয়ে দ্বিধা করতে লাগলো।

পুরো এক মিনিট গ্রিজলির জগগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলো ব্ল্যাকি। হয়তো চেখে দেখার ইচ্ছেটা চাপা দিতে চাইছে। তারপর বললো, 'ডাক্তার কোল লোক চাইছেন তো?

বেশ যাচ্ছি।' বলে কারো অনুমতির তোয়াক্কা না করে একটা জগ তুলে লম্বা এক চুমুক দিয়ে শার্টের হাতায় মুখ মুছে বললো, 'চল্, কটন, আগে আগে যা।'

কিভাবে ডেভকে চেপে ধরতে হবে বুঝিয়ে দিলেন ডাক্তার কোল। আতঙ্কিত হয়ে পড়লো মেয়েরা। ভয় পাচ্ছে, সরে গেলেই হয়। তা সরবে না। 'হ্যাঁ, ধরো,' ডাক্তার বললেন, 'শক্ত করে চেপে ধরো। আমি না বললে ছাড়বে না।'

একবার চোখ মেলে চারজনকে দেখে চোখ মুদলো আবার ডেভ। কিছু বললো না। তাড়াতাড়ি উঠে মুখে রুমাল চাপা দিয়ে রান্নাঘরে চলে গেল র‍্যাচেল আন্টি।

ভাঙা পা-টা ধরে আচমকা এক টান দিয়েই মোচড় মারলেন ডাক্তার। এতো জোরে চেঁচিয়ে উঠলো ডেভ, মনে হলো ছাত ফুঁড়ে বেরিয়ে যেতে চায়। শরীরের ঝাঁকুনিতে অন্য তিনজন ঠিক থাকলেও টারমিনাস ফাইক পারলো না, ঝটকা দিয়ে ওপরে উঠে গেল। এতোবড় মানুষটাকে কি করে যে শূন্যে তুলে ফেললো ডেভ, না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। তার পা লাগলো গিয়ে সোলের চোয়ালে। ডেভের হাত ধরেছিলো সে, উহ্ করে উঠে ছেড়ে দিলো। দু'জনেই পড়ে গেল মেঝেতে।

'এগুলো কি রে!' রেগেমেগে বললেন ডাক্তার। 'চারজন লোক একটা মানুষকে ধরে রাখতে পারে না।'

গোঙাচ্ছে ডেভ। তার পা ছেড়ে দিয়েছেন ডাক্তার। উঠে দাঁড়ালো ফাইকেরা দুই ভাই, বড় বড় চোখ করে তাকাচ্ছে। বোকা হয়ে গেছে। প্লেস নিউটন এসে ঢুকলো। তার সাথে এলো স্কালিরা দুই যমজ ভাইয়ের একজন। চেপে ধরলো ডেভকে। চেঁচিয়ে উঠলো ডোলির বড় মেয়ে জুয়েল, 'প্লীজ, আর না! আমি সইতে পারছি না!' বলেই জ্ঞান হারিয়ে দাদীমার কোলের ওপর পড়ে গেল।

চেঁচামেচি শুরু করলেন দাদীমা।

বিরক্ত হয়ে ডাক্তার বললেন, 'ওকে থাকতে দিন না ওভাবে। কিছুক্ষণ চেঁচানো থেকে তো অন্তত রেহাই দেবে।' তারপর ডেভকে যারা ধরেছে তাদেরকে বললেন, 'এইবার কিন্তু শক্ত করে ধরতে হবে। ছাড়া চলবে না।'

আবার হাত-পা চেপে ধরা হলো ডেভ উইলসনের। একজন চেপে বসলো তার বুকে। ঘামতে শুরু করলো চারজনেই। ভয় পাচ্ছে।

পায়ে টান পড়তেই আবার ওঠার চেষ্টা করলো ডেভ। তবে এবার আর পারলো না। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় বেগুনী হয়ে গেল তার মুখ। পড়ে পড়ে ডাক্তার কোলকে মুখ খিস্তি করে গালাগাল করতে লাগলো।

কানেই তুললেন না ডাক্তার। ভাঙা পা-টা ধরে জোরে আরেক টান লাগালেন। হাড়ের ওপর হাড় ঘষা লাগার শব্দ হলো। গলা ফাটিয়ে আরেকটা চিৎকার দিয়ে চুপ হয়ে গেল ডেভ। চোখ উল্টে দিলো।

চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন দাদীমা। মরাকান্না জুড়ে দিলেন তাঁর ছেলে মরে গেছে ভেবে। কয়েকজন মহিলা তাঁর সাথে গলা মেলালো। ধমকে উঠলেন ডাক্তার, 'পাগল করে দেবে দেখছি! এই চুপ!' রান্নাঘর থেকে ছুটে এলেন দাদু, সাথে র‍্যাচেল আন্টি। মহিলাদেরকে থামানোর জন্যে ডাক্তারের দ্বিগুণ জোরে ধমক দিয়ে বললেন, 'চুপ! চুপ! আর একটা কথা যেন না শুনি!'

থেমে গেল সমস্ত হৈ-চৈ, যেন ছুরি দিয়ে কেটে দেয়া হয়েছে। আন্ট সিনডি বিলাপ শুরু করেছিলেন সবে, দাদুর চিৎকার কানে না গেলেও তার চেহারা দেখেই চুপ হয়ে গেলেন।

আরাম করে বসে স্প্লিন্টার বাঁধার জন্যে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে এলেন ডাক্তার। এতোসব হৈ-চৈ আর ডেভ উইলসনের চিৎকার প্রায় মাথা খারাপ করে দিলো যেন আমার।

আর সইতে পারলাম না। ভিড়ের ফাঁকফোকর দিয়ে কোনোমতে বেরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম।

ডেভকে যারা ধরেছিলো, সবাই বেরিয়ে এসেছে। কাজ শেষ। ঘরে তাদের আর দরকার নেই। একটা জগ তুলে লম্বা এক চুমুক দিয়ে পাশের লোকটার হাতে দিলো গ্রিজলি ডোলি। সেই লোকটা দিলো তার পাশের জনকে। এই ভাবেই হাত বদল হতে লাগলো মদের জগ।

চলতেই থাকলো মদ গেলা, অন্ধকার না হওয়াতক। তারপর দরজায় দেখা দিলেন দাদু। সবাইকে বললেন, 'তোমরা শোনো, ডেভের অবস্থা ভালোর দিকে। ঘুমোচ্ছে। তোমরা হাতমুখ ধুয়ে নাও। সাপার রেডি হচ্ছে।'

চারবারে বসিয়ে খাওয়া শেষ করতে হলো আমাদের। শেষ বারে বসলাম আমি আর স্পুড, তখন প্রায় কিছুই অবশিষ্ট নেই আর। স্পুডের পেটে খিদে রয়ে গেল। আর আমি অসুস্থ বোধ করায় খিদেটা টেরই পেলাম না তেমন।

পেছনের দরজা দিয়ে বেরোনোর সময় কানে এলো দাদু আর র‍্যাচেল আন্টি কথা বলছেন। আরও বেশি রান্না করা উচিত ছিলো, আলোচনা করছেন দু'জনে। সকালে নাস্তার জন্যে কি দেবেন সেকথাও ভাবছেন।

আন্টিকে ভালোবাসেন দাদু। তাকে দুশ্চিন্তা করতে নিষেধ করলেন। বললেন, দরকার হলে রাত থাকতে থাকতেই একটা শুয়োর মেরে ফেলবেন। লোকজন আছে। কাজ সারতে অসুবিধা হবে না। বলে বাইরে চলে এলেন, যেখানে লোকের হাতে হাতে আবার ঘুরতে শুরু করেছে গ্রিজলির আনা জগ। তিনিও বসে পড়লেন।

আরেকটা ওয়াগন এসে ঢুকলো চত্বরে। গাড়ি থেকে নামলেন ফিডলিং টম ওয়ালার। পরিবার নিয়ে এসেছেন। সাথে আরও একটা লোক রয়েছে, কাঠির মতো শুকনো। চোখগুলো তার নরম, কালো, বিষণ্ন।

ডনিকে দেখেই কুকুরের বাচ্চাটার কথা মনে পড়ে গেল আমার। মনে পড়লো মানে ওটা যে আমার নয়, একথা মনে পড়লো। নইলে তো আমার পায়ে পায়েই রয়েছে বাচ্চাটা, ভোলার কথা নয়। তারপর মনে পড়লো বাচ্চাটা ডনিরও নয়, মেকসিকো জেসাসের। বুঝতে অসুবিধা হলো না কাঠির মতো লোকটাই মেকসিকো জেসাস, যার মাথায় থাবা মেরেছিলো প্যানথার।

ডনি আর তার মা সোজা চলে গেলেন বাড়ির দিকে। ফিডলিং টম আর মেকসিকো জেসাস চলে এলো চত্বরে অগ্নিকুণ্ডের পাশে। সবাই উঠে দাঁড়িয়ে টম ওয়ালারের সঙ্গে হাত মেলালো। কিন্তু মেকসিকোর সাথে মেলালো না। শুধু দায়সারা 'কেমন আছেন' জিজ্ঞেস করেই ছেড়ে দিলো। তাকে পছন্দ করে না কেউ, কারণ তার বাড়ি মেকসিকোয়।

কিন্তু আমার মনে হলো, যাই, এখুনি গিয়ে তার হাতটা চেপে ধরি। যে কোনো আমেরিকানের চেয়ে তাকে কম পছন্দ হলো না আমার। সরে চলে এলাম তার কাছে। আশা করছি, কোনো কারণে হ্যাটটা খুললেই তার মাথার দাগটা দেখে ফেলতে পারবো।

দরজার কাছে গিয়ে ফিরে তাকালো ডনি। ভেতরে যাওয়ার আগে র‍্যাকিকে একবার দেখে নিলো। র‍্যাকি খেয়াল করলো না সেটা। সে তখন জগে চুমুক দিচ্ছে। দিয়ে বাড়িয়ে দিলো ফিডলিং টমের দিকে। জিজ্ঞেস করলো, 'আপনাদের বাদ্যযন্ত্রগুলো এনেছেন?'

মাথা ঝাঁকালেন ফিডলিং টম। 'হ্যাঁ। গাড়িতে রয়েছে। বেহালা সাথেই রাখি। বলা যায় না কখন দরকার লেগে যায়।'

জগটা মেকসিকো জেসাসের হাতে দিলেন টম। অস্বস্তিতে পড়ে গেল প্যানথারের থাবা খাওয়া মানুষটা।

গ্রিজলি বললো, 'কি ব্যাপার, ওয়ালার? নিজের পাতে খেতেও দেবেন মনে হচ্ছে?'

'কি হবে দিলে? ও কি অচ্ছুৎ নাকি? ওর মতো গিটার কেউ বাজাতে পারে না এ-অঞ্চলে। বেহালাও খুব ভালো বাজায়।'

'তাতে কি হয়েছে? শাদা চামড়া হয়ে গেল?'

'মানুষের একমাত্র পরিচয়, সে মানুষ। চামড়ার রঙে কিছু এসে যায় না।'

এরকম জবাব আশা করেনি গ্রিজলি, কিছুটা বোকা হয়ে গেল। আগুনের দিকে ঘুরে বসলো ব্ল্যাকি। বললো, 'চলুক না। খানিকটা গানবাজনা হলে মন্দ হয় না।'

মাথা ঝাঁকালো টারমিনাস ফাইক। 'হ্যাঁ, ভালোই হয়।'

'একটা শুয়োর মারতে হবে,' মিস্টার উইলসন বললেন। 'কয়েকজন লোক দরকার।'

'আজ রাতে!' অবাক হয়ে বললো গ্রিজলি ডোলি।

'হ্যাঁ। অন্ধকার থাকতে থাকতেই সেরে ফেলতে হবে। নইলে সকালের নাস্তা হবে না।'

হঠাৎ যেন অস্বস্তিতে পড়ে গেলেন ফিডলিং টম। মেকসিকো জেসাসের দিকে তাকালেন। মাথা ঝাঁকালো জেসাস। হাসলো। ঝিক্ করে উঠলো শাদা দাঁত।

ব্ল্যাকিকে রাইফেল তুলে নিতে বললেন মিস্টার উইলসন। শুয়োরটাকে গুলি করে মারতে হবে আগে, তারপর কাটাকুটি। আর স্পুডকে বললেন বাতি নিতে।

ছুরি নিতে রান্নাঘরে চললেন তিনি। আমি পিছু নিলাম। পেট জ্বলছে খিদেয়, যদি হাঁড়িটাড়ি ঘেঁটে কিছু মেলে। টেবিল পরিষ্কার করছে র‍্যাচেল আন্টি। দরজায় দাঁড়িয়ে রইলাম। লজ্জায় কিছু বলতে পারলাম না।

ছুরিটুরি নিয়ে বেরিয়ে এলেন মিস্টার উইলসন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চললাম শুয়োর মারা দেখতে। চত্বরে বাজনা শুরু হয়ে গেছে ততোক্ষণে।

বার

শুয়োর কাটা শেষ হলো। রান্নার জোগাড় করতে লাগলো কয়েকজন। ওদিকে আগুনের পাশে বাজনাও জমে উঠেছে। সামনের বারান্দায় নাচ শুরু করেছে কয়েক জোড়া দম্পতি।

চুটিয়ে গিটার বাজাচ্ছে মেকসিকো জেসাস। তার কালো চোখগুলো চঞ্চল হয়ে ঘুরছে এদিক ওদিক, কোনো কিছুই এড়াচ্ছে না সে চোখে। তার দিকে তাকিয়ে রয়েছি আমি, এটা লক্ষ্য করে হাসলো সে। ওই ক্ষণে নিশ্চিত হয়ে গেলাম, যদি তাকে মাথার দাগটা দেখাতে বলি, দেখাবে।

মুখের কাছ থেকে জগ নামিয়ে হঠাৎ বলে উঠলো গ্রিজলি ডোলি, 'আরে কাণ্ড দেখ! মেয়েটা কে? ব্ল্যাকির সঙ্গে নাচছে?'

মিস্টার উইলসন তাকালেন, আমিও তাকালাম।

'কোথায়?' জিজ্ঞেস করলেন উইলসন।

'ওই তো, বারান্দার শেষ মাথায়। ওই যে চকচকে লাল কাপড় পরা।'

দেখতে পেলাম মহিলাকে। বেশ বড়সড় চেহারা। হলুদ চুল।

'ও, ওটা হগ ওয়ালারের বউ। নতুন। কয় নম্বর ঠিক মনে করতে পারছি না।'

'দারুণ-তো!'

'হ্যাঁ। শহরে যায়, আর একটা করে নিয়ে আসে। অনেক খরচ হয় ওসব বউ রাখতে।

কিন্তু রাখে হগ। টাকা আছে, খরচ করে, আরকি।'

ব্ল্যাকি পরেছে তার পার্টিতে নাচার পোশাক। শুয়োর মারার পর কখন সে চলে গিয়েছিলো, খেয়াল করিনি। চকচকে পালিশ করা জুতো পায়ে। ডোরাকাটা শার্ট আর চেক সুট পরেছে। সুন্দর করে চুল আঁচড়েছে, শেভ করেছে। চমৎকার লাগছে এখন তাকে। দেখলে কেউ বলবেই না এই সেই কুন শিকারী ব্ল্যাকি স্ক্যান্টলিং যার প্যান্টের হাঁটুতে বড় ফুটো আর জুতোর নাক কাটা।

তবে আমার কাছে ততোটা ভালো লাগছে না। বরং কুন শিকারীর পোশাকেই যেন বেশি মানায় ওকে। আর হগ ওয়ালারের বউয়ের সঙ্গে যে নাচছে এটা আরও বেশি খারাপ লাগছে। যদিও লাগার কথা নয়। যে কেউ যে কারো সঙ্গে নাচতে পারে, নাচের সময় এতে কেউ কিছু মনে করে না। তবু খারাপ লাগছে আমার। বোধহয় মহিলার আচরণই এর কারণ। কেমন যেন! অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম।

প্রচুর মদ খেয়েছে গ্রিজলি। মাতাল হয়েছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। মাথা নেড়ে বললো, 'কাণ্ড দেখ! হগ ওদিকে বার্ডি জনসনকে নিয়ে ব্যস্ত। আরে ব্যাটা, এরকম মেয়েমানুষ ফেলে অন্যের কাছে যায় নাকি মানুষ!'

হেসে উঠলেন দাদু। 'ওই যে লোকে বলে, নিজের খোঁয়াড়ের মুরগীর কোনো দাম নেই। ঘরের বউয়ের সঙ্গে মেলামেশায় কোনো স্পোর্ট নেই।'

হেঁইক করে ঢেকুর তুললো গ্রিজলি। 'তা ঠিক। এভাবে কোনোদিন ভাবিনি। তবে কথাটা ঠিকই বলেছেন।'

আরেকটা নতুন সুর তুলেছেন ফিডলিং টম আর মেকসিকো জেসাস। এই সময় ওক বনের ভেতর দিয়ে গোঁ গোঁ করে ধেয়ে এলো বাতাস। কনকনে ঠাণ্ডা। একটানে যেন দশ হাত ওপরে তুলে ফেললো আগুনকে, ছিঁড়ে ফেলতে চাইলো। চারদিকে ছিটিয়ে দিলো গরম ছাই। অগ্নিকুণ্ডের পাশে যারা বসেছিলো, সবাই ছিটকে সরে গেল এদিক ওদিক। মেয়েরা চেঁচাতে শুরু করলো। সবাই একসাথে গিয়ে ধাক্কাধাক্কি করতে লাগলো ঘরে ঢোকার জন্যে।

'হয়েছে!' বাতাসে দুলন্ত গাছের ডালের দিকে তাকিয়ে বললো গ্রিজলি। 'বারোটা বাজাবে আমাদের! আবহাওয়াটা শেষে খারাপই হয়ে গেল!'

উঠে বাতাসের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালেন ফিডলিং টম আর মেকসিকো জেসাস।

'ঝড়ই আসবে মনে হয়,' দাদু বললেন।

প্রচণ্ড জোরে বইতে আরম্ভ করেছে বাতাস।

চেঁচিয়ে দাদু বললেন, 'ঘরে ঢোকো! সবাই! বাইরে থাকলে মারা পড়বে!'

এতো ঠাণ্ডা পড়লো, হাড়ের মজ্জাও যেন জমিয়ে দেবে। ফায়ারপ্লেসে বড় করে আগুন জ্বালানো হয়েছে। দাদু বললেন, 'কেউ থামবে না! যেমন জমিয়ে রেখেছিলে তেমনি রাখো।'

চারপায়া থেকে চেঁচিয়ে বললো ডেভ, 'এই, আমাকে কেউ সরাও। আমার জন্যে পার্টি হচ্ছে, অথচ আমিই কিছু দেখছি না। চেঁচাতে পারছি না। এটা কি বিচার হলো?'

হেসে উঠলো কয়েকজন। ডেভকে সরানোর জায়গা নেই। তাই দু'পাশ থেকে সরে খানিকটা ফাঁক করে দিলো, যাতে নাচ দেখতে পারে সে।

'শালার পা!' গাল দিয়ে উঠলো ডেভ। 'এটার জন্যে কিছুই করতে পারবো না! কিচ্ছু না!' এখনও পাঁড় মাতাল হয়ে আছে সে। মদ খেলে ব্যথা কম লাগবে, সে-জন্যে বাধা দেয়া হয়নি তাকে। র‍্যাচেল আন্টি পাশে বসে একটা তোয়ালে দিয়ে তার কপালের ঘাম মুছিয়ে দিচ্ছে।

'এই সরো, সরো, আরও সরো!' চেঁচাতে লাগলো ডেভ। 'আরে ফাঁকা করে নাও না

ঘরটা আরো!'

হুল্লোড় করে উঠলো সবাই। হাসাহাসি করছে। কয়েকজন গিয়ে ধরলো দাদীমার চেয়ারটা, তাঁকে সহ তুলে নিয়ে চললো রান্নাঘরে, ঘর ফাঁকা করার জন্যে চেয়ার-টেয়ার সব সরিয়ে ফেলবে।

কিন্তু ফায়ারপ্লেসের কাছ থেকে সরতে রাজি নন দাদীমা। চেঁচিয়ে বললেন, 'ছাড়, ছাড়, হতচ্ছাড়ারা! আমাকে নিয়ে চলেছিস কেন! ঈশ্বর কি তোদের মাথায় বুদ্ধিশুদ্ধি কিছু দেয়নি!'

কিন্তু সবাইকেই তখন হুইস্কিতে ধরেছে। প্লেস নিউটন বললো, 'দাদীমা এমন করছেন কেন? চল্লিশ বছর আগে তো ল্যানোতে এমন কোনো মেয়ে ছিলো না যে আপনার পায়ের সঙ্গে পা ফেলার ক্ষমতা রাখতো। দেখিয়ে দিন না আজও। নেমে আসুন।'

'আজ কি আর আমার বয়েস আছে রে, ছোঁড়া,' চিবুক উঁচু করে বললেন দাদীমা। 'এক পা গিয়ে রয়েছে কবরে, আর আমাকে বলছিস নাচতে। ঠিক আছে, সরা, ওই দরজার কাছটাতে নিয়ে রাখ। বসে বসে দেখি তোদের নাচ।'

দাদীমাকে সরানো হলো। তাঁর কাছাকাছি কয়েকটা চেয়ার আর একটা বাক্স টেনে নিয়ে গেলেন দাদু। ফিডলিং টম আর মেকসিকো জেসাসের পাশে বসলেন। দুই বাদক বাজনা শুরু করতেই হেঁকে আদেশ দিলেন তিনি, 'এই, বোতল নিয়ে এসো। বেশি করে! আরেক বার হয়ে যাক, কি বলো হে, তোমরা?'

হুল্লোড় করে জবাব দিলো পুরুষেরা, তারা রাজি। মেয়েরা হাসাহাসি শুরু করলো জোরে জোরে।

আরও মদ এলো। সবার হাতে হাতে ফিরতে লাগলো বোতল আর জগ। দাদু বললেন, 'এই টম, আরও জোরে বাজাও না হে!'

বাজনা বেড়ে গেল। মুখ ওপর দিকে তুলে দরাজ গলায় গান ধরলেন তিনি। খেপে গেল যেন শ্রোতারা। যে যেভাবে পারছে চেঁচাচ্ছে।

খুব ভালো লাগছে আমার এসব। ঘর ভরা লোক। ফাঁকা জায়গা রয়েছে একমাত্র ডেভের বিছানার কাছে। পায়ে পায়ে সেখানেই সরে গেলাম আমি আর স্পুড।

আবার জমে উঠেছে নাচ। ডনি ওয়ালার ভালো নাচছে। তার নাচের সঙ্গী হয়েছে ডাক্তার কোল। বুড়ো মানুষটার সঙ্গে নাচতে নাচতেই ঘেমে উঠেছে ডনি। তার চোখ চঞ্চল হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে অন্য কাউকে। কাকে, আমি জানি। নিশ্চয়ই ব্ল্যাকিকে।

বাজনা চলেছে, নাচ চলেছে, সেই সাথে চলেছে চেঁচামেচি আর হুল্লোড়। মাঝে মাঝে থেমে জিরিয়ে নিচ্ছে কোনো কোনো জোড়া। যারা নাচছে না, তারা দেয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে পা ফেলার তালে তালে তালি বাজাচ্ছে।

দেখতে দেখতে একসময় আর ভালো লাগলো না। সারাটা দিন অনেক পরিশ্রম গেছে। শুধু উত্তেজনা আর আনন্দেই এতোক্ষণ টিকে রয়েছি। আর পারছি না। ভেঙে আসছে শরীর। জড়িয়ে আসছে চোখ। ডেভের বিছানায় বসেছিলাম, শুয়েই পড়লাম একেবারে। সেই কলরবের মধ্যেই কখন যে তন্দ্রা নামলো চোখে, বলতেই পারবো না।

কতোক্ষণ ঘুমিয়েছি জানি না। কে যেন লাথি মারলো আমার পায়ে। ঘুম ভেঙে গেল। বিছানা থেকে নেমে দাঁড়ালাম। স্পুডকে দেখলাম না কোথাও। তারপর দেখলাম সামনের দরজার কাছে, আমারই দিকে তাকিয়ে রয়েছে। আমি তাকাতেই ইশারায় ডাকলো। ভিড়ের ফাঁক দিয়ে কোনোমতে এগিয়ে গেলাম। কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কীরে?'

'আয় আমার সাথে!' উত্তেজনায় চকচক করছে তার চোখ।

বাড়ির কোণে নিয়ে এলো আমাকে সে। খোলা জায়গায় যেতেই প্রচণ্ড জোরে এসে গায়ে ধাক্কা মারলো কনকনে হাওয়া, দম আটকে দেয়ার অবস্থা করলো। পরের কোণটাতে এসে

হঠাৎ চত্বর ধরে দৌড় মারলো সে। তার পেছনে ছুটলাম আমি। চলে এলাম গোলাঘরের কাছে। একটা পাথরের প্যানে যেখানে শুয়োরকে খাওয়ানো হয় তার কাছে এসে বসলো সে, আমিও বসলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'কি দেখাবি?'

'দাঁড়া। চুপ করে শোন!'

দৌড়ে আসায় হাঁপাচ্ছি। সেটা কমে এলে কানে এলো কথা। ঝর্নার কাছ থেকে। প্যানের ওপর দিয়ে ঝুঁকে তাকালাম। তুষারঝড় আসছে, স্বাভাবিক আলো নেই। মেঘের নিচে ঢাকা পড়েছে চাঁদ, আবছা ঘোলাটে একধরনের আলো ছড়িয়ে দিয়েছে নিচের পৃথিবীতে। একটা ওকের দুলন্ত ডালের নিচে দেখলাম দু'জন মানুষকে। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। মহিলা খিলখিল করে হাসছে। বললো, 'তুমি যতো যা-ই বলো, ডনি আমাদের দেখেছে। সারারাত তোমার ওপর চোখ রেখেছে ও। যেন তোমার মালিক হয়ে গেছে, ভাবখানা এমন।'

'হুঁ,' শুধু বললো ব্ল্যাকি। মহিলার কথায় একমত হলো কিনা বোঝা গেল না।

'তোমার ভয় লাগছে না?'

'কেন? আমরা কি খারাপ কিছু করতে এসেছি নাকি? ঘরে হৈ-হট্টগোলের মাঝে ভাল্লাগছিলো না। খোলা হাওয়ায় একটু দম নিতে এসেছি। এতে তো অন্যায় কিছু দেখছি না আমি।'

'খারাপ কিছু করলামই বা, তাতে ক্ষতি কি? কেউ তো আর এখানে দেখতে আসছে না,' বলেই হাসলো মহিলা। চট করে হগের কথায় চলে গেল, 'করি আর না করি, হগ দেখলে কিন্তু সেকথা বলবে না। সে খারাপটাই ভেবে নেবে। যে কেউই ভাববে।'

'ভাবুক। আমার কিচ্ছু এসে যায় না।' একটু থেমে বললো, 'হগ জানছে কি করে?'

'ডনি যদি বলে দেয়?'

'দিলে দিক। কেয়ার করি না আমি। কাউকেই করি না।'

হাঁটতে হাঁটতে গোলাঘরের কাছে চলে এলো ওরা। দ্বিধা করতে লাগলো মহিলা। তারপর বললো, 'আরেকটু থাকি না এখানে। ভালোই তো লাগছে।'

'না, চলো। অযথা লোকের মনে সন্দেহ জাগিয়ে লাভ নেই।'

'এই, থাকো না আরেকটু!' কেমন যেন আদুরে গলায় বললো মহিলা। ন্যাকামি মনে হলো আমার। হঠাৎ হাত বাড়িয়ে ব্ল্যাকির গলা জড়িয়ে ধরলো।

হাতটা ছাড়ানোর চেষ্টা করতে লাগলো ব্ল্যাকি।

কি যেন হয়ে গেল আমার। খুব খারাপ লাগলো। মহিলার ওপর কি জানি কেন বিষিয়ে গেল মন। উঠে রওনা হলাম বাড়ির দিকে। কাছে আসতে কানে এলো দাদুর গলা, গান গাইছেন। আমি সোজা রান্নাঘরের কাছে চলে এলাম। দরজায় দাঁড়িয়ে দ্বিধা করতে লাগলাম, ভেতরে যাবো কি যাবো না ভেবে। এখানে একটুও আর ভালো লাগছে না আমার। অন্য কোথাও যদি চলে যেতে পারতাম এখন, ভালো হতো।

আম্মাকে দেখতে ইচ্ছে করছে ভীষণ। আব্বাকে দেখতে ইচ্ছে করছে। আম্মার চমৎকার রান্না খেয়ে নরম বিছানায় শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে। আম্মাকে খবরের কাগজ পড়ে শোনাচ্ছেন আব্বা, বড় শুনতে ইচ্ছে করছে। আজব আজব মানুষের অদ্ভুত কাজকারবার বিরক্ত করে ফেলেছে আমাকে। আর সইতে পারছি না।

এই সময় রান্নাঘরে শোনা গেল অতি পরিচিত একটা কণ্ঠ। যেন যাদুবলে অলৌকিক একটা কাণ্ড ঘটে গেল। বললো, 'যতো তাড়াতাড়ি পেরেছি চলে এসেছি। শহর থেকে অ্যারন এসে বললো তোমাদের সাহায্য লাগতে পারে।'

এক ধাক্কায় দরজা খুলে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'আম্মাআআ!'

তের

রান্নাঘরের স্টোভে হাত গরম করছিলো আম্মা। ডাক শুনে ফিরে তাকালো। 'কটন! এতো রাতে বাইরে কি করছিস! তোর তো ঘুমানোর কথা!' বলতে বলতেই র‍্যাচেল আন্টির ওপর চোখ পড়ায় থেমে গেল। বেফাঁস কথা বলে লাল হয়ে গেল গাল।

আন্টি বললো, 'সারা বাড়িতে দাঁড়ানোর জায়গা নেই, ঘুমোতে দেই কোথায় বলো, মিজ। খারাপই লাগছে আমার ছেলেগুলোর জন্যে। মানুষগুলো তো সব মদ গিলে পশু হয়ে গেছে, মেয়েমানুষের কথা এখন থোড়াই শুনবে।'

মাথার হ্যাট খুলে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে আম্মা। চোখে অস্বস্তি, মুখে হাসি।

আম্মাকে দেখে এতো খুশি লাগছে, ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরে বলতে ইচ্ছে করছে, 'আম্মা তোমাকে আমি ভীষণ, ভীষণ ভালোবাসি!' কিন্তু এতো লোকের সামনে সেটা করতে লজ্জা লাগলো। তাই কিছুই না করে খোলা দরজা দিয়ে চেয়ে চেয়ে নাচ দেখতে লাগলাম।

আমার পেছনের দরজা দিয়ে আব্বা ঢুকলো। শাদা কাপড়ে ঢাকা টিনের বিশাল এক বালতির ভারে বাঁকা হয়ে গেছে। তার পেছনেই এলো ডনি।

'এই টেবিলটায় রাখো,' আব্বাকে বললো আম্মা। বালতি রাখা হলে কাপড় সরিয়ে এক এক করে বের করতে লাগলো বড় বড় বাটি। মিষ্টি দিয়ে আলু ভাজা, মাখন, রুটি, সসেজ। জেলির বয়েম, আর ইয়াবড় এক অ্যাপ্‌ল্ পাইয়ের অর্ধেকটা বের করলো।

'এই সামান্য কিছু,' বিনীত ভঙ্গিতে বললো আম্মা। 'তাড়াহুড়োয় কিছু করতে পারিনি।'

আম্মার রান্না কতোটা ভালো জানা আছে আমার। তার ওপর পেটে খিদে। খাবারের বহর দেখে জিভে পানি এসে গেল আমার। হাত বাড়ালাম অ্যাপ্‌ল্ পাইয়ের দিকে।

'কি করছো?' শান্তকণ্ঠে বললো আম্মা। 'সবাইকে না দিয়ে খাওয়া ঠিক না।'

র‍্যাচেল আন্টি বললো, 'দাও, খেতে দাও ছেলেটাকে, মিজ। ও আর স্পুড প্রায় কিছুই খেতে পারেনি। সব আগেই খেয়ে শেষ করে ফেলেছে মানুষগুলো।'

আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো আব্বা। 'কি রে, আম্মাকে এখনও বলিসনি তোর নিগারের কথা?'

ডনির দিকে তাকালাম। স্টোভের পাশে একটা বাক্সের ওপর বসে রয়েছে। চুপচাপ। চোখে কেমন শূন্য দৃষ্টি। তাকিয়ে রয়েছে আমাদেরই দিকে, তবে কাউকে দেখছে বলে মনে হয় না।

'বাচ্চাটা আমার না,' আব্বাকে বললাম, 'ডনি আন্টির। আমার পিছে পিছে চলে এসেছে।'

ভারি দম নিলো ডনি। তাকালো আমার দিকে। কোমল হয়ে এসেছে দৃষ্টি। বললো, 'ওটা তোমার কুকুর, কটন। মেকসিকো জেসাসের কাছে থাকেনি, আমার কাছেও না। তোমার পিছ নিয়ে তোমার কাছে গেছে, তারমানে তোমাকেই ওর পছন্দ। কাজেই ওটা তোমার।'

আশা হলো! যাক, অবশেষে কুকুর একটা পাবো! আম্মার দিকে তাকিয়ে ভরসা করতে পারলাম না বলার, তবে আমার চোখই বলে দিলো যা বলার। টপ টপ করে দু'ফোঁটা পানি গড়িয়ে পড়লো গাল বেয়ে। ডনিকে বললাম, 'তুমি দিলে কি হবে! আম্মা আমাকে রাখতে

দেবে না!'

অবাক হয়ে আম্মার দিকে তাকালো ডনি। বললো, 'অবশ্যই দেবে! তোমার বয়েসী ছেলের সাথে কুকুরের বাচ্চা, এতো থাকবেই। না থাকলেই বরং বেমানান। যেমন মরিচের সঙ্গে লবণ। আমার যদি ছেলে হয়, যে ক'টাই হোক, সবাইকে কুকুরের বাচ্চা রাখতে দেবো।'

ডনির কথায় কিছু ছিলো, যা আম্মার মনে লাগলো। হ্যাটের ফিতেটা ধরে মোচড়াতে লাগলো আম্মা। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললো, 'তুমি যা-ই বলো, ছেলেমানুষকে কুত্তা নিয়ে বনেবাদাড়ে বুনো হয়ে ঘুরতে দিতে পারবো না আমি!'

আব্বা মুখ খুলতে যাচ্ছিলো, এই সময় পাশের ঘরে চিৎকার করে উঠলো এক মহিলা। পরক্ষণেই শোনা গেল কর্কশ পুরুষ-কণ্ঠ। বেসুরো হয়ে গেল বাজনা। রাগে গাল দিয়ে উঠলো আরেকজন। কয়েকটা কণ্ঠ চড়তে শুরু করলো, তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে উত্তেজনায়।

'এখুনি শুরু করবে মারপিট!' শঙ্কিত হয়ে উঠলো র‍্যাচেল আন্টি। 'আমি জানতাম, এটা ঘটবেই! এতো মদ খাওয়া, এতো নাচাকুদা, যাবে কোথায়!' দরজার দিকে এগোলো সে। পেছনে চললো আম্মা আর ডনি।

'ঈশ্বর, এরা শুরু করলো কি!' দাদীমার কণ্ঠ শোনা গেল। 'মারামারি করে মরবে এখন!'

দ্রুত এগিয়ে গেল আব্বা। মেয়েদেরকে সামনে যেতে নিষেধ করলো। তারপর দরজা দিয়ে চলে গেল ওপাশে। আমি গেলাম তার পেছনে, কি হয়েছে দেখার জন্যে।

দুই হাতে ভিড় সরিয়ে সামনে এগিয়ে গেল আব্বা। আমি তার গায়ের সঙ্গেই সেঁটে রইলাম।

ঘরের কোণে র‍্যাকি আর নিজের বউকে আটক করেছে হগ ওয়ালার। বড় একটা সিক্স শুটার পিস্তল দিয়ে র‍্যাকির মাথায় বাড়ি মারার চেষ্টা করছে। দু'হাত সামনে বাড়িয়ে বাড়ি বাঁচানোর জন্যে একবার এদিকে মাথা সরানোর চেষ্টা করছে র‍্যাকি, একবার ওদিকে, একবার মাথা নামিয়ে ফেলছে ঝট্ করে।

'দেখ, হগ, ভালো হবে না কিন্তু!' বলে উঠলো সে।

এক বাড়ি মেরে র‍্যাকিকে মেঝেতে ফেলে দিলো হগ ওয়ালার। মহিলারা চেঁচিয়ে উঠলো। হগের বউ চিৎকার করে বললো, 'মেরে ফেলেছে! মেরে ফেলেছে!' তার নীল চোখ আবেশে তন্দ্রালু হয়ে নেই আর এখন, নাচের সময় যেমন দেখেছিলাম।

'না, এখনও মারিনি,' ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বললো হগ। আমার মনে হলো, শুয়োরের মতোই। 'তবে মারবো। সাহস থাকলে উঠে দাঁড়াক। এখন আর সাথে কুত্তা নেই ওর।'

আবার ভিড় সরাতে লাগলো আব্বা। বলছে, 'সরো, সরো, জায়গা দাও!'

প্লেস নিউটন বললো, 'এখানে কি শুরু করলে? মারপিট করতে হলে বাইরে চলে যাও।'

পাঁই করে চরকির মতো পাক খেয়ে ঘুরলো হগ। চেঁচিয়ে বললো, 'বাইরে যাবো কেন? বাইরে শুরু করেছিলো ব্যাটারা, এখানে শেষ করবো আমি! দেখি কে ঠেকায় আমাকে!'

পাঁড় মাতাল হয়ে আছে হগ। শুয়োরের মতো কুতকুতে চোখ টকটকে লাল। ফোলা ফোলা মুখ। পুরু ঠোঁট সামান্য ফাঁক হয়ে দাঁত বেরিয়ে পড়েছে, কুৎসিত লাগছে দেখতে। প্রায় বুজে এসেছে চোখ, কঠিন দৃষ্টি দেখে ভয়ই পেয়ে গেলাম।

উঠে দাঁড়াচ্ছে র‍্যাকি। মাথার পাশ থেকে রক্ত বেরোতে শুরু করেছে। অর্ধেক শরীর তুলেই হগের পাশ দিয়ে গোঁত্তা মেরে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলো। পারলো না। বিশাল দেহ দিয়ে তার পথরোধ করলো হগ। আবার পিস্তল তুললো বাড়ি মারার জন্যে।

চিৎকার দিয়ে হাতটা ধরে ফেললো তার বউ। টেনে ধরে রেখে অনুনয় করে বললো, 'ছেড়ে দাও, এড! মেরো না!' তার হলদে চুল এখন এলোমেলো, দেখতে ভালো লাগছে না আর।

'এই, ধরো না!' আর সামনে এগোতে পারছে না আব্বা। 'পিস্তলটা কেড়ে নাও না কেউ!'

হগের হাত ধরে প্রায় ঝুলছে এখন তার বউ। তাকে ঠেলে নিয়ে গিয়ে দেয়ালে ধাক্কা দিয়ে ফেললো হগ। 'চুপ! একদম চুপ! চেঁচালে খুন করে ফেলবো!' মুখ খারাপ করে গাল দিলো সে। নারী-পুরুষের সম্পর্ক নিয়ে আরও কি কি সব বললো, বুঝতে পারলাম না। ব্ল্যাকির দিকে ফিরে বললো, 'এড ওয়ালারের মেয়েমানুষের দিকে নজর দেয়া তোর আমি বের করবো!'

আটকা পড়েছে হগের বউ। কোনোদিকে বেরোনোর পথ নেই। চোখে আতঙ্ক ফুটেছে। চেঁচিয়ে বললো, 'আমি কিছু করিনি! আমাকে তো তুমি চেনো, এড! আমি কিছু করতেই পারি না! কারণ, তোমার মতো একজন মানুষকেই আমার পছন্দ!'

মহিলার কথা দ্বিধায় ফেলে দিলো হগকে। তবে সন্দেহ যায়নি চোখ থেকে। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে স্ত্রীর দিকে।

ভিড় ঠেলে আরও এগোনোর চেষ্টা করছে আব্বা, হগের কাছে যেতে চাইছে। আমি লেগে রয়েছি তার সঙ্গে। আব্বা এগোতে পারলে আমিও পারবো।

'তুমি এখানে ছিলে না,' হগ বললো স্ত্রীকে। 'খুঁজেছি। পাইনি। ওই শয়তানটাও ছিলো না।'

'দু'জনেই বাইরে ছিলাম,' স্বীকার করলো মিসেস ওয়ালার, 'কিন্তু একসঙ্গে ছিলাম না। ওর সাথে অন্য মেয়েমানুষ ছিলো। এখানে দম বন্ধ হয়ে আসছিলো আমার, তাই বাইরে গিয়েছিলাম একটু দম নিতে।' দ্রুত কথা বলছে সে। 'তাতে দোষটা কি হলো?'

চিন্তায় পড়ে গেল যেন হগ। জিজ্ঞেস করলো, 'বেশ, সেই মেয়েটা কে? তুমি নাহয় না হলে, আর কে?'

'সেটা আমি তোমাকে বলতে পারবো না। এতো লোকের সামনে তো নয়ই। একটা মেয়ের বদনাম ছড়াতে পারবো না আমি কোনোমতেই।' স্বামীর দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসলো মিসেস ওয়ালার।

'বদনাম!' দাঁত খিঁচালো হগ। 'ওই কুত্তাটার সঙ্গে যে নিরালায় মেলামেশা করতে পারে তার আবার নাম-বদনাম কি? ওকে ন্যাংটো করে ওই কুত্তাটার গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে চাবকে দেশ থেকে বের করে দেয়া উচিত!'

'কিন্তু, এড···'

'বলো! জলদি!' কালো হয়ে গেছে হগের মুখ। বিশাল এক থাবা তুললো বউকে চড় মারার জন্যে।

'না, না মেরো না!' দেয়ালের সঙ্গে মাথা ঠেকিয়ে ফেললো মিসেস ওয়ালার। মুখের ওপর হাত নিয়ে গেছে। এখন তাকে সুন্দরী না বলে বরং কুৎসিতই বলতে হবে। 'বলছি! বলছি!'

'বেশ, বলো! হগ ওয়ালারের সঙ্গে লাগতে আসার মজা আমি বোঝাবো কুত্তাটাকে!' ব্ল্যাকির কথা বললো সে। ঘুরে তাকালো। কুতকুতে চোখের দৃষ্টি ফেললো ভিড়ের ওপর। তার পুরু ঠোঁটে নোংরা হাসি, ঝগড়া করার সময় কুকুর যেরকম করে দাঁত খিঁচায় অনেকটা সেরকম। লোকটাকে মানুষ বলে মনে হচ্ছে না আমার এ-মুহূর্তে।

হঠাৎ যেন নীরব হয়ে গেল ঘরটা। এতোগুলো মানুষের কারো মুখে কথা নেই। সবাই

তাকিয়ে রয়েছে মিসেস ওয়ালারের মুখের দিকে। নামটা শুনতে চায়।

ভয় যেন অনেকখানি দূর হয়ে গেছে মিসেস ওয়ালারের। সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন। লম্বা দম নিলো। ফুলে উঠলো পোশাকের সামনের দিকটা। ঘুরে ঘুরে তাকাচ্ছে সবার মুখের দিকে। এতোগুলো মানুষকে অপেক্ষা করিয়ে রাখতে পেরে যেন মজা পাচ্ছে। তারপর হঠাৎ আমার আর আব্বার মাথার ওপর দিয়ে তাকালো। হাত তুলে চেঁচিয়ে বললো, 'ওই যে, ওই মেয়েটা! গোলাঘরের কাছে ব্ল্যাকির সঙ্গে ছিলো ফিডলিং টম ওয়ালারের মেয়ে, ডনি ওয়ালার।'

এতোবড় মিথ্যে কথা! পাথর হয়ে গেলাম যেন আমি। পাথর শুধু আমিই নই, মনে হলো সবাইই হয়েছে। কারণ কেউ কোনো কথা বলছে না। শুধু ফায়ারপ্লেসে পুটপুট করে ফাটছে কয়লা।

তারপর কিঁচকিঁচ করে উঠলো এক মহিলা। আরেকজন হাসলো। একজন পুরুষ বললো, 'দূর!' যেন খুব হতাশ হয়েছে সে।

তবে সব ক'টা চোখই এখন ডনির দিকে ঘুরে গেছে। আমার পেছনেই রয়েছে সে। পলকের জন্যে দেখলাম তার মুখটা শাদা হয়ে গেল। চোখে বিস্ময় আর ভয়। ধীরে ধীরে সেটা বদলে রূপ নিলো রাগ আর ঘৃণায়। তাকিয়ে রয়েছে মিসেস ওয়ালারের দিকে।

ডনির পেছনে দাঁড়ানো এক মহিলা নিচুস্বরে বললো, 'মেয়েকে একলা বনে ছেড়ে দিলে এইই হয়!'

উঠে দাঁড়ালো ব্ল্যাকি। পিস্তল দিয়ে বাড়ি মেরে আবার তাকে মেঝেতে ফেলে দিলো হগ ওয়ালার। গর্জে উঠলো, 'চুপ করে বসে থাক! নড়লে পিটিয়েই মেরে ফেলবো! কুত্তার বাচ্চা! আমার সবচেয়ে ভালো শুয়োরটাকে মেরেছিস! আবার মুখের ওপর হেসেছিস! ওয়ালারদের মেয়ের সঙ্গে শয়তানী করে বাঁচবি ভেবেছিস?' পিস্তল কক করে পিছিয়ে এলো সে। ব্ল্যাকির কপাল সই করে তুললো।

বুঝলাম, ব্ল্যাকিকে খুন করতে যাচ্ছে সে। চিৎকার করার চেষ্টা করলাম। কোনো শব্দই বেরোলো না মুখ দিয়ে।

ব্ল্যাকিকে গুলি করার চেষ্টা করছে হগ। কিন্তু এতোই মাতাল, নিশানা ঠিক রাখতে পারছে না। এই সুযোগে এগিয়ে গেল আব্বা। হগের হাত ধরে একটানে তুলে ফেললো ওপরদিকে। বিকট শব্দে গুলি ফুটলো। দেয়ালের অনেক উঁচুতে লাগলো বুলেট, ঝরঝর করে ঝরে পড়লো একখাবলা পাথর।

হগের হাত থেকে পিস্তলটা কেড়ে নিয়ে ধাঁ করে তার মুখে ঘা বসিয়ে দিলো আব্বা। গর্বে বুকটা ভরে গেল আমার। ওই মুহূর্তে মনে হলো দুনিয়ার সব চেয়ে সাহসী লোক আমার আব্বা। তার চেয়ে গায়েগতরে দ্বিগুণ বড় একটা মানুষকে পেটাতেও ভয় পাচ্ছে না। ঘরের আর কারোই তেমন সাহস নেই। সোজা গিয়ে পিস্তলধারী একটা শক্তিশালী লোকের হাত থেকে সেটা কেড়ে নিয়ে তারই মুখে বাড়ি মারা, সহজ কথা!

আব্বাকে এতোটা সাহসী আর কখনও মনে হয়নি আমার। মনে হলো, আব্বা সব পারে। চিৎকার করে বললাম, 'মেরে ফেলো ওকে, আব্বা! মেরে ফেলো শয়তানটাকে!' লোকের গা বেয়ে উঠে যেতে শুরু করলাম কাঁধের ওপর। যাতে আব্বার কাছে পৌঁছে হগকে খুন করতে সাহায্য করতে পারি।

কিন্তু আব্বা তাকে খুনের চেষ্টা করলো না। শুধু পেটাতে থাকলো, যাতে কাহিল হয়ে পড়ে হগ, আর ঝগড়া করতে না পারে। মার খাওয়া জানোয়ারের মতো শব্দ করতে লাগলো শুয়োরটা, ভালুকের মতো থাবা দিয়ে মুখের রক্ত মুছছে। বাধাই দিতে পারছে না আব্বাকে, পাল্টা আঘাত করা তো দূরের কথা। পিছিয়ে এলো আব্বা। হাতের পিস্তলটা নিয়ে যেন

ভাবনায় পড়ে গেছে এখন, কি করবে বুঝতে পারছে না। জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে। কঠিন হয়ে উঠেছে চোখ, ধক্‌ধক্‌ করে জ্বলছে বোর কুনের মতো। তবে কথা বললো শান্ত আর দৃঢ় ভঙ্গিতে, 'যা হবার হয়েছে। খুনখারাপি বোধহয় ঠেকানো গেল।'

আবার উঠে দাঁড়াতে লাগলো ব্ল্যাকি। মাথার পাশ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। বিহ্বল দৃষ্টি, যেন বুঝতে পারছে না কি ঘটেছে।

আমার পেছনে শুনতে পেলাম ফিডলিং টমের স্ত্রী কাঁদছেন। অনুনয় করে বলছেন মেয়েকে, 'ওদের বলে দে, মা, তুই নোস! ব্ল্যাকির সঙ্গে তুই যাসনি! মিথ্যে কথা বলেছে হগের বউ! বল, বলে দে!'

মায়ের কাঁধ চাপড়ে তাকে শান্ত হতে বলে ব্ল্যাকির দিকে এগোলো ডনি। এক বাহুর নিচে কাঁধ পেতে দিয়ে সোজা হয়ে থাকতে সাহায্য করলো তাকে। তারপর ধরে ধরে নিয়ে এলো ডেভের বিছানার কাছে। হ্যাঁচকা টানে বালিশের খোলের খানিকটা ছিঁড়ে নিয়ে রক্ত মুছে দিতে লাগলো। জনতার মুখোমুখি হতে অনেক সময় লাগলো তার। যখন হলো, তখন চিবুক উঁচু, বাদামী চোখে অহঙ্কার আর আনন্দ।

'ব্ল্যাকি আর আমার মাঝে যা ঘটেছে, সেটা আমাদের ব্যাপার,' বললো সে। 'এমন কিছুই সে করেনি আমার সঙ্গে, যেটা সমাজের চোখে অন্যায়।'

বিহ্বল অবস্থা কেটে গেল ব্ল্যাকির। যেন একটা দুঃস্বপ্ন থেকে বেরিয়ে এলো। আমার পেছনে মেয়েদেরকে ফিসফাস করে নানারকম কথা বলতে শুনলাম। অ্যাপ্রনে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগলেন ডনির মা। বলতে লাগলেন, 'আমি তখনই বুঝেছি, আমার সুখের সংসারে আগুন ধরেছে! সুখের দিন শেষ! ফলকটা ভাঙলোই সে-জন্যে!'

স্ত্রীর পাশে এসে দাঁড়ালেন ফিডলিং টম। চোখ মুছিয়ে দিয়ে বললেন, 'আরে থামো না! এটা একটা কাঁদার ব্যাপার হলো নাকি? সব শিশুই বড় হয় একদিন, বুঝতে শেখে, নিজের নিজের ভাবনা করে, সঙ্গী খোঁজে। নইলে তো এই দুনিয়াই অচল হয়ে যেতো। ডনি আর ব্ল্যাকি একজন আরেকজনকে ভালোবাসে, বিয়ে দিয়ে দিলেই হয়। এতে খারাপটা কি দেখলে?'

'কিন্তু বাইরে তখন ব্ল্যাকি আঙ্কেলের সঙ্গে ডনি আন্টি ছিলো না!' আর সহ্য করতে না পেরে চেঁচিয়ে উঠলাম আমি।

'আমি নিজের চোখে দেখেছি···ডনি আন্টি নয়।'

বনবেড়ালির মতো হিঁসিয়ে উঠলো মিসেস ওয়ালার। 'চুপ! শয়তান!' চোখ জ্বলছে। আমার হাতে খামচি মারতে চাইলো।

মুখ চেপে ধরে আমাকে টানতে টানতে সামনের দরজার দিকে নিয়ে চললো ডনি। 'কি চাও? ব্ল্যাকিকে লোকটা মেরে ফেলুক?' আমার কানে কানে ফিসফিস করে বললো সে।

বাইরে বের করে নিয়ে এলো আমাকে। বারান্দা পার করে একেবারে চত্বরে। এমনকি বাড়ির আলো এসে পড়েছে যতদূর, ততোটার মধ্যেও রাখলো না। দূরে এনে বললো, 'কটন, একথা কখনও কাউকে বলবে না, কথা দাও আমাকে!' জোরে জোরে আমার কাঁধ ধরে ঝাঁকালো। 'এমনকি স্পুডও যেন কখনও মুখ না খোলে, কাউকে না বলে। তাহলে ব্ল্যাকিকে মেরে ফেলবে হগ!'

আমাকে ধরে রইলো ডনি। ভারি নিঃশ্বাস ফেলছে। তারপর মোলায়েম গলায় বললো, 'কটন, ব্ল্যাকি আমার মানুষ! ওকে আমি ভালোবাসি! ও-যে কতোটা ভালো তা তো আমি জানি! ওকে কেউ মেরে ফেললে আমি সহ্য করতে পারবো না!'

আমার কাঁধে আলতো চাপড় দিলো সে। তার লম্বা নরম সিল্কের মতো চুল এসে পড়েছে আমার মুখে। তাতে কড়া মিষ্টি একটা গন্ধ, আম্মার চুলের মতো।

চিবুক ধরে আমার মুখ টেনে তুললো সে। বললো, 'কথা দাও আমাকে!'

কি করবো বুঝতে পারছি না। কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে সবকিছু। হগ ওয়ালারের বউ মিথ্যে কথা বলে ডনিকে ফাঁসিয়েছে। ডনিও মিথ্যে বলছে, নিজের দোষ স্বীকার করে নিয়েছে। আমি সত্যি কথা না বললে ব্ল্যাকি ফাঁদে পড়বে। কারণ, তাহলে ডনিকে বিয়ে করতে হবে তার। তারমানে একটা লোকের জীবন শেষ।

কিন্তু যদি সত্যিকথা বলি, হগ ওয়ালার খুন করবে ব্ল্যাকিকে। জানা কথা।

ব্ল্যাকিকে ফাঁদ থেকে বের করে আনার উপায় খুঁজছি মনে মনে। কিছুই বের করতে পারলাম না।

'কথা দাও!' চাপাচাপি শুরু করলো ডনি।

'হঠাৎ বুদ্ধি খেললো মাথায়। বললাম, 'তার আগে তুমি কথা দাও, ব্ল্যাকি আঙ্কেলকে আমাদের সাথে মাঝে মাঝে কুন শিকারে যেতে বাধা দেবে না।'

হেসে ফেললো ডনি। বললো, 'ওরে, শয়তান! ভেবেছিস ওকে ঘরে আটকে ফেলবো, তাই অমন করছিস? ওর যা ভাল লাগে, তাতে আমি কোনদিনই বাধা দেব না···যা, কথা দিলাম তোকে।'

নেচে উঠলো আমার হৃদয়টা। ঢোক গিললাম, তারপর বললাম, 'আমিও কথা দিলাম, কাউকে কিচ্ছু বলবো না।'

'লক্ষ্মী ছেলে। স্পুডকেও বলতে মানা করবে, কেমন?'

'আচ্ছা।'

নিচু হয়ে আমার গালে গরম ঠোঁট ছোঁয়ালো ডনি। ফিসফিসিয়ে বললো, 'তোকে আমি ভালোবাসি, কটন! আমার প্রথম ছেলের নাম আমি কটন রাখবো!'

পরদিন সকালে ফায়ারপ্লেসের কাছে ঘুমিয়ে রয়েছে ডেভ উইলসন। স্পুড বিস্কুট খাচ্ছে। তাকে ওখানেই রেখে আমার হারানো টুপিটা খুঁজতে বেরোলাম। কয়েকজন করে একসাথে বসে খাচ্ছে পুরুষেরা। বিয়ের জিনিসপত্র কিনতে শহরে যাবে ওরা।

বাতাস মরে গেছে। পালকের মতো হালকা বড় বড় তুষারকণা ঝরছে বেশ ঘন হয়ে। মাটি এখনও গরম রয়েছে, তুষার পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গলে যাচ্ছে। তবে বেড়ার খুঁটি, ছাত আর অন্যান্য উঁচু জায়গায় যা পড়ছে, সব জমে গিয়ে উঁচু হয়ে উঠছে। অদ্ভুত লাগছে দেখতে।

এগিয়ে গেলাম। আমাদের গাড়ি থেকে জিনিসপত্র সব বের করে বড় ওয়াগনটায় রাখছে ব্ল্যাকি আর ডনি। গাড়িটা ওদেরকে ধার দিয়েছে আব্বা, বিয়ের কাজ, আর যতোদিন না ওরা একটা গাড়ি কিনতে পারে ততোদিন ব্যবহার করার জন্যে।

ব্ল্যাকির মাথায় ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়েছেন ডাক্তার কোল। শাদা ব্যাণ্ডেজের নিচে বেরিয়ে রয়েছে তার কালো চুলের বাঁকা লেজ, যেন চলমান একটা বেড়ার খুঁটি, মাথায় তুষার জমা। নীরবে কাজ করছে সে। কুঁচকে রেখেছে ভুরু। যেন কি ঘটছে বুঝতে পারছে না। একটা মেশিন হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে চোখ তুলে তাকাচ্ছে ডনির দিকে। যেন মেয়েটাকেও এই নতুন দেখছে।

হঠাৎ চোখে চোখ পড়ে গেল দু'জনের। কেঁপে উঠলো ডনির ঠোঁট। প্রথমে লাল হলো গাল, তারপর ফ্যাকাসে। হাসি ফুটলো ডনির মুখে, চোখে পানি। একই সাথে হাসি আর কান্না। ব্ল্যাকির বাহুতে হাত রেখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। 'তোমাকে আমি পছন্দ করি, ব্ল্যাকি,' ধরা গলায় বললো সে, 'কিন্তু বিশ্বাস করো, কখনোই একাজ করতাম না, যদি না বুঝতাম তোমার জীবনের ঝুঁকি রয়েছে। আমি মিথ্যেটা মেনে না নিলে গুলি করে মেরে ফেলতো তোমাকে হগ। কটন আর স্পুড সাক্ষি দিতো, ওরা হগের বউকেই দেখেছে তোমার

সঙ্গে।' হাসি মুছে গেল তার মুখ থেকে। ঝরঝর করে কাঁদছে এখন। যেন ব্ল্যাকিকে বিশ্বাস করাতে হলে কান্না ছাড়া আর কোনো পথ নেই।

কাঁধে একটা গোটানো বিছানা নিয়ে ডনির দিকে তাকিয়ে রয়েছে ব্ল্যাকি। বললো, 'আরে, এরকম করছো কেন? আমি বিশ্বাস করি তোমার কথা। সব চেয়ে চালাক শেয়ালও তো ফাঁদে পড়ে, তখন আর কোনো উপায় থাকে না তার। তোমার কি দোষ? ভুল করেছি আমি, ফেঁসেছি, ব্যাস, আরকি?'

'কিন্তু আমি চাই তুমিও আমাকে ভালোবাসো!'

এক কাঁধ থেকে আরেক কাঁধে বিছানা সরালো ব্ল্যাকি। 'বাসি না বলেছি নাকি? তোমাকে প্রথম যখন দেখলাম, তখন থেকেই চাইছি অন্তর দিয়ে। শুধু বিয়ে করতে ভয় পাচ্ছিলাম। দায়িত্ব নিতে ভয় লাগে আমার। তবু পুরুষ হয়ে জন্মেছি যখন, দায়িত্ব একদিন না একদিন তো নিতেই হবে।'

কাছাকাছি হলো তার ভুরু। 'এই দেখ না, এখন থেকেই শুরু। একা তো এতোদিন যেখানে খুশি ঘুমিয়েছি। আজ থেকেই আর পারবো না। তোমাকে তো আর যেখানে-সেখানে থাকতে দিতে পারি না। ঘর-দুয়ার, জায়গা-জমি, চাষাবাদ—সবই দেখতে হবে এখন। বাপরে···!'

প্যান্টের হাঁটুর কাছে আঙুল নিয়ে গেল ঢোকানোর জন্যে। কিন্তু পরে রয়েছে পার্টির পোশাক। তাতে ফুটো নেই। ঢোকানোর জায়গা না পেয়ে শেষে চুলের প্রান্ত টানতে লাগলো। 'তবে ভাবনা নেই, হয়ে যাবে। শিখে যাবো সব কিছু। না পারার কিছু নেই।'

'আমার জন্যে এতো কষ্ট করতে হবে না,' ব্ল্যাকির কথায় খুশি হয়েছে ডনি। 'আমিও অনেক কাজ জানি। তোমাকে সাহায্য করতে পারবো। দু'জনে মিলে গড়ে তুলবো সুখের সংসার।'

কালো মেঘ সরে গেল ব্ল্যাকির মুখ থেকে। সহজ ভাবে দম নিতে পারছে এখন আবার। যেন দশমনি একটা পাথর নেমে গেছে তার ঘাড় থেকে। হেসে বললো, 'প্রথমে গদিটার জন্যেই যতো চিন্তা। ঘুমানোর ব্যবস্থা একটা হয়ে গেলে দেখো, আর কোনো অসুবিধে থাকবে না। খুব ভালোই চালিয়ে নিতে পারবো আমরা, তুমি আর আমি মিলে।'

বাইরে বেরিয়ে এলো আব্বা-আম্মা। আমার পাশে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো বিয়ের পার্টির শহরে যাওয়া। প্রথমে গেল ব্ল্যাকি আর ডনি, আমাদের গাড়িটাতে করে। পেছনে গেল রক আর ড্রাম, মাথা নিচু করে, লেজ উঁচুতে তুলে। তাদের পরে ফিডলিং টম ওয়ালার আর তাঁর স্ত্রী, আর মেকসিকো জেসাস, যার মাথার দাগটা আমি আর দেখতে পেলাম না। তার পর ডোলিরা। ওদের পেছনে ফাইকেরা। আর নিউটনরা গেল ডাক্তার কোলের গাড়িতে করে। মদ গিলতে গিলতে ডাক্তারের মুখ লাল, তার পরেও কে যেন আরেক বোতল হুইস্কি ধরিয়ে দিয়েছে তাঁর হাতে।

মারপিটের পর পরই চলে গিয়েছে হগ ওয়ালার ও তার বউ।

আম্মা থাকতে চাইলো। বললো, র‍্যাচেল আন্টির এই সময়ে কোনও একজনের থাকা উচিত। তাছাড়া ডেভকেও দেখা দরকার। ঘরদোর পরিষ্কার করা আর কাপড় ধোয়া তো আছেই।

কাজেই রয়ে গেলাম আমরা। দেখছি, চলে যাচ্ছে ওয়াগনগুলো, তুষারের চাদরের আড়ালে দ্রুত মুছে যাচ্ছে যেন। অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পরেও পাথুরে পথে শোনা যাচ্ছে ওগুলোর চাকার শব্দ।

সব শেষ! মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেছে আমার। ব্ল্যাকি চলে গেল! সেই বিয়ের ফাঁদেই পড়লো শেষ পর্যন্ত। যদি খেপা ষাঁড় হতো, সামলাতে পারতো সে। যদি বদমেজাজী

শুয়োরের পাল হতো, সামলাতে পারতো। কুন, কিংবা বনের যে কোনো প্রাণী হলেও সামলাতে পারতো। কিন্তু এযে মানুষের পাল্লায় পড়েছে! মানুষকে সামলানো শেখেনি ও।

আমি জানি, মাঝে মাঝে শিকারে যাবে ঠিকই। কিন্তু আর কোনো দিন সব কিছু আগের মতো হবে না ব্ল্যাকির। চাইলেই আর তাকে পাওয়া যাবে না। কারণ তার জীবনে যোগ হয়েছে এখন একজন মেয়েমানুষ। এবারের মতো করে তার সঙ্গে আর কোনোদিন কুন শিকারে বেরোতে পারবো না। ওর বার্ডসং ক্রীকের ঝুপড়িতে আর যখন খুশি থাকতে পারবো না আমি আর স্পুড। বনের রহস্যও আর জানা হবে না তার কাছ থেকে। সব শেষ।

ঠিক করলাম, জীবনে কোনোদিন বিয়ে করবো না আমি।

শুকিয়ে এসেছে আমার গলা, ব্যথা করছে। শ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে যেন। বাড়ির কোণ ঘুরে দৌড়ে এলো কালো হাউণ্ডের বাচ্চাটা। আমার হাত চেটে দিয়ে পাশে বসে পড়লো, আমাদেরই মতো তাকিয়ে রইলো পথের দিকে। ওয়াগনের চাকার শব্দ কানে আসছে তার। গোঁ গোঁ করলো প্রথমে, তারপর লম্বা লম্বা ডাক ছাড়লো কয়েকবার।

চোখে পানি এসে গেল আমার। কিছুতেই ঠেকাতে পারলাম না।

আমার দিকে তাকিয়ে আব্বা নিশ্চয় বুঝতে পারলো, আমার মনে কি ভাবনা চলছে। আমার কাঁধে হাত রাখলো, শক্ত হলো আঙুলগুলো। শান্তকণ্ঠে বোঝালো আমাকে, 'একজন মানুষ সারা জীবন তো আর ঘুরে বেড়াতে পারে না, বাবা। সেটা স্বাভাবিক নয়। একটা সময় আসে, যখন তাকে অন্যের দায়িত্ব নিতেই হয়। নইলে সে আর মানুষ হলো কি করে?'

আম্মা বললো, 'এতো ভারি ভারি কথা ও এখন বুঝবে না, অ্যারন। বাদ দাও। সময় হলে আপনিই বুঝবে।'

'কিন্তু ওকে শিখতে তো হবে। আজ হোক কাল হোক।'

'তাহলে কালই শিখুক। এখনও তো ছেলেমানুষ। আমাদের একমাত্র সন্তান।'

গোঁফের একটা কোণ মুখে পুরে চুষতে চুষতে চোখের কোণ দিয়ে আম্মার দিকে তাকিয়ে রইলো আব্বা। শেষে জিজ্ঞেস করলো, 'মানে?'

আমিও আম্মার দিকে তাকিয়ে রইলাম। কিছু একটা বোঝাতে চাইছে আম্মা।

লাল হয়ে গেল তার মুখ। হ্যাটটা হাতে নিয়ে চিবুকে বাঁধার ফিতেটা মোচড়াতে লাগলো। আরেক দিকে তাকিয়ে বললো, 'মানে, বলতে চাইছি, খেলার বয়েস এখনও ওর আছে। এর জন্যে ওকে যা যা দরকার দিতে পারি আমরা। বেশিদিন তো আর জ্বালাতন করবে না।'

'কি ধরনের জিনিস, কোরা?'

'ভালো করেই জানো কিসের কথা বলছি!' ফোঁস করে উঠলো আম্মা। 'বুঝেও না বোঝার ভান করো কেন? বলছি, কটন আমাদের একমাত্র ছেলে। আর কালো একটা কুকুরের বাচ্চার জন্যে কি রকম বানিয়ে রেখেছে চেহারাটা।'

বলেই দ্রুত ঘরের দিকে রওনা হয়ে গেল আম্মা। কিছুদূর গিয়ে কাঁধের ওপর দিয়ে ঘুরে তাকিয়ে বললো, 'আগেই বলে দিচ্ছি, আমার ফুলের বেড যেন নষ্ট না করে। ভালো হবে না তা হলে।'

আমার দিকে তাকিয়ে কড়া গলায় আব্বা বললো, 'শুনলে তো? ফুলের বেড যেন নষ্ট না করে, হ্যাঁ। তাহলে তোমার আগে আমাকে পালাতে হবে বাড়ি ছেড়ে।'

আমার দিকে তাকিয়ে হেসে চোখ টিপলো আব্বা। আম্মার পিছু পিছু চলে গেল রান্নাঘরে।

মুখ তুলে আমার হাত চাটলো নিগার। ধপ্ করে বসে পড়লাম ওর পাশে। জড়িয়ে ধরলাম বুকের মধ্যে। ধুক ধুক করে চলছে ওর হৃৎপিণ্ড, যেন আমারটার সঙ্গে তাল মিলিয়ে।

—ঃ শেষ ঃ—

বাংলাপিডিএফ.নেট-এর সৌজন্যে

শিকারী পুরুষ

ফ্রেড জিপসনের 'দি হাউণ্ড ডগ ম্যান' একটি অসাধারণ বই। আজকাল ক্লাসিক হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে এটিকে। অনেক সুনাম, অনেক কাটতি এ-বইয়ের। সত্য ঘটনা অবলম্বনে লেখা এই কাহিনীকে কোনো বিশেষ ধারায় ফেলা মুশকিল। কখনও মনে হয় শিকারের গল্প, কখনও দুর্দান্ত অ্যাডভেঞ্চার, কখনও হাসির, কখনও প্রেমের উপন্যাস, কখনও কাউবয় ওয়েস্টার্ন, কখনও বা জীবনবোধ...